সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮
বিশেষ সংখ্যা

সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি
টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি

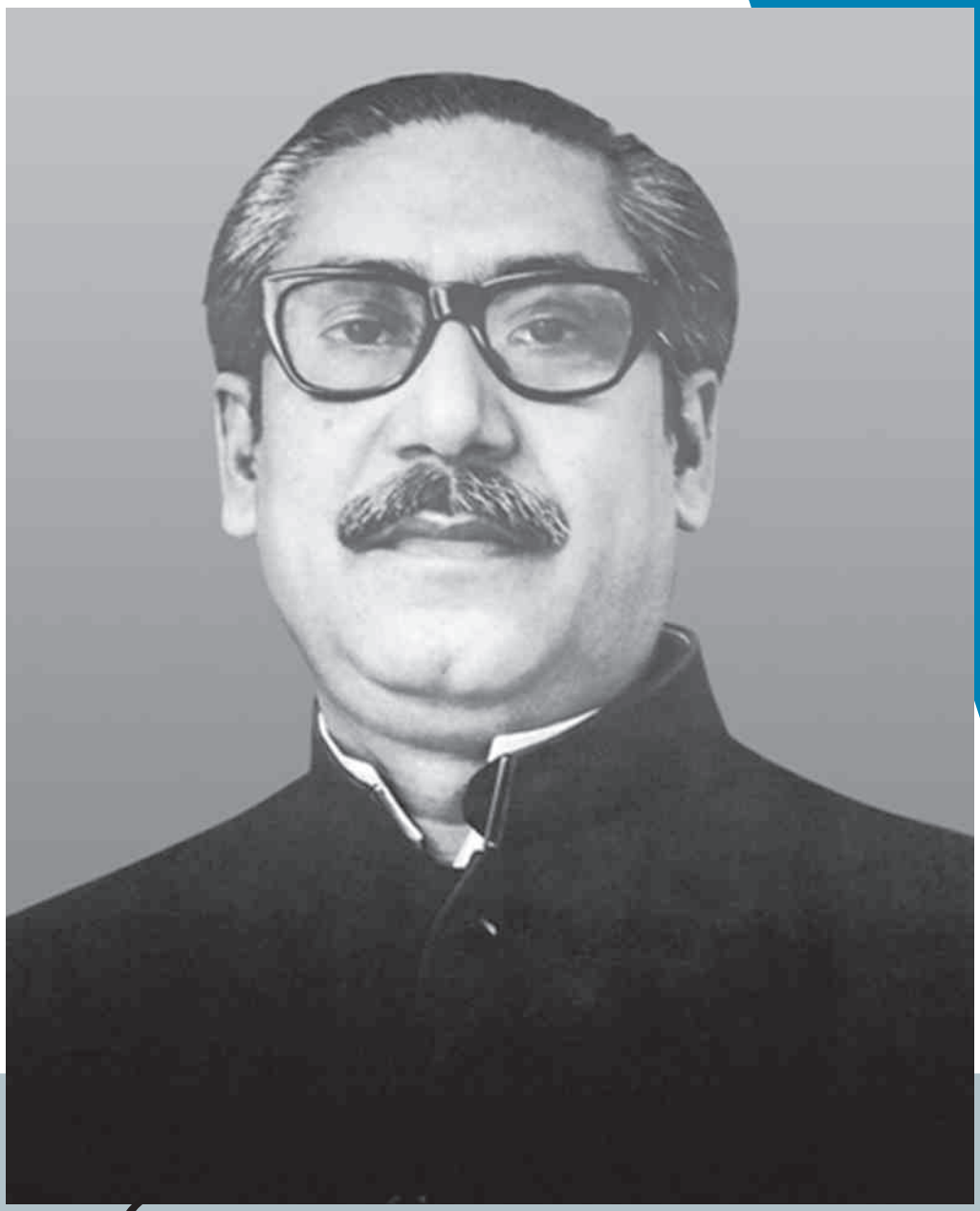

‘আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে সোনার বাংলা। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।’

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘আমি আশা করি সমবায়ের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। যেহেতু এটি জাতির পিতারই একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বহু-মুখী গ্রাম সমবায় করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করার পর সেটি আর করা হয়নি। আমরা তাই ভিন্ন-ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।’

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৪
প্রদান অনুষ্ঠানের ভাষণ

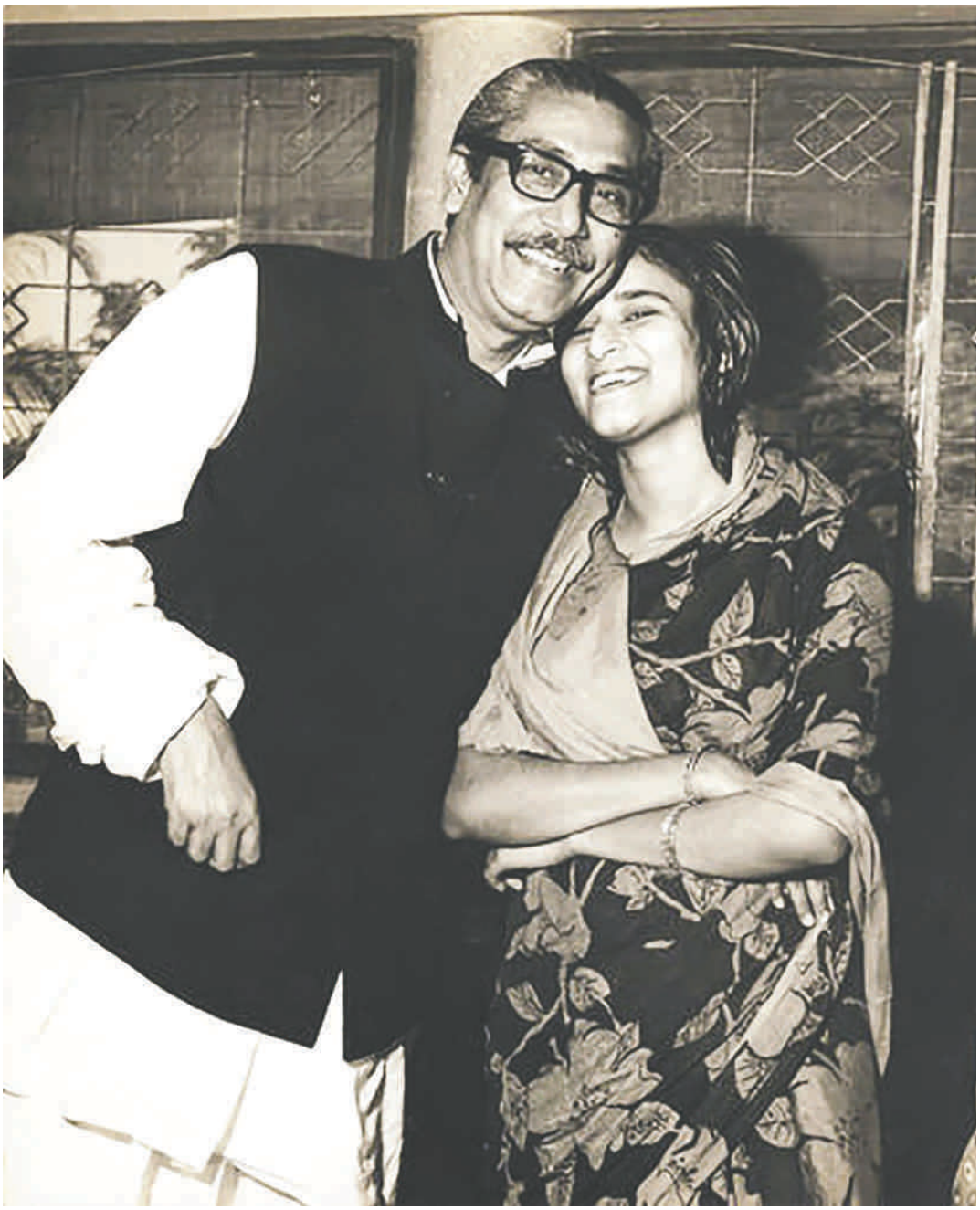

‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ

৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮

সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি
টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি

২৫ নভেম্বর ২০১৮ / ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, রবিবার

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ছেলে মেয়ে ও নাতি-নাতনির সঙ্গে একান্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঁয়ে বড় মেয়ে শেখ হাসিনা, দুপাশে শেখ হাসিনার সন্তান পুতুল ও জয়, পেছনে শেখ রাসেল, একেবারে ডানে ফজিলাতুন নেসা মুজিব। ছবি : সংগৃহীত

‘জাতির পিতার দর্শনকে ধারণ করেই সরকার প্রতিটি গ্রামে সমবায়ভিত্তিক মৎস্য খামারসহ গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে তুলছে। সামাজিক বনায়ন, সমিতির মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন, তাঁত ও সেলাই, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প, মৃৎশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক প্রকল্পও বাস্তবায়ন করছে।’

–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমবায়ে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

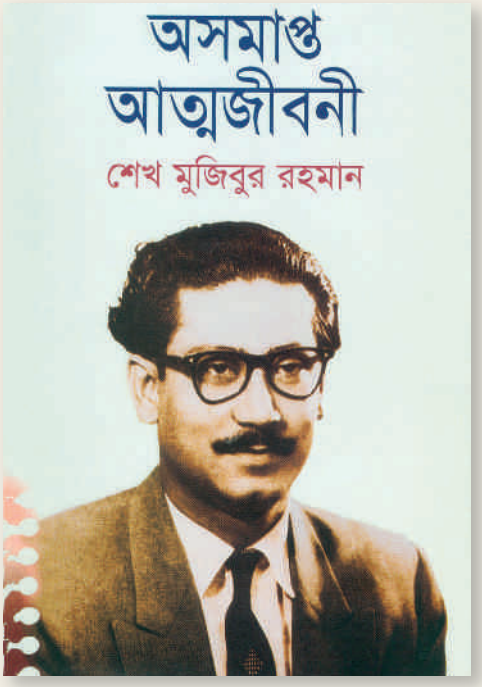

তৎকালীন পাকিস্তান যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম মন্ত্রী হিসেবে 'কো-অপারেটিভ' অর্থাৎ সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান এবং যোগদান করে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দফতর ভাগ করা হল। আমাকে কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট দফতর দেওয়া হল। এগ্রিকালচার আবার আলাদা করে অন্যকে দিল।' পৃষ্ঠা-২৬৭

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৯ সালের ২৮ অক্টোবর সমবায় কাজকর্ম সম্পর্কে জানার জন্য কুমিল্লার দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ পরিদর্শন করেন।

বঙ্গবন্ধু এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায়ের প্রতি দরদ, চিন্তা-ভাবনা ও গভীর মনোযোগের বহিঃপ্রকাশ দৃশ্যমান। সমবায় পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে চিত্রে তুলে ধরা হলো।

১৯৮৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেন। তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন মেগসেসে এওয়ার্ডপ্রাপ্ত জনাব মোঃ ইয়াছিন, প্রতিষ্ঠাতা, দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, কাশিনাথপুর, কুমিল্লা

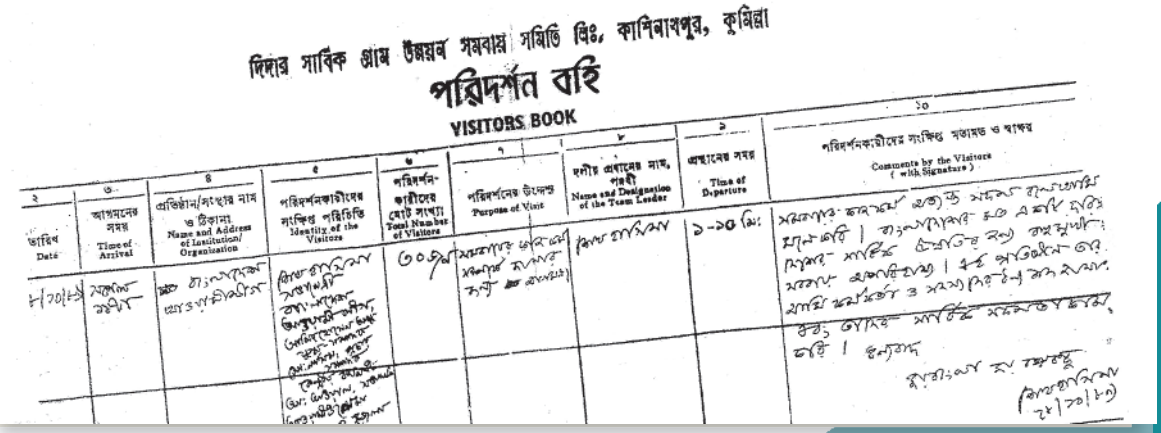

পরিদর্শন বহি

VISITORS BOOK

তারিখ Date	আগমনের সময় Time of Arrival	প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম ও ঠিকানা Name and Address of Institution/Organization	পরিদর্শনকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি Identity of the Visitors	পরিদর্শনকারীদের মোট সংখ্যা Total Number of Visitors	পরিদর্শনের উদ্দেশ্য Purpose of Visit	দলীয় প্রধানের নাম, পদবী Name and Designation of the Team Leader	প্রস্থানের সময় Time of Departure	পরিদর্শনকারীদের সংক্ষিপ্ত মতামত ও স্বাক্ষর Comments by the Visitors (with Signature)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১-১০ মিঃ	[illegible]

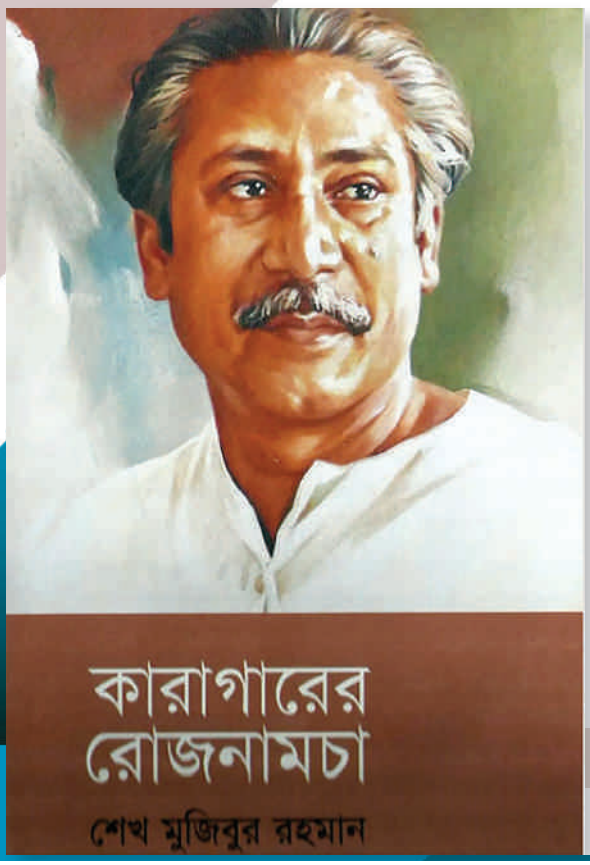

‘বাজে গাছগুলো আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলিকে আমার বড় ভয়, এগুলি না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ- যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে, এবং করতে চেষ্টা করে। তাই পরগাছাকে আমার বড় ভয়। আমি লেগেই থাকি। কুলাতে না পারলে আরও কয়েকজনকে ডেকে আনি। আজ বিকেলে অনেকগুলি তুললাম।"

(পৃষ্ঠা : ১১৭, ২৩ জুন ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার)

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জেলখানায় বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা দিনলিপি নিয়ে ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইটি গণভবনে বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার হাতে হস্তান্তর করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

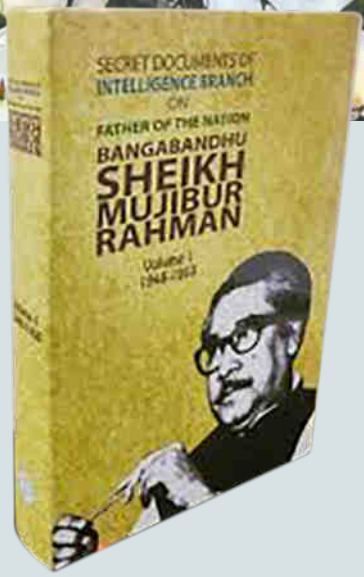

ঢাকায় গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফাইল ছবি

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র

সমবায়

৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮
বিশেষ সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৮

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
মোঃ আব্দুল মজিদ
(অতিরিক্ত সচিব)
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
মোঃ আসাদুজ্জামান
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
অঞ্জন কুমার সরকার
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

কাজী মেসবাহ্ উদ্দিন আহ্মেদ
উপনিবন্ধক (ইপি)

মোঃ কামরুজ্জামান
উপনিবন্ধক (পিপি)

সদস্য সচিব
মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে
সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা
থেকে প্রকাশিত

ফোন : ৯১৪০৮৭৭, ৮১২৯৬৫৪,
৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
e-mail : coop_bangladesh@yahoo.com
website : www.coop.gov.bd
ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

সূচিপত্র

বাণী	১৬-২৩
নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের ডেস্ক হতে	২৪
৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮	২৭
স্থিতিপত্র বাংলাদেশ : বিশাল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও হৃদয় উষ্ণ করা সামাজিক অগ্রগতি	২৮
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও আজকের বাংলাদেশ	৩০
শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ী নির্বাচনে মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত	৩৩
সমবায় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন	৩৪
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমবায়ের ভূমিকা	৩৬
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যস্থাপনায় সমবায়	৩৮
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর	৪১
সুশাসন, দারিদ্র্যহ্রাস ও সমবায়	৩৮
টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের সামাজিক সম্পৃক্ততা	৪২
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় অধিদপ্তর	৪৪
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী পালন	৪৭
নৃ-তাত্ত্বিকের চিঠি	৪৮
আমাদের উন্নয়ন ভাবনা : প্রেক্ষিত ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস	৫০
টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব	৫২
সংখ্যায় শক্তি একতায় বল	৫৪
রূপকল্প ২০২১-২০৪১ : বাস্তবায়নে সমবায়ের ভূমিকা	৫৬
নতুন প্রজন্মের স্বপ্নপূরণে সমবায়ের অনন্য উদ্যোগ	৬০

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কালিকাপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	৬২
সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড	৬২
মুশুদ্দি উত্তর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ	৬৩
পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	৬৩
জনাব এস. এম গোলাম কুদ্দুস	৬৪
খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	৬৪
শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ	৬৫
কল্যাণপুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ	৬৬
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ	৬৬

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৭ প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ	৬৭
মিঃ বাবু মার্কুজ গমেজ	৬৭
জনাব নাজিম উদ্দিন হায়দার	৬৮
ড. সেলিনা রশিদ	৬৮
জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া জুয়েল	৬৯
অনির্বাণ মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ	৬৯
কুলিয়ারচর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ	৭০
বেগম রহিমের নেছা	৭০
দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ	৭১
জনাব মোঃ নওশের আলী	৭১

সাফল্য কথা

মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে সফল সমবায়	৭২
কাঁকড়া ব্যবসায়ীরা সমবায়ের পতাকাতলে	৭৩
আপন আলোয় উদভাষিত	৭৪
সফলভাবে এগিয়ে চলা	৭৬

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ নভেম্বর ২০১৮
১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সমবায় পদ্ধতি পারস্পরিক সহযোগিতা, সমবেত প্রচেষ্টা, মূল্যবোধের চর্চা এবং সম্মিলিতভাবে টিকে থাকার নীতিতে বিশ্বাস করে। সমবায় একাধিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ন্যায়নীতি ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত এক কর্ম প্রচেষ্টা। প্রতিটি সমবায় সমিতি গণমানুষের মৌলিক সমস্যা নিরসনে এক একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার কোনো বিকল্প নেই। জাতীয় সমবায় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি"- এ প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পল্লি অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাছাড়া সংবিধানে মালিকানার নীতি হিসেবে সমবায়কে জাতীয় অর্থনীতির দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে সমবায় সংশ্লিষ্ট সকলের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা একান্ত কাম্য। বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে সমবায় কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, সক্রিয় এবং যুগোপযোগী করতে সংশ্লিষ্ট সকলে তৎপর ও আন্তরিক হবেন-এ প্রত্যাশা করি।

আমি ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ নভেম্বর ২০১৮
১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫

বাণী

আজ ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস। 'সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি'–এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিবসটি সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমাদের সরকার সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমবায় ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক গুরুত্বারোপ করেছে। বর্তমানে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭০০টি সমবায় সমিতির ১ কোটি ৯ লক্ষ জন সদস্য রয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, সঞ্চয়-ঋণদান, দুগ্ধ, কুটির শিল্প, গার্মেন্টস, আবাসন, ব্যাংক, বীমা, পণ্য বিপণন, আশ্রয়ণ এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়কে অবলম্বন করে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা হয়েছে সমবায় ভিত্তিক নানা উন্নয়ন প্রকল্প।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলাদেশ গড়তে সোনার মানুষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ জন্য প্রতিটি গ্রামে সমবায় ভিত্তিক সংগঠন গড়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছিলেন। তাই সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন ও উন্নয়ন টেকসই করতে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সমবায় প্রক্রিয়ায় সংগঠিত করে পুঁজিগঠন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, কার্যকরি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী ও পরিকল্পিত উপায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সমবায়ীগণকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

রূপকল্প ২০২১ ও এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়ন এবং আমাদের ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। তাই আসুন বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, 'সমবায়ের যাদু স্পর্শে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে মূল্যবোধের চর্চা ও সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করি।'

এ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সমবায় আন্দোলন সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের শুভ মুহূর্তে আমি সারাদেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশে সমবায়ের কার্যক্রম শতবর্ষের অধিক। এই দীর্ঘ সময় টিকে থাকার মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সমবায় ছিল হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে এদেশে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণসহ সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাপনা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে স্থান দিয়েছেন।

এ বছরের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ''সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি''। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাম এবং শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকার 'একটি বাড়ি একটি খামার' ও 'আশ্রয়ণ' প্রকল্পসহ কৃষি উৎপাদন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনমান উন্নয়নমুখী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশেও সমবায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সমবায় গঠনের জন্য মানুষের মধ্যে ক্রমেই আগ্রহ বাড়ছে। তাছাড়া সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় নতুন আঙ্গিকে সমবায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমবায়ের অবদান আরও বেগবান হবে– জাতীয় সমবায় দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, এমপি

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

২৫ নভেম্বর ২০১৮
১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫

বাণী

২৫ নভেম্বর, ২০১৮ রবিবার ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস। 'সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে সারাদেশে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকের এ উৎসবমুখর দিনে আমি বাংলাদেশের সকল সমবায়ী ভাইবোনদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়ের কোন বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে দরকার উন্নয়নের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন তৈরি করে জনগণকে উন্নয়নের অংশীদার করার জন্য সমবায়ই হতে পারে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। সমবায়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায় খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, এমপি)

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারাদেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিনে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সমবায়ের সম্ভাবনা সকল যুগেই অনস্বীকার্য। বর্তমান Globalization এর যুগে প্রত্যেকটি মানুষ, জাতি এবং রাষ্ট্র একে অপরের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারী-বেসরকারী খাতের পাশাপাশি সমবায় পদ্ধতির ব্যবহার সারা বিশ্বেই স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষেত্র বিশেষ অতি প্রয়োজনীয়। ঠিক এইরকম বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এবারের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি' যা খুবই সময়োপযোগী।

এ মুহূর্তে বিশ্বের সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল সীমিত সম্পদ দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানো। বলা হয়ে থাকে বিশ্বের মোট সম্পদের ৯০% এর মালিক ১০% জনগণ, আর অবশিষ্ট ১০% সম্পদের মালিক ৯০% জনগণ। অর্থাৎ সম্পদের বন্টন সুষম নয়। ফলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তো বটেই এমনকি একই দেশের মানুষের প্রত্যাশা, প্রাপ্তি আর জীবনযাত্রাতেও বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এ পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার একমাত্র বিকল্প হতে পারে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বন্টন। এতে পণ্যের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মধ্যসত্বভোগী না থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই ন্যায্য মূল্যও পাবেন। তাই সমবায়কে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের পথ সুগম করে একটি সমৃদ্ধ ও সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আমি আশা করি, সমবায়ের আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সকল সমবায়ী ভাই-বোন দেশ ও জাতির উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন এবং বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরিত করতে সাহায্য করবে।

আমি ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

জয় হোক পল্লীর মেহনতি মানুষের

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এম.পি)

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

সারাদেশে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদযাপিত হতে যাচ্ছে। এ বছরের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি"। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি, রূপকল্প-২০২১, ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ এবং ডেল্টাপ্লান ২১০০ এর প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য খুবই যুক্তিযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী সমবায় ব্যবস্থা একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি যার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (ICA) এর হিসাব অনুযায়ী কানাডা, জাপান ও নরওয়েতে প্রতি ৩ জনে ১ জন, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীতে প্রতি ৪ জনে ১ জন সরাসরি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত। গণচীনে ১৮০ মিলিয়ন, ভারতে ২৩৬ মিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ৫.৪ মিলিয়ন মানুষ সমবায়ের সদস্য। বিশ্বে গড়ে প্রায় প্রতি ৬ জনে ১ জন সমবায়ী। কৃষি, শিল্প, আবাসন, ব্যাংক, বীমা, বনায়ণ, ঋণসহ বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশজ উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে সমবায় ব্যবস্থা।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে প্রথমবারের মত সমবায় খাতের উন্নয়নে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেন, যা তৎকালীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ সহায়তা প্রদানকে গতিশীল করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়ী মালিকানাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বিদ্যমান ঔপনিবেশিক ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন আদর্শের সমবায় গঠনের রূপরেখা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধুর উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের লক্ষ্য। আধুনিক রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনই হলো টেকসই উন্নয়ন। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ভিত্তি তৈরি করে সকল মানুষকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে আসার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার সম্পদের সুষম বন্টন, সুযোগের সমতাবিধান, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমবেত অংশগ্রহণ।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, যার মূল কথা 'লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড'। সকল মানুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অন্যতম কৌশলিক হাতিয়ার হলো সমবায়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭০০টি সমবায় সমিতি রয়েছে যার ব্যক্তি সদস্য প্রায় ১ কোটি ৯ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৩৫৮০ কোটি টাকা। এ সকল সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নয়নের একটি অন্তঃস্রোত নিঃশব্দভাবে বহমান। মূলতঃ সমবায় ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে উন্নয়নে সকল মানুষের অন্তর্ভুক্তি দ্বারা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের শুভক্ষণে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার)

মোঃ আব্দুল মজিদ

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের কথা

৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজকের এই উৎসবমুখর দিনে সকল সমবায়ী ও সমবায় পরিবারের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সমবায় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, সমসাময়িক কার্যক্রম ও লক্ষ্য সম্পর্কে তথ্য প্রচার, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমবায়ের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নয়ন অংশীদারিত্ব জোরদার করা এই দিবস উদযাপনের অন্যতম লক্ষ্য।

এ জনপদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, এ দেশের গরিব, দুঃখী ও মেহনতি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়া। আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি, ১৫ আগষ্ট নিহত শহীদদের প্রতি, মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি এবং ৩ নভেম্বর কারাগারে নিহত চার জাতীয় নেতার প্রতি। একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতির পিতা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১৩ তে মালিকানা ব্যবস্থার ২য় খাত হিসেবে সমবায়ী মালিকানাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে এবং দেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সে ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে জাতির পিতার দেখান পথে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মার্কিন বিজ্ঞানী জেসি ম্যাক্সওয়েলের ভাষায় ''A Leader is one who knows the way, shows the way and goes the way'' যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে সম্পৃক্ত করার কর্মসূচিগুলো জোরদার করা হয়েছে। আশ্রয়ণ, গুচ্ছগ্রাম, একটি বাড়ি একটি খামার, ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কোন ধারণা নয়, বাস্তবতা।

এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি"। চলমান আর্থ-সামাজিক উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সহঅবস্থান ও ভালবাসার মেলবন্ধনে গঠিত সমবায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, জাতীর পিতার গ্রাম ভিত্তিক সমবায়ই হতে পারে এ দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের অন্যতম কৌশল।

আজকের এই সুবর্ণক্ষণে সবাইকে সমবায়ী শুভেচ্ছা।

জয় হোক বাংলার মানুষের, জয় হোক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল মজিদ

শেখ নাদির হোসেন লিপু

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী
সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

বাণী

আজ ২৫ নভেম্বর ২০১৮ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হতে যাচ্ছে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস। এ উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছরের প্রতিপাদ্য "সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি"। কালের আবর্তে প্রতিপাদ্যটির তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের জীবন ধারণ ও উন্নয়নের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার অনুশীলন মানব ইতিহাসের শুরু থেকে চলে এসেছে। বর্তমানে পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও কর্মকৌশল হিসেবে উৎপাদনমুখী প্রচেষ্টা ও সমষ্টিগত উদ্যোগের আবশ্যিকতা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদ মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দারিদ্র্যমুক্ত অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায় বিচার, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন ও দুষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার প্রচেষ্টায় সফল বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সকল শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস। তাই রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি সমবায় খাতে সবল উপস্থিতি সমভাবে প্রয়োজন। বিন্দু থেকে সিন্ধু- এ সমবায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, সে সঙ্গে নতুন নতুন দিগন্ত সংযোজিত হচ্ছে সমবায় অঙ্গনে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত "গণমুখী সমবায় আন্দোলন" এর বিকল্প নেই। এ আন্দোলন সফল করতে একদিকে যেমন দরকার প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়নসহ বর্তমান সমবায় আন্দোলন জোরদার ও বহুমুখী সম্প্রসারণ তেমনি প্রয়োজন সমবায় চেতনা ভিত্তিক একটি দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যার উপর ভিত্তি করে সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। উন্নয়ন মানে মাথাপিছু আয় নয়, উন্নয়ন মানে– ধনী গরীবের বৈষম্য হ্রাস। উন্নয়নকে দেখতে হবে সমবায় আন্দোলন হিসেবে যার মুখ্য ভূমিকা হবে সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) ১৯৭৩ সাল থেকে উৎপাদনমুখী সমাজ ভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণন করে জাতির পুষ্টি ও মেধা মনন বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৪৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত কারখানা স্থাপন প্রকল্প", ১০৫.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে "সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প" এবং ৪২.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে "দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় (কর্ণফুলি) দুগ্ধ কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৯২.৭০ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছেন যা মিল্কভিটার জন্য মাইলফলক। সরকারের সহযোগিতায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও স্বল্প বিত্ত জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র সম্পদকে একত্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রচনা করছে। সামাজিক ও আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে দৃশ্যমান করে বৃহত্তর কল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়া।

সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় দুই লক্ষাধিক সমবায় সমিতি ও এর সাথে সম্পৃক্ত কোটি কোটি সমবায়ী যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ নাদির হোসেন লিপু

“সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি”

মোঃ আব্দুল মজিদ

আজ নভেম্বর মাসের ২৫ তারিখ রবিবার, শত বছরের পথ পরিক্রমায় এ জনপদের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবারও ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সগৌরবে সারা দেশে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এবারে এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে “সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি” নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ জনপদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান, জাতির অবিসংবাদীত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এর ধারাবাহিকতায় চলমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরী, বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির বাতিঘর, বাংলার শান্তিকামী মানুষের কল্যাণের জন্য যিনি পৃথিবীর এক গোলার্ধ হতে অন্য গোলার্ধে ছুটে বেড়াচ্ছেন, বর্তমান বিশ্ব মানবিক মূল্যবোধের লালন ও পালনকারী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, জাতির পিতার আদর্শ ও রক্তের উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত ও আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় দিবসের এ প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের এই উৎসবমুখর দিনে সকল সমবায়ী ও সমবায় পরিবারের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি, বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের মহান শহিদদের প্রতি। আমি আরও হৃদয়ের ক্ষত নিসৃত বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ১৫ আগষ্ট ভয়াল কালো রাতে ৭১'র পরাজিত ও পতিত শক্তি এবং দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কর্তৃক জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাৎ বরণকারী অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি। আরও শ্রদ্ধা জানাই নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে জেলখানায় নিহত ৪ জাতীয় নেতার প্রতি। বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর জাদুকরী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করে দেশকে পূণর্গঠনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই এ পতিত ও পরাজিত অপশক্তি আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিতর্কিত এবং দেশের উন্নয়নের গতিধারাকে স্তব্ধ ও নস্যাৎ করার জন্য এ জঘন্যতম হত্যাকান্ড চালায়। খুনিরা একইসংগে বঙ্গবন্ধুর সকল আন্দোলন, সংগ্রাম ও কর্মের অনুপ্রেরণা দানকারী মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, তাঁদের পরমপ্রিয় সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশু পুত্র রাসেল, যিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঘাতকের নিকট অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন “আমাকে হাসু আপুর (আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দিন”, বঙ্গবন্ধুর অনুজ ১০ বছরের ছোট আদরের ভাই শেখ আবু নাসের, সুলতানা কামাল খুকু, পারভীন জামাল রোজী, বঙ্গবন্ধুর সেজ ভগ্নীপতি সুপ্রিয় সহপাঠী ও তৎকালীন মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সংগঠক, সুবক্তা ও সুলেখক শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর স্ত্রী বেগম আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত আব্দুলাহ বাবু, শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুল নঈম খান রিন্টু ও কর্ণেল জামিলসহ ২৬ জনকে এ রাতে হত্যা করা হয়। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ ও জঘন্যতম হত্যাকান্ড। খুনিরা ভেবে ছিল এ হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ও চেতনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু খুনীদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভূল। বাংলাদেশের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রবাসে থাকায় তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ খুনিচক্রের ঘাতকেরা ২১শে আগষ্ট ২০০৪ সালে পুনরায় শেখ হাসিনার উপর নির্মম ভাবে গ্রেনেড হামলা চালায় হত্যা করার উদ্দেশে। কিন্তু পরম করুনাময়ের ইচ্ছায় তিনি বেঁচে যান। তাঁরা দুই বোন ছাড়া জাতির পিতার সোনার সংসারে আর কেউ জীবিত নেই। তবে এই ঘোর অন্ধকারের কালো মেঘ কেটে যেতে বেশী সময় লাগেনি। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের কখনো তিনি দমে যাননি। যেখানেই বাধা পেয়েছেন সেখানেই তিনি সৌধ গড়ে তুলেছেন। ১৯৮১ সালের ১৭ মে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে এ জাতি এবং মুজিব প্রেমিক সৈনিকেরা সংগঠিত হতে থাকে। জাতির পিতার মহান আর্দশ মুখে এবং বুকে লালন করে মুজিবভক্ত বাংলার মানুষ তাঁর আদর্শ ও রক্তের উত্তরাধিকারী, আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুজিব হত্যার প্রতিবাদে আবারও সংগঠিত হয়। সেদিন থেকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শে আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠে বাংলার এ জনপদ, বিকৃত ইতিহাসের চোরাবালি ও অন্ধকার গলি হতে আলোর মিছিলের যাত্রী হিসেবে দেশবাসীর শুরু হয় নতুন অভিযাত্রা। ১৯৯৬ সালে ১ম সরকার গঠনের পর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্লান্তিহীন জীবনের ঘাম ও শ্রমে পত্র-পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠে এ দেশ, ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার পরিচালনার মহান ব্রত গ্রহণ করায় তাঁর বর্ণাঢ্য নেতৃত্বের অপূর্ব আভায় উন্নয়নের দিগন্ত হয় সম্প্রসারিত। সমুদ্র বিজয় ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো সহ বাংলাদেশ উন্নত দেশের অভিযাত্রায় সফল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচিত্রমুখী সফল নেতৃত্ব সকল হীনতা, নীচতা, অন্যায়, অনাচার ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। দেশ আজ উন্নয়নের পথের অভিযাত্রী। আর সে অভিযাত্রায় সমবায় অধিদপ্তর, সমবায়ীবৃন্দ তথা সমগ্র সমবায় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর অনুরাগী, অনুসারী, পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত সহযোগী, সহযোদ্ধা ও অংশীদার হওয়ার জন্য সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছে।

৬ সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প।
–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২.

জাতির পিতার সমবায়ের দর্শনের প্রেরণাকে লালন করে, সমবায়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, সমবায়ই হতে পারে এ দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার দর্শন। জাতির পিতা তাঁর আজীবনের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মকৌশল বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানকে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ"। জাতির পিতা ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে সমবায় খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করেছিলেন। মহান স্বাধীনতার পর আমাদের মহান জাতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে সমবায়ের ক্ষেত্রে একটি বিরল ঘটনা।

৩.

গণতন্ত্রের মানস কন্যা ও দিন বদলের অগ্রদূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মাঝেও মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৭৫১ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। দারিদ্রের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৩.২ শতাংশ হয়েছে এবং হত দরিদ্রের হার ১৭.৬ শতাংশ হতে ১২.১ শতাংশে নেমে এসেছে। জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে সম্পৃক্ত করার কর্মসূচিগুলো জোরদার করা হয়েছে। আশ্রয়ণ, গুচ্ছগ্রাম, একটি বাড়ি একটি খামার, ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশ আজ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতি সমগ্র বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন প্রকল্প বর্তমান সরকারের একটি অনন্য উদ্যোগ। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা ১২৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পদ্মা সেতু প্রকল্প, মেট্রো রেল প্রকল্প, মহাসড়ক চার লেনে উন্নিতকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কোন ধারণা নয়। বাস্তবতা। ই-গভরনেন্স, ই-লিটারেসি, ই-বাণিজ্যের সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ জনও পেতে শুরু করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে আজ মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে গেছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। অপরদিকে জাতির পিতা হত্যার বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে দেশকে করেছেন কলঙ্কমুক্ত।

৪.

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো তাঁকে ''হুপে-বোয়ানি'' (Houphouet-Boigny) শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০১৪ সালে ইউনেসকো তাঁকে 'শান্তিরবৃক্ষ' এবং ২০১৫ সালে উইমেনইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাঁকে রিজিওনাল লিডারশীপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভলপমেন্ট এক্সপো-২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশীপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ-২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এছাড়া, টেকসই ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য International Telecommunication Union (ITU) শেখ হাসিনাকে ICTs in Sustainable Development Award-2015 প্রদান করে। Mother of Huminity খ্যাত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মানবিক ভূমিকা রাখার জন্য সম্প্রতি Inter Press Service (IPS) কর্তৃক এবং বাল্য বিবাহ রোধে ভূমিকার জন্য ইউনিসেফ কর্তৃক ২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মার্কিন বিজ্ঞানী, জেসি ম্যাক্সওয়েল এর ভাষায় ''A Leader is one who knows the way, goes the way and shows the way'' জননেত্রী ও জনবন্ধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মত দক্ষ, বিচক্ষণ, উদ্ভাবনী, সৎ, পরিশ্রমী ও চৌকশ নেত্রীত্বের অপূর্ব আভায় তাঁর কর্মজীবন আজ বর্ণাঢ্য এবং শতভাগে পরিপূর্ণ।

৫.

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র বিমোচন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমান বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭০০টি সমবায় সমিতির ১ কোটি ৯ লক্ষেরও অধিক সমবায়ী বহুমুখী আর্থিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। তাদের কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা, যা জাতীয় অর্থনীতিতে নিঃশব্দ স্রোতোসিনীর মতো বারি সিঞ্চন করে চলেছে এবং আমাদের জনজীবনে সদাবহমান ও দৃশ্যমান ভূমিকা রেখে চলেছে। সমবায়ের বিপুল জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলে উৎপাদন ও বাজারমুখী সমবায়ের আওতায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রসার, উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা, তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে।

6 আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে থানা বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা।**–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

৬.
কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৫১৫৬.০৩ লক্ষ টাকা।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নমূলক সমবায় দর্শনের গভীর তাৎপর্য ধারণ ও লালন করে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বর্ণাঢ্য নেতৃত্বের অপূর্ব আভায় উন্নয়ন দর্শনেও সমবায় খাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুই ১৯৭৩ সালে মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আজও দেশের বৃহত্তম তরল দুধ উৎপাদন ও বিতরণকারী সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একটি মেধাবী জাতি গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে সারা দেশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মিল্ক ভিটার কারখানা গড়ে তোলার কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া "দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির" লক্ষ্যে ২৮৯৩.০০ লক্ষ টাকার প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

৭.
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচিত্রমুখী সফল নেতৃত্ব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল হীনতা, নীচতা, অন্যায়, অনাচার ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। তাই সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর স্বপ্নপ্রসূত "একটি বাড়ী, একটি খামার" প্রকল্পের আওতায় সমবায়ের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" এর লক্ষ্যে ৩৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে।

৮. জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goal (SDG) তে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, সব শিশুর জন্য সমান শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসনসহ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নে মহাপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। SDG এর প্রতিটি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সমবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ০৬টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১. Rural Employment Generation and Poverty Reduction;
২. Alleviate Rural Poverty and Strengthening Rural Economy;
৩. Agriculture value chain development through Cooperatives;
৪. Institutional Development and Capacity Building;
৫. Strengthening of Cooperative Movement;
৬. Improving Service Delivery System through Information and Communication Technology (ICT).

SDG এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমবায় চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবারের "সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি" প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত যুগোপযোগী।

৯.
বর্তমান বিশ্বে ১৯৩টি দেশে সমবায় ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে। সমবায় ০৭টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সমবায়ের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। যথা :

ক) স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and Open Membership);
খ) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সদস্য নিয়ন্ত্রণ (Democratic Member Control);
গ) সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation);
ঘ) স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence);
ঙ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য (Education, Training and Information);
চ) আন্তঃসমবায় সহযোগিতা (Co-operation Among Co-operatives);
ছ) সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for community)।

১০.
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ''জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্দশ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্র মুক্ত করবো, বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসী ফুটাবো।'' মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক ও মধ্যম আয়ের সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশে উন্নীত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে অঙ্গীকার, সে অঙ্গীকারে অঙ্গীভূত ও অংশজন হয়ে কাজ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের পক্ষ থেকে আজ একাত্মতা ও দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করছি।

জয় হোক বাংলার মানুষের, জয় হোক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আর্দশের।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল মজিদ
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন, কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। **–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮-এর উদ্বোধন

'আজকের তরুণ আগামী দিনে হবে এ দেশের কর্ণধার' উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের সব আয়োজন এই তারুণ্যের জন্য। তরুণরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করবে। তাদের সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ যেন গড়ে তোলা যায়, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী '৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। উন্নয়ন মেলার মাধ্যমে জনগণ নিজেদের ভাগ্য গড়ার সুযোগ পাবে জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জনগণ তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবে।

'৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮'-এ সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ।

'৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮'-এ সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তৎকালীন সিনিয়র সচিব জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক।

'৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮'-এ সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন ও অতিরিক্ত সচিব ড. এ. এফ. এম. মনজুর কাদির।

স্থিতিপত্র বাংলাদেশ : বিশাল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও হৃদয় উষ্ণ করা সামাজিক অগ্রগতি

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

অতি সম্প্রতি কয়েকটি সমীক্ষায় বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আলেখ্য আবারও উঠে এসেছে। দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন, এইচএসবিসি তাদের গ্লোব্যাল রিসার্চ এর ফলশ্রুতিতে এপ্রিল ২০১৮ এ বলেছে, "বাংলাদেশ এশিয়াজ ইমার্জিং টাইগার"। এশিয়ার বেস্ট (অ্যান্ড লিস্ট নোন) গ্রোথ স্টোরি সম্পর্কে এইচএসবিসি'র বক্তব্য :

ক. যেভাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত, বাংলাদেশের অর্জন তা পাচ্ছে না। এটি এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতি প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি এবং সম্প্রসারণশীল ভোক্তাপণ্যের বাজার।

খ. নগরায়ণ, ছোট পরিসরের পারিবারিক কর্মকান্ড, প্রযুক্তির বিস্তার এবং ক্রমবর্দ্ধমান নারীর অংশগ্রহণে অর্থনীতির শক্তি দারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. মূলধন বাজার তেমনভাবে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সৃষ্টি করতে না পারলেও অগ্রসরমান। অর্থের যোগানও বাড়ছে। বৈশ্বিক বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের তুলনায় বাংলাদেশের মূলধন বাজার নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত বলে বিনিয়োগকারীগণ তাদর ক্ষেত্র বহুমুখীকরণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হবে।

এইচএসবিসি'র মতে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। বাংলাদেশে গত এক দশকে বার্ষিক শতকরা ছয় ভাগ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। সর্বশেষ বছরে (২০১৭-১৮) বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭.৩ ভাগ (যদিও এটি ৭.৮ ভাগ হয়েছে)। সমস্ত তথ্য উপাত্ত, সুবিধা, অসুবিধা বিশ্লেষণ করে এইচএসবিসি এ উপসংহারে পৌঁছেছে যে ২০৩০ সনে বাংলাদেশ পৃথিবীর ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতি হবে।

অনুরূপে সিদ্ধান্ত এসেছে অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা কাজে দক্ষ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। এ সপ্তাহের শুরুতেই এর চৌকষ নেতৃত্বের অধিকারী চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম খান জানালেন যে, তাদের গবেষণা প্রক্ষেপন মতে ২০৩০ সনে বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর ২৮তম অর্থনৈতিক শক্তিরূপে

স্থান করে নেবে।

উভয় সমীক্ষাতেই বলা হয়েছে যে ২০৩০ সনে বাংলাদেশ তিনটি বাদে ইউরোপের সকল দেশ এবং মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর ও অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিকে অতিক্রম করবে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, দ্য ইকনমিস্ট (১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭) বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়কে ছাড়িয়ে গেছে। তারা এও বলেছে যে, শিল্পখাত থেকে সমষ্টিক অর্থনীতিতে অবদান ১৯৭২ সনের শতকরা ৭ ভাগের তুলনায় ২০১৬ সনে শতকরা ২৭ ভাগে উঠে এসেছে। এমনকি তৈরী পোশাক খাতে বাংলাদেশের বার্ষিক রপ্তানী ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ রপ্তানীর চেয়ে বেশী বলে এই জগদ্বিখ্যাত সাময়িকিটি বলে জানিয়েছে। করাচির দ্য ডন পত্রিকা (৪ঠা জুন ২০১৮) আফসোস করে বলেছে যে, যে বাংলাদেশকে সব সময়ই পাকিস্তানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে সেটি এখন অর্থনৈতিক অগ্রগতির শক্তিতে তাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী জনাব ইমরান খানকে একটি পরামর্শ সভায় সম্প্রতি জানানো হয় যে, দেশের অর্থনীতির বিকাশে একটি দশ সালা পরিকল্পনা করা হয়েছে যার ফলে দেশটি এ ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের সমকক্ষ হতে পারে। বাস্তববাদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তার সভাসদগণের কাছে পাল্টা প্রস্তাব দেন, "আপনারা পাকিস্তানের জন্য এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চয়ন করুন যার বাস্তবায়নে আমরা দশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমকক্ষ হতে পারি।"

১৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘের কমিটি অন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের উত্তরণের ছাড়পত্র দিয়েছে। এখানে উল্লেখের দাবী রাখে যে, যে তিনটি সূচকে এ উত্তরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তার সবকটিতে একসাথে অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ। গ্রোস ন্যাশনাল ইনকাম / জিএনআই এর ১২৫০ মার্কিন ডলারের সীমারেখা অনেক আগেই অর্জন করেছে বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে (EVI) শতকরা ৩৩ ভাগের নীচে থাকার সূচকে বাংলাদেশ শতকরা ২৫ ভাগে রয়েছে। আর মানবসম্পদ সূচকের (HVI) ন্যূনতম সীমা ৬৬ এর তুলনায় বাংলাদেশের সূচক ৬৯। মানব মূলধন সূচকে (হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন্ডেক্স) বিষয়ে সর্ব সাম্প্রতিক একট সমীক্ষায় বিশ্বব্যাংক বলছে, "বাংলাদেশ আউটশাইনস ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান"। এ সূচকে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬। নেপাল (১০২) ও শ্রীলংকা (৭২) বাংলাদেশের উপরে রয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজিক অগ্রগতির একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমানো। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক্স ফোরামের সমীক্ষা অনুসারে ১৪৪টি দেশের মধ্যে নারীর সমতা সুচকে পরপর তিনবার বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ, ৭২। ভারত (৮৭), শ্রীলংকা (১০০), নেপাল (১১০), মালদ্বীভস (১১৫), ভুটান (১২০) এবং পাকিস্তান প্রায় তলানীতে ১৪৩তম স্থানে। এশিয়ার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ফিলিপিনস প্রথম স্থানে আর বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে।

দরিদ্র নিরসনে এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য সর্বজন স্বীকৃত। গত দশ বছরে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী মানুষের অনুপাত শতকরা ২১.২ ভাগে হ্রাস পেয়েছে আর হতদরিদ্রের অনুপাত এখন শতকরা ১১ ভাগ। তবুও কল্যাণ রাষ্ট্রে জনকল্যাণে নিবেদিত শেখ হাসিনার সরকার অবশ্যই প্রায় সাড়ে তিন কোটি দরিদ্র তথা প্রায় পৌনে দুই কোটি হতদরিদ্র মানুষের অবস্থা নিয়ে সদা সর্বদা চিন্তিত থাকেন। অপ্রিয় হলেও সত্য যে বাজার অর্থনীতিতে দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যেই আয়, সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য নিহিত থাকে। অক্সফাম ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্টারন্যশনাল এর সমীক্ষায় ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৮, ভারত ১৪৭, নেপাল ১৩৯, পাকিস্তান ১৩৭ সূচকে থেকে বৈষম্য দুর করার যুদ্ধে অসফল রয়েছে।

বাংলাদেশে শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা বলয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটে ৮৪ লক্ষ লোক অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রায় ০৫ ভাগ লোকে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার বলয়ে আনা সত্বেও বৈষম্য কমানো যাচ্ছে না। ১৯৯৬-২০০১ সনে গ্রোথ উইথ ইক্যুয়িটির যে নীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালানো হয়েছিল তা আরো বেশী শক্তিশালী করা সমীচিন হবে। তবে গড় আয়ু বৃদ্ধি (৭৩ বৎসর), শিক্ষার হার (শতকরা ৬৩ ভাগ), শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস (হাজারে ২৯), প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছাত্রীভর্তি শতকরা ৫০ ভাগের উপরে, শতকরা ৭১ ভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন (৬৭%), পরিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি (৯১%), উচ্চশিক্ষায় বিশাল প্রসার (১৯৭২ সনে ৩০,০০০ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সনে ৩৩,০০,০০০) ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর বৃহত্তর অংশগ্রহণ (৩৯%) স্পষ্ট করছে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সামাজিক অগ্রগতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির মডেল পরিবর্তন করে বাংলাদেশের জন্য শিল্পায়নের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে পরিবর্তিত করতে হবে। বৃহৎ শিল্প মানেই সমষ্টিক প্রবৃদ্ধিতে শক্তি যোগানো। বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ বস্ত্র আমাদানীকারক। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে। পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পলহরীতে ব্যাপক কর্মসংস্থান তথা আয় রোজগার, তথা বৈষম্য নিরসন নিশ্চিত করবে। তাছাড়া বস্ত্র সম্ভার দেশে প্রস্তুত হলে প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের আমদানী খরচ বাঁচবে। তৈরী পোশাক শিল্পে ফ্যাক্টরীর পাশেই উন্নত মানের ফেব্রিকস পেলে খরচ ও সময়ের সাশ্রয় হবে। রুলস অব অরিজিন মান্য করা এক থেকে তিনে উঠে আসবে, যথা সুতা কাটা, বস্ত্রবয়ন ও তৈরী পোষাক বানানো। তবে এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপ জরুরী হবে অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র (স্মল) ও মাঝারী (মিডিয়াম) উদ্যোগ MSME কৌশলকে সযতনে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। বাজার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি সৃষ্টির অন্যতম খারাপ দিক দুর্নীতি বাংলাদেশেও বাসা বেঁধেছে। সদাশয় সরকার ভেবে দেখতে পারেন : দেশবাসী যদি বিগত দশ বছরের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সর্বক্ষেত্রে বিশাল অর্জনের ধারাবাহিকতার সরকারকে আবারও নির্বাচন করেন তাহলে দুর্নীতির মুলোৎপাটনে কী কী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নমুনা হিসেবে নির্বাচনের আগে যে দেড় দুই মাস সময় আছে বিশেষ করে চাকরীতে নিয়োগের সময় প্রায় ক্ষেত্রেই জবরদস্তিমূলক ঘুষ আদায়ের শত সহস্য অত্যন্ত অজনপ্রিয় গর্হিত ঘটনার কয়েকটি হলেও চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে নির্বাচনেও নেতিবাচক তিক্ততার অবসান ঘটবে।

বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী JC Maxwell নেতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way" জনবন্ধু শেখ হাসিনার অকুতোভয়, উদ্ভাবনী, বিচক্ষণ, সৎ, পরিশ্রমী, চৌকষ ও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবার কারণে এ সংজ্ঞার একজন শতভাগ নম্বরে উত্তীর্ণ নেতাই তিনি।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সাবেক গভর্ণর
বাংলাদেশ ব্যাংক

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও আজকের বাংলাদেশ

সমীর কুমার বিশ্বাস

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবো। আর ২০৪১ এ উন্নত দেশের সারিতে আমাদের অবস্থান সুনিশ্চিত করার প্রত্যয়ে আমরা আজ টেকসই উন্নয়নের মহাসড়কে উত্তরণের পথ বাতলাচ্ছি। কিন্তু এ স্বপ্নের বীজ যার দ্বারা উপ্ত হয়েছিল তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বলতে হয়, আমাদের যা কিছু অর্জন; যতসব উত্তরণ তার ভিত্তিমূলে রয়েছে জাতির জনকের আজীবন স্বপ্নলালিত উন্নয়ন ভাবনা। সেজন্যই বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ কিংবা বাঙালির ইতিহাস পাঠ যেমন পূর্ণতা পাবে না তেমনি বাংলাদেশ কিংবা বাঙালির কোনো উন্নয়ন দর্শনের অভিযাত্রার পরিক্রমা-পাঠও এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মূলতঃ বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ। বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করলে কার্যত বাংলাদেশকেই অস্বীকার করা হয়। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সকল প্রত্যয় নিয়ে আমরা বলতে পারি- বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি নাম- যা বাঙালির আবেগের রসে সিক্ত; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি আবেগ- বাঙালির প্রাণের ভেতর থেকে উত্থিত; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি শব্দ- যা বাঙালির হাজার বাক্যের ভাবপ্রকাশক; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি দর্শন- যা বাঙালি জাতির মানসলোকের উদ্‌গাতা; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি ধর্ম- যা বাঙালির জীবনচলার পাথেয়; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি সঙ্গীত- যা বাঙালিকে একসূত্রে গাথার তাল-লয় ও ছন্দ; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি আন্দোলন- যা বাঙালিকে প্রত্যয়দীপ্ত শক্তিতে আবেষ্টনকারী; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি অমিতজয়ী তেজ-শক্তি যা বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের চালিকাশক্তি; বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি সমবায় দর্শন-যা বাংলার আপামর জনগণের মুক্তির আলোকশিখা এবং সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু হচ্ছে- এমন একটি প্রত্যয়যুক্ত দেশ- যেটি সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে অর্জিত। বস্তুত বঙ্গবন্ধু এ নামটি যেমন মুক্তিসংগ্রামের স্মারক; তেমনি মানবতার উন্মেষের পরিচায়ক; সম্প্রীতির ধারক; অসাম্প্রদায়িক চেতনার উদ্‌গাতা; শাসন-শোষণ-নির্যাতন-উৎপীড়ন-

> আমাদেরকে সোনার দেশের সোনার মানুষ হতে হবে।**–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

অবহেলার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা; শোষিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের শৃঙ্খল ভাঙার হুঙ্কার এবং সাম্য-মৈত্রী-জাগরণ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের আবাস গড়ার এক উজ্জ্বল আবাহন। বঙ্গবন্ধু এই একটিমাত্র নাম দ্বারাই বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম-চেতনা-আবেগমথিত ভাবধারা-সম্মিলিত প্রয়াসের মহত্তম অর্জন ও নির্যাসের সাবলীল প্রকাশ ঘটে। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনও বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন দ্বারা ঋদ্ধ এবং আজকের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও উন্নয়ন দর্শন একান্তই প্রাসঙ্গিক।

একটু পিছনে ফিরে তাকানো যাক। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশ-প্রিয় মাতৃভুমিকে স্বাধীন করেছি। পেয়েছি অনেক স্বপ্নের-অনেক আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ সংজ্ঞায়িত হয়েছে শত শত শহিদের রক্তে অর্জিত জাতীয় সোনালী ভূমি প্রশংসিত গণতান্ত্রিক চিরসুবজ পবিত্র আবাসস্থল হিসেবে। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রায় দেশকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায়-উন্নতির শিখরে নেওয়া যায় সে বিষয়ে জাতির পিতা, ইতিহাসের বরপুত্র, ইতিহাসের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু কার্যকর উদ্যোগ নিলেন। বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা খুঁজে বের করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতামত চাইলেন। তাঁদের গভীর পর্যবেক্ষণে বেড়িয়ে এলো অমিত সম্ভাবনাময় এ দেশের মাটি ও মানুষ, জল ও বৃক্ষ এবং পরিবেশ ও প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর এই সম্পদকে যথার্থ অর্থে কাজে লাগাতে এবং দেশের উন্নয়নের নিয়ামক করতে বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন সমবায় ভিত্তিক কর্মযজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী চেতনার আলোকে মনে করতেন যে, সমবায় একটি মানব কল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর এ ভাবনারই স্বীকৃতি আমরা পাই, বর্তমান সময়ে এসেও যখন দেখি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব গঠনে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার কথা জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে। এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বান-কি-মুন তাঁর বাণীতে বলেছিলেন,'সমবায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অর্থনৈতিক মুনাফা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা একই সাথে অর্জন সম্ভব।'আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) এর সভাপতি এর ভাষায়- 'সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে-লোভ মেটানোর কাজ করে না'এসব কথা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন বলে আমরা মনে করতেই পারি। বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে- গণতন্ত্র, অর্থনীতি,সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ, সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলার মানুষ যেন পেট ভরে খেতে পায়, পরনে কাপড় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।" আর এ প্রেক্ষিতেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে : ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; খ. সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং গ. ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।'

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন- 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।'

গ্রামের আর্থ-সামাজিক চিত্রে আমূল পরিবর্তন আনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও পরিকল্পনার নির্যাস। আধা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য, সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদন উপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রাম বাংলার দরিদ্র দীন দুঃখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ''বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়''কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো-

১. পাঁচশত থেকে এক হাজার পরিবার সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় গঠন।

২. এই সমস্ত পরিবারের সমস্ত কৃষিজমি সমবায়ের অধীনে ন্যস্তকরণ।

৩. প্রতিটি গ্রাম সমবায় পরিচালনার জন্য সমবায় সভ্যদের ভোটে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন। (প্রত্যেক কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক-মজদুর, মালিক-কৃষক বাধ্যতামূলক সমবায়ের সভ্য হবে।)

৪. মালিক-কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক - মজদুর সমবায়ের কাজের জন্য নগদ পারিশ্রমিক পাবেন।

৫. সমবায় ক্ষেত খামারে ও অন্যান্যভাবে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে ভাগ করে ভূমি মালিক, ভূমিহীন কৃষক-মজদুর বা সমবায় ও সরকারের মধ্যে বিতরণ। (সরকারের প্রাপ্য অংশ স্থানীয় ধর্মগোলায় রাখতে হবে।)

৬. সরকার সমবায়ের কৃষি উৎপাদন ও

6 যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত তাকে কেউ মারতে পারে না।
–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অন্যান্য ক্ষেত্রে যাতীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম স্বল্পমূল্যে বা ঋণে বা বিনামূল্যে সমবায়কে প্রদান করবে।

৭. সমবায় সভ্যদের যৌথ চাঁদা বা শেয়ারে গঠিত মূলধনে এবং সরকারের মূলধন ও ঋণে প্রতিটি সমবায়ের অধীনে নানান কুটির শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

৮. সরকার ধর্মগোলায় রক্ষিত সম্পদের মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে নেবে, বাকী অংশ সমবায়ের নানান দূর্যোগ ও প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য জমা থাকবে।

৯. সরকার গ্রাম সমবায় এলাকার আইন-শৃংখলা, রাস্তঘাট, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ,কীটনাশক ওষুধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করবে।

১০. সমবায় তার সভ্যদের প্রদানকৃত শেয়ার মূলধন ও সরকারের ঋণ বা অংশ গ্রহনের ভিত্তিতে যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোট খাট কল-কারখানা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে।

১১. প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে।

১২. প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে ' আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায় সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। মূলতঃ প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিসেবে পরিগণিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা, শৃংখলা ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের দায় দায়িত্ব সমবায় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। সমবায় তথা বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ' সমবায় ট্রাইবুনাল' গঠিত হবে।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত ''বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়'' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এটি ছিল একটি সময় উপযোগী (Time Driven), চাহিদা উপযোগী (Demand Driven) ও পরিস্থিতি বা আবহ উপযোগিতার (Situation Driven) নিরিখে উন্নয়নমুখী ও জনমুখী (Pro-development and Pro-people) চিন্তার আলোকে জনবান্ধব (Pro-people) কর্মযজ্ঞ। উক্ত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন আসতো। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সব ইতিবাচক ফলাফল আমরা পেতে পারতাম তার কয়েকটি হলো–

ক. গ্রাম সমবায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের উপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক- কৃষাণী সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেতো।

খ. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রদানের জন্য সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে জমির মালিকবৃন্দ, কৃষি শ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মাঝে সমানভাগে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হতো এবং এর ফলে ব্যাপক জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো।

গ. ফসলের উদ্ধৃতাংশ বিদেশে রপ্তানী করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো।

ঘ. দেশ অনেক আগেই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো।

ঙ. বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারী উদ্যোগে বা ব্যক্তি মালিকানায় ছোটোখাটো শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো।

চ. ব্যক্তি মালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকবৃন্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।

ছ. গ্রাম সমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি।

জ. গ্রাম সমবায়ের সার্বিক ক্ষমতা থাকতো জনসাধারণের উপর। এর ফলে নেতৃত্বের বিকাশসহ জনগণের ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হতো।

ঝ. ভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতো; ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়তো।

ঞ. শুধু উৎপাদন নয়; বরং বন্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়ও ইতিবাচক এবং গুণগত পরিবর্তন আসতো। সার্বিক দিক বিবেচনা করে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে,বঙ্গবন্ধুর সমবায় বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আমরা বহু পূর্বেই যথার্থ 'সমবায় ভিত্তিক সমাজ' বিনির্মাণ করে 'টেকসই উন্নয়ন' নিশ্চিত করতে পারতাম।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ মানে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন আবর্তিত হয়েছিল শুধুমাত্র কথায় নয়-কাজের মাধ্যমে। তাই বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। যদিও তিনি সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতো অনেক আগেই। বঙ্গবন্ধুর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধার করেছিলেন মালয়েশিয়ার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া উন্নত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ অভিমত রাখেন যে, বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৯৪-৯৫ সালেই মাথাপিছু জিডিপিতে মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেত বাংলাদেশ এবং ১৯৭৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত গড়ে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হত। এই পরিসংখ্যানগত উন্নয়ন তথ্য কোনোক্রমেই অবাস্তব নয়, বরং চরমভাবে সত্য আমরা বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্মদর্শনের মাধ্যমে যার প্রমাণ পাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন; যেখানে তিনি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সমবায়কে। সমবায়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর এ দর্শন বাস্তবায়নে সবার আগে প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন, ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে পাথেয় করে ইতিবাচক মানসিকতায় আবদ্ধ হয়ে তাই আসুন আমরা সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা। ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য 'সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি' যথার্থভাবেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের পরিপূরক। আসুন আমরাও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও সমবায় ভাবনাকে পাথেয় করে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনকে 'সোনার বাংলা' গড়ার হাতিয়ার হিসেবে যথার্থ অর্থে কাজে লাগাই; আর উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তির অপরিহার্যতা প্রমাণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত ''বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায়'' কর্মসূচি ছিল একটি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

সমীর কুমার বিশ্বাস
উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(প্রাক্তন যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা)

* মতামত প্রকাশের জন্য লিখুন :
samir_biswas63@yahoo.com

৬ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্ম কর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্ম কর্ম করবে। বৌদ্ধ ধর্ম কর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। **–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ী নির্বাচনে

মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত সমবায় সমিতি/সমবায়ীদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/সমবায়ী নির্বাচনের জন্য জাতীয় কমিটির সভা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি/সমবায়ী নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্তদের তথ্যসমূহ চূড়ান্তভাবে যাচাই, বাছাই ও পর্যালোচনা করা হয়। এসবের মধ্যে থেকে প্রতি বছরের জন্য ৫টি করে মোট ১০টি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ীকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। অর্থাৎ ২০১৬ ও ২০১৭ সালের জন্য মোট ২০ শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও সমবায়ীকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। আগামী ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক এবং কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।**–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

সমবায় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

ড. আতিউর রহমান

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মানুষের মনে সাম্য চিন্তার এক অভাবনীয় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া এবং দল বেঁধে স্বদেশকে গড়ে তোলার এক অভূতপূর্ব পাটাতন আমরা তৈরি করেছিলাম হিরন্ময় ঐ সময়ে। এই ভাবনার উৎস ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আজীবনের জনকল্যাণধর্মী উন্নয়নের স্বপ্ন। তিনি সমবায়ের বড় ভক্ত ছিলেন। চুয়ান্নর নির্বাচনের পর প্রাদেশিক কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে মাত্র কয়েকমাস দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ঐ সময়ই তিনি সমবায় অধিদপ্তরের জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। এরপর যখন স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা হলো তখন তিনি রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি সমবায়খাতকে আলাদা করে স্বীকৃতি দিলেন। পরবর্তী সময়ে কৃষির উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী গ্রামীণ সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু আজীবন গরিব মানুষের কাছাকাছি থেকেছেন। সারা বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে দুঃখী মানুষের দুঃখ নিজের চোখে অবলোকন করেছেন। এমন কি জেলখানাতে থাকার সময়ও গরিব দুঃখী মানুষদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতেন এবং তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝার চেষ্টা করতেন। 'কারাগারের রোজ নামচায়' তাই 'লদু'র মতো অতি সাধারণ মানুষের সন্ধান পাই। সুযোগ পেলেই বলতেন এই দুঃখী মানুষদের তিনি 'ধোঁকা' দিতে পারবেন না। তা তিনি দেনওনি কখনো। বরং তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে সমবায় আন্দোলনকে ব্যাপক ভিত্তি দেবার জন্যে সংবিধানে নয়া ধারা সংযুক্ত করতে দ্বিধা করেন নি।

আমাদের এই ভূ-অঞ্চলে সমবায় ভাবনা নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-বাংলায় জমিদারি করতে এসে সমবায় গড়ে তোলার জন্যে লিখেছেন, বলেছেন এবং বাস্তবায়নের চেষ্টাও করেছেন। পরবর্তী সময়ে আখতার হামিদ খানও কুমিল্লায় সমবায় আন্দোলনকে জোরালো ভিত্তি প্রদান করেছিলেন। ইউরোপের স্ক্যান্ডিনিয়ান দেশগুলোতে সমবায় আন্দোলন বহু আগে থেকেই জোরদার ছিল। আয়ারল্যান্ডেও তা সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ইউরোপীয় তথা আয়ারল্যান্ডের সমবায় আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাই তিনি সমবায়কে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে দেখেন নি। বরং তিনি এটাকে অর্থনৈতিক মুক্তির এক অভিনব উপায় হিসেবে দেখতেন। ১৯২৯-এর ৯-১০ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে 'সমবায় নীতি' নিয়ে বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশজনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরের মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র। এটা তো দেখা গেছে, ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা-কিছু দামী এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে।" (রর. চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতীয়, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৩১৩)

মানুষ যদি মিলতে না পারে তাহলে তাদের ভেতর ভরসার পরিবেশ তৈরি হবে না। আর এই ভরসাই যে একটা মস্ত বড় সম্পদ সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। এই ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, একা অন্ন ভক্ষণ করা যায়, তাতে হয়তো পেট ভরে। কিন্তু পাঁচজন মিলে খেলে পেটও ভরে আনন্দও মেলে এবং আত্মরক্ষা পায়। এ জন্যেই তিনি ধন অর্জনে সকলের অংশগ্রহণের ওপর এতোটা জোর দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তার উদ্বোধন করে আমরা যে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারি সে কথা কবি তাঁর সমবায় পর্বে বলেছেন, 'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচবো।' (সমবায়নীতি, রর, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৬, পৃ. ৩১৮)।

রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনাকে অনেকাংশেই প্রভাবান্বিত করেছে। আমাদের সদাপরিবর্তনশীল সমাজে অগ্রগামী থাকার জন্যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার ক্ষেত্রে সমবেতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। 'বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরামে'র ব্যানারে সমবায় আন্দোলনকে পেশাদারিভাবে সুসংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বছরের ফোরামটি উদ্বোধন করার জন্যে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে সেদিন আমি যে সব কথা বলেছিলাম এই নিবন্ধে তার কিছু কিছু অংশের প্রতিফলন ঘটাতে চাই। সেদিন আমি বলেছিলাম যে, "ক্রেডিই ইউনিয়ন ব্যবস্থা" বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী সমবায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত একটি টেকসই পদ্ধতি। ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শেয়ার ক্রয়মূলে সকল সদস্য সমবেতভাবে নিজ নিজ ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমিতির মালিক। সদস্যগণই ক্রেডিট ইউনিয়নে

৬ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। **–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

অর্থ সঞ্চয় করেন এবং নিজেদের প্রয়োজনে সেখান থেকে ঋণ গ্রহণপূর্বক তা বিনিয়োগ করে তার আয় হতে যথানিয়মে ঋণ পরিশোধ করে থাকেন; অর্থাৎ ক্রেডিট ইউনিয়ন হচ্ছে : সদস্যদের সঞ্চয় ও সদস্যদের ঋণভিত্তিক সমবায় প্রতিষ্ঠান। আমি জানতে পেরেছি, চলতি ২০১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এমন ৯০২ টি ক্রেডিট ইউনিয়ন সদস্য-সংগঠন হিসেবে কাল্‌ব এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। এইসব ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যক্তি সাধারণ সদস্য সংখ্যা সাড়ে ৬ লাখেরও বেশি; যার সিংহভাগই নারী। ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর ব্যক্তি সদস্যদের সম্মিলিত সঞ্চয় তহবিলের পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহে নেতৃত্ব, হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা ও সাধারণ সদস্যদের কাছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকায় এসব ক্রেডিট ইউনিয়ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন এবং আত্মনির্ভরতায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে যা সুষম ও টেকসই উন্নয়নকেই নিশ্চিত করে। 'কাল্‌ব' প্রতিষ্ঠা লাভের পর শীর্ষ সংগঠন হিসাবে সদস্য ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং, নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ, হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়েছে এবং দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছেন। আর সে কারণেই আমাদের সমবায় অধিদপ্তর এসব প্রতিষ্ঠানকে সুচারুভাবে এগিয়ে নিতে নীতি সমর্থন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে।

এছাড়া ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর Apex Body হিসাবে 'কাল্‌ব' থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) এর Contributory সদস্য। ফলে ACCU এর নিয়মনীতিও 'কাল্‌ব' অনুসরণ করে থাকে।

ব্যক্তি সদস্যগণ যেমন সদস্য হিসেবে তাদের ক্রেডিট ইউনিয়নে সঞ্চয় করে, ঠিক তেমনি সদস্য ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো তাদের অর্জিত সঞ্চয়ের একটা অংশ চাঁদা, আমানত ও কন্ট্রিবিউশন আকারে কাল্‌ব- এ নিয়মিত সরবরাহ করে থাকে। প্রতিদিনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং কাল্‌ব সদস্যদের সঞ্চিত অর্থ যেমন- কতিপয় সক্ষম সদস্য ক্রেডিট ইউনিয়নের মধ্যে উচ্চতর হারে ঋণ প্রদান করে থাকে, তেমনি অন্য কোনো লাভজনক খাতেও সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। বিনিয়োগ হতে অর্জিত অর্থের একটি অংশ আমানতকারীদেরকে নির্ধারিত সুদসহ ফেরত দেওয়া হয়। বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে সুদের অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে 'কাল্‌ব' এবং ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করে। উল্লেখ্য, পরিচালনা ব্যয়ের একটা বড় অংশ কাল্‌ব এবং ক্রেডিট ইউনিয়নে কর্মরত কর্মীদের বেতন ভাতা খাতে ব্যয় হয়।

দেশের স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের কাছে ক্রেডিট ইউনিয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আগ্রহী শিক্ষকদের নিয়ে উপজেলাভিত্তিক শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে। আমি জানতে সক্ষম হয়েছি যে এ পর্যন্ত দেশের ২৫৬ টি উপজেলায় ২৫৮ টি শিক্ষক ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে। এসব ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৮৫ হাজার শিক্ষককে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দদের মাঝেও সঞ্চয় ও সমবায় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য যে সকল বিষয় দরকার যেমন- সুশাসন, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রতিশ্রুতি, সহমত, সহভাগিতা, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত, অংশীজনের মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা, গতিশীলতা, আয়-সঞ্চয়, বিনিয়োগ চক্র, উদ্ভাবন ক্ষমতা, ইতিবাচক পরিবর্তন, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব ও সমতা, একতা ও যুথবদ্ধতা, নতুন নতুন উদ্যোগ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, ইনটিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক, সমবায় নীতিমালা ও আদর্শ- সবই এই ইউনিয়নগুলোর রয়েছে। এখন প্রয়োজন এসবের সমন্বিত প্রয়োগ। আর তা নিশ্চিত করতে অবশ্যই তারা সফল হবেন। সরকার, NGO, সুশীল সমাজ, একাডেমিসিয়ান অবশ্যই সমবায়ীদের পাশে থাকবে। তবে সেজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে সর্বদাই ন্যায়নিষ্ঠ ও স্বচ্ছ থাকতে হবে। সদস্যদের আস্থার প্রতীকে পরিণত হতে হবে।

ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং 'কাল্‌ব' এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে যে সকল অর্জন ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি উল্লেখ করলাম তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় ব্যবস্থাটি একটি অমিত সম্ভাবনার বিষয়। যা নীরবে-নিভৃতে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আড়ালে আবডালে থেকে দরিদ্র শ্রেণির ৬ লক্ষ মানুষ হাজার হাজার কোটি টাকা পুঁজির মালিক হয়েছে। নিজেদের অর্থ পুঞ্জিভূত করে নিজেদের উদ্যোগেই আবার নিজেদের মধ্যে বিনিয়োগ করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠার জন্য এর চেয়ে বড় প্রচেষ্টা আর কি হতে পারে। এই হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের নিজেদেরই সঞ্চিত অর্থ। এক্ষেত্রে সরকার এবং বিদেশী কোনো সংস্থার কোনো অনুদান বরাদ্দ নেই।

আমার মনে হয় সরকারের "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের অর্থ ক্রেডিট ইউনিয়নেও পুরোপুরিভাবে বিনিয়োগ হতে পারে। কারণ "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প দলের সদস্যগণ যে পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করে তার ২ গুণ সরকার থেকে ঐ সদস্যদের নামে জমা হয়। অথচ সরকার প্রদত্ত অর্থ আর ফেরত নেয়া হয় না। ক্রেডিট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের সঞ্চিত অর্থের কয়েকগুণ ঋণ নিতে পারে। যদি এখানেও সঞ্চয়ের ২ গুণ সরকারের পক্ষ থেকে সাপোর্ট হিসেবে আসতো তাহলে ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যগণ আরো বেশি পরিমাণে ঋণ নিয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করতে পারতো। এতে বেশি বেশি সফলতা আসতো। কারণ ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যগণ আরো বেশি সুশৃঙ্খল এবং bankable.

সমবায়ীদের সাথে আলাপ করে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। এখানে পরনির্ভর হওয়ার সুযোগ নেই। এর মাধ্যমে মানুষের নিকট অলসভাবে পড়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় পুঞ্জিভূত হয়ে বড় আকার ধারণ করতে পারে এবং সেই পুঞ্জিভূত সঞ্চয় হতে ঋণ নিয়ে দলীয় গাইডের আওতায় নিজেদের আয়-উন্নতির জন্য আরো বেশি করে বিনিয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলোর দায়িত্ব হবে ঋণ গ্রহীতারা যাতে বিভিন্ন ট্রেডে ভালভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঋণের অর্থ কাজে লাগাতে পারেন সে লক্ষ্যে তাদের দক্ষ ও সক্ষম করে তোলা। এ সকল বিনিয়োগকৃত অর্থ তদারকির দায়িত্ব তারা যেন সক্ষমতার সাথে পালন করতে পারে সেজন্য একটি উপযুক্ত প্রকল্প যেন সরকার গ্রহণ করেন। সবশেষে বলতে চাই, প্রীতির মাধ্যমেই কেবল মানুষের হীত সাধন সম্ভব। এই প্রীতিসাধনের মাধ্যমেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়, গতিময় অর্থনীতি ও সমাজ বিনির্মাণ করে। অনেক মানুষ একজোট হয়েই সমবায় আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। দশে মিলে জোট বাঁধলেই অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব।

আমরাও ঐক্যবদ্ধ হয়েই মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি। স্বদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে তাই সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে। সাধারণ মানুষ আজ নিজেদের ভেতরের উদ্যম ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছেন। 'শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলা' করার এই সংগ্রামে সমবায় নীতির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ তথা ঐক্যবদ্ধ থাকার ধারণাটি বড় ধরনের ভূমিকা রেখে চলেছে। আসুন এই লড়াকু জাতিকে এগিয়ে নেবার চলমান সংগ্রামে সমবায়ের ঐক্য চেতনাকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখি।

ড. আতিউর রহমান
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ।
ই- মেইল : dratiur@gmail.com

৬ বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত- শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।**–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়নে সমবায়ের ভূমিকা

এম এম আকাশ

বাংলাদেশ সরকার এস.ডি.জি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এস.ডি.জি-র লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য কি ধরনের সামাজিক সম্পর্ক সর্বাধিক সহায়ক হতে পারে। সারা পৃথিবীর জন্য এ প্রশ্ন করা যেতে পারে কিন্তু এই প্রবন্ধের আলোচনাটি বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

বৈশ্বিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতা : সারা বিশ্বের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে-

১. পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলতে দিলে (যাকে অনেকে 'মুক্ত বাজার' বলে অভিহিত করেন অথবা নিওলিবারাল পলিসি হিসাবেও এর নামকরণ করা হয়।) সারা বিশ্বে এবং প্রতিটি দেশের ভিতরে নানা ধরনের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

২. এইভাবে আপেক্ষিক বৈষম্য বা আপেক্ষিক দারিদ্র্য বৃদ্ধি অসহনীয় হয়ে গণতন্ত্র এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাও বিপন্ন হয়ে যেতে পারে যদি 'বৈষম্য সৃষ্টির পুঁজিবাদী প্রক্রিয়াটি' নীচের দিকের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার কোন আশা দেখাতে না পারে। অন্য কথায় যদি উন্নয়নের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিচের শ্রেণিগুলো দারিদ্র্যের ফাঁদেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম আটকে থাকতে বাধ্য হয় তাহলে সামাজিক অসন্তোষ অনিবার্য হয়ে উঠে।

৩. এজন্যই কমপক্ষে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি' অর্থাৎ যেখানে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এরকম একটি প্রক্রিয়া দরকার যদিও এতে সকলের ফলাফল প্রাপ্তি সমান নাও হতে পারে। এরকম এক ধরনের সুযোগের ''সমতাভিমুখী উন্নয়ন'' (Equitable Development) প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য সব ধরনের উন্নয়নই অবশেষে অটেকসই, অস্থিতিশীল, অপূর্ণাঙ্গ এবং ন্যায়নীতি লংঘনকারী ব্যবস্থায় পরিণত হতে বাধ্য।

এই সাধারণ সত্যগুলো মনে রেখে আমরা যদি 'টেকসই উন্নয়নের' লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট টার্গেটগুলোকে একটি একটি করে বিবেচনা করি তাহলে দেখবো যে এদের বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম সামাজিক হাতিয়ার হবে 'সমবায়'।

তবে এই সমবায়কে 'Principal-Agent' বা 'কর্তা বনাম প্রতিনিধি' সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে না পারলে সমবায়ও পরিণত হতে পারে সমষ্টির বা প্রকৃত কর্তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে একক ব্যক্তির বা প্রতিনিধির স্বার্থোন্নয়নের হাতিয়ার। পক্ষান্তরে অবাধ ব্যক্তিমালিকানা পরীক্ষিতভাবে প্রমাণ করছে যে দীর্ঘমেয়াদে তা এক ধরনের একচেটিয়ার হাতিয়ারে পরিণত হতে বাধ্য। যদিও এখানে কর্তাই সর্বেসর্বা কিন্তু কর্তা একজন একচেটিয়া ব্যক্তি মাত্র। যদিও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে অনেকখানি স্থগিত ও স্তিমিত করতে সক্ষম। তবে সেক্ষেত্রে 'কর্তার' নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনীতিকে বা রাষ্ট্রকে নিজেই হতে হবে Principal-Agent Problem থেকে মুক্ত। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে হতে হবে সর্বস্তরে জন অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি বা অসংখ্য ক্ষমতায়িত সমবায়ের সমষ্টি।

এই কথা সত্য যে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সমাজতন্ত্রের অধীনে এক সময় সমতাভিমুখী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলেও আধুনিক, সদাপরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির চাপের মুখে প্রয়োজনীয় নমনীয়তার ও অভিযোজনের অভাবে তা একসময় আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। তবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যবস্থাপনা যদি 'Principal Agent' সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতো বা সমবায়ী বিকেন্দ্রীভূত কায়দায় বাজারকেও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ছাড় দিয়ে পরিচালিত হতো তাহলে এটাও সমতাভিমুখী উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হতে পারতো। আধুনিক চীন ও ভিয়েতনাম থেকে আধুনিক ও টেকসই সমাজতন্ত্রেও অনেক কিছু শেখার আছে।

সুতরাং 'সামাজিক হাতিয়ার' হিসাবে একবিংশ শতকে আমরা আমাদের দেশের বর্তমান সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে তিন রকম 'সামাজিক সম্পর্ককে'-ই ব্যবহার করে এস.ডি.জি বাস্তবায়নে এগোতে পারি বলে আমার বিশ্বাস। তবে এই তিন পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্ব কোনটিকে বেশি দেয়া উচিৎ সেটাই এই প্রবন্ধের বিচার্য বিষয়। তাই শুরুতেই আমাদের নিকট খোলা 'অপশনগুলো' আবার বলে নিচ্ছি। সংবিধানে স্বীকৃত এই 'অপশানগুলো' (Option) হচ্ছে :

১. রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত পরিসীমার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানা খাত।

২. সমবায় মালিকানাধীন খাত।

৩. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাত।

পাঠক লক্ষ্য করুন, আমাদের সংবিধানে 'ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতকে' অবাধ করা হয়নি। তাকে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনেই শুধু নয়, পরিমাণগত সীমানার অধীনেও কার্যকর হতে বলা হয়েছে অর্থাৎ সংবিধান অনুসারে ব্যক্তি মালিকানা একচেটিয়া বৃহৎ মালিকানায় পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবে না। বিশ-বাইশটি পরিবার বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মালিকের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করলে যে কি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তার উদাহরণ পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি। সেজন্যই সংবিধানে ব্যক্তিমালিকানার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের শর্তটি সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সমবায় বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার ভিত্তিটি যেহেতু অনেক ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত সেজন্য এদের মালিকানার চরিত্র

৬ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। **–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

সামাজিক অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এসব বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটতে দেয় না। তবে বিশেষ একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কখনো কখনো নিজের আয়তন বৃদ্ধি করে বহুজাতিক কোম্পানির মত বিরাট কোম্পানিতেও পরিণত হতে পারে (যেমন ভারতের "আমুল")। এ কথা বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াগুলোর ক্ষেত্রেও সত্য। কিন্তু এরপরও এসব প্রতিষ্ঠান পারিবারিক ক্ষমতাভিত্তিক অসমতার জন্ম দেবে না কারণ এদের আইনগত মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সমষ্টিগত। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে আইন লংঘনকারী 'Principal-Agent' সমস্যা থাকলে সমষ্টিগত মালিকানার আনুষ্ঠানিকতার ছদ্মবেশে দুর্নীতি, আমলাপুঁজি, ফ্লাইট বাই নাইট, এলিট ক্যাপচার, ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে তা অহরহ হচ্ছে। কিন্তু সেটা নীতিগত ত্রুটি নয়। নীতি ও আইন বাস্তবায়নের ত্রুটি। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন সঠিকভাবে চালু না থাকলে সেখানে প্রণোদোনার (Incentive) সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে। এইসব সমস্যার জন্য সর্বদাই আমাদেরকে 'সমবায়' দক্ষতা ও সমবায়ের উপযুক্ত নেতৃত্ব নিশ্চিত করার দিকে সর্বাধিক মনোযোগ দিতে হবে। আর এজন্যই সমবায়ের আইনগুলো ও সমবায়ের তদারকি ব্যবস্থা (Monitoring System)-কে কার্যকর ও উন্নত রাখা একান্তভাবে জরুরী। এই শর্তগুলি বা প্রতিষেধকগুলির উপস্থিতি সাপেক্ষে একথা বলা যায় যে সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা আমাদের এস.ডি.জি বাস্তবায়নে অন্যতম সামাজিক হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। বস্তুতঃ Equitable Development এর জন্য এই খাতগুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতেই হবে।

এস.ডি.জি-র লক্ষ্যসমূহ ও সমবায়ের বিশেষ উপযোগিতা : এস.ডি.জি-র প্রস্তুতি লগ্নে ১৭টি লক্ষ্য ও প্রায় শতাধিক টার্গেট এদেশে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত হয়েছিল (দেখুন পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'Proceedings of National Seminar on Post 2015 Sustainable Development Agendat Global and national Perspective, সেপ্টেম্বর ৯, ২০১৪, ঢাকা)। এগুলোর মধ্যে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত লক্ষ্যগুলো হচ্ছে :

১. দারিদ্র্য দূরীকরণ (এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগণের স্ব-সহায়ক গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবটি সমবায়ের একটি উদাহরণ হতে পারে।)

২. টেকসই কৃষি। (কৃষিখাতে বিপণন ব্যবস্থাকে উৎপাদক ও ভোক্তাদের সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে।)

৩. স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা। (এখানে বিমা পদ্ধতি চালুর আগে টার্গেট গ্রুপের সমবায় গঠন ও গোষ্ঠী বিমার পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে।)

৪. অন্তর্ভূক্তিমূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘিরে অভিভাবকদের সমবেত করে যৌথ তদারকি পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। ঐ যৌথ তদারকির জন্য গঠিত সমবায় সমিতিতে অন্য 'স্টেকহোল্ডারদের' প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। এর সংবিধান, সমবায় সমিতির ধারাগুলো মেনে চলতে পারে বা এর জন্য পৃথক সামাজিক চুক্তি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন (নারী সদস্যদের পৃথক সমবায় ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।)

৬. পানি ব্যবস্থাপনা (এটি যে সমবায়ের মাধ্যমেই চালানো সম্ভব–তা বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই প্রমাণিত সত্য।)

৭. বিদ্যুৎ ও এনার্জি ব্যবস্থাপনা। (এটিও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশে সমবায় নীতির সার্থক প্রয়োগের একটি উদাহরণ।)

৮. অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ। (সমবায় নিজস্ব চরিত্রগতভাবেই এসবের সহায়ক।)

৯. অবকাঠামো উন্নয়ন ও টেকসই শিল্পোন্নয়ন। (যদিও প্রথমটি রাষ্ট্রীয়ভাবেই তৈরি হয়ে থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে এদের সংরক্ষণ ও নিয়মিত দেখাশোনার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ব্যবহারকারীদের সমবায়ের হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। আর শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষত মাঝারি কৃষিভিত্তিক শিল্প যেমন দুগ্ধ খামার বা চা বাগান বা আম বাগান ও আমের রস উৎপাদন, এগুলো সমবায় পদ্ধতিতেও ভালভাবে চালানো সম্ভব।)

১০. বৈষম্য হ্রাস করা (বস্তুত সমবায় ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং জনগণের স্বার্থের প্রতি ন্যূনতম রাজনৈতিক অংগীকার ছাড়া এই লক্ষ্যটি অর্জন করাই সম্ভব নয়।)

১১. নিরাপদ নগরায়ন (নগর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব। 'হকার সমবায়' থেকে শুরু করে 'দোকান মালিক সমবায় সমিতি', যা যেখানে বর্তমানে গড়ে উঠেছে সেগুলোকে যথ যথভাবে সংস্কারের মাধ্যমে উন্নত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কথা না বাড়িয়ে বলা যায় যে এস.ডি.জি-র মোট ১৭টি চিহ্নিত লক্ষ্যের মধ্যে ১৭নং লক্ষ্যটি ছাড়া বাকি সবগুলো লক্ষ্যই অর্থাৎ উপরোক্ত ১১ টি এবং :

১২. টেকসই ভোগ ও উৎপাদন,
১৩. জলবায়ু ঝুঁকির মোকাবেলা,
১৪. সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ,
১৫. বন ও ইকো-সিস্টেমের সংরক্ষণ,
১৬. বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা ইত্যাদিসহ সবগুলি লক্ষ্যই সমবায়কে ব্যবহার করে আরো অধিকতর ফলপ্রসূভাবে আমাদের দেশে বাস্তবায়িত হতে পারে।

শুধু টেকসই উন্নয়নের ১৭ নম্বর লক্ষ্যটি তথা 'বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব' (Global Partnership) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ভিন্ন কৌশল। তাই সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে এস.ডি.জি-র ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ১৭ নম্বরটি (বিদেশীদের সঙ্গে পার্টনারশীপের লক্ষ্য) বাদে বাকি ১৬টি লক্ষ্যই অত্যন্ত সমবায় বান্ধব। তবে ১৬টি লক্ষ্য সমবায়ের মাধ্যমে অগ্রসর হলে তা শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ১৭ নম্বর লক্ষ্য বাস্তবায়নও ত্বরান্বিত করবে।

সমবায়ের সুবিস্তৃত পরিধি ও করণীয় :
উপরে সমবায়ের সুবিস্তৃত পরিধির যে চিত্র আমি তুলে ধরলাম তা কার্যকর করতে হলে অনেকগুলো পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে :

ক. সর্বপ্রথম দরকার সমবায় চেতনার বিকাশ, সমবায় আন্দোলনের প্রসার এবং সমবায় গ্রুপ গঠন।

খ. সমবায় গ্রুপ গঠনের আগে দরকার হবে উপযুক্ত ট্রেনিং, যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব নির্বাচন এবং 'Principal-Agent Problem' যাতে তৈরি না হয় তার জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিধি বিধান প্রণয়ন।

গ. লুটেরা ব্যক্তিখাতের আক্রমণ এবং রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের আক্রমণ থেকেও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করতে হবে।

ঘ. 'গ' শর্তটি পূরণ করার জন্য সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপরিহার্য একটি শর্ত।

ঙ. সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর দেশব্যাপী শাখা-প্রশাখাসহ বিস্তৃতি, গভীরতা বৃদ্ধি এবং আয়তনিক বিকাশের (Up Scaling)

ব্যবস্থা ও আইনি সুযোগও করে দিতে হবে।

চ. তবে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা পাশাপাশি না বাড়লে ব্যক্তিস্বার্থে ঐ 'সমবায়ের' অপব্যবহারের ঝুঁকিও থেকেই যাবে। এখানে সুযোগ বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির যুগোপযোগী ভারসাম্য প্রয়োজন হবে।

সর্বশেষে আমি বলতে চাই আসুন, আমরা সেই প্রাথমিক সত্যটি সকলে মেনে নেই যে টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমতাভিমুখী উন্নয়ন আর সমতাভিমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমবেত উন্নয়ন এবং সমবেত উন্নয়নের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন।

এম এম আকাশ
অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬ বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি জেনে নিক দুর্বৃত্তেরা।–**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যস্থাপনায় সমবায়

ড. কিউ আর ইসলাম

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সারা বিশ্বে সমবায়ের সফলতা স্বীকৃত। সফল ব্যবসা, প্রত্যাশিত মূল্যে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়, সেবা প্রাপ্তি, আর্থিক সুবিধা গ্রহণ এবং সমাজের সম অগ্রগতির মধ্য দিয়ে উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে মানুষ একত্রিত হয়ে সমবায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। সদস্য মালিকাধীন ও পরিচালিত এই উদ্যোগ একক ভাবে নেয়া সম্ভব হয় না। সমবায় উদ্যোগ গ্রহণে সমাজের সম্পদ স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সমাজের মধ্যেই থেকে যায়। স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোকে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। কৃষি পণ্য বিপণন ও যথাযথ মূল্য প্রাপ্তি এবং গ্রামীণ পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জাপানে সমবায়কে গ্রামীণ অর্থনীতির স্তম্ভ বলা হয়। কৃষক, মৎস্যজীবী ও বন মালিকদের প্রায় সকলেই সমবায়ী। সবাই সমবায় ভিত্তিক আর্থিক ও বীমার সুবিধা নিতে পারে। প্রতিটি গ্রামে কো-অপ ষ্টোর আছে। বৃটেনে সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ দোকানগুলো বিনিয়োগ করে থাকে। এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা নয়, সমাজকে সেবা প্রদান। আমেরিকার শীর্ষ একশতটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কৃষক, খামার মালিক ও সমবায়ীদের নিয়ে গঠিত কৃষি ভিত্তিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সবচেয়ে উপরে। এরপরের স্থানে আছে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়। আমাদের দেশে সফল সমবায় উদ্যোগগুলোর মধ্যে কৃষক, দুগ্ধ উৎপাদনকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও নারী সমবায় সমিতি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমবায় উদ্যোগ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ভূপরিস্থ পানি আমাদের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদের মূল উৎস স্থানীয় বৃষ্টিপাত ও সীমান্তের বাইরে থেকে উৎসারিত নদীর প্রবহমান পানি। ভূপরিস্থ পানির অধিকাংশ বিভিন্ন খাল ও নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় বঙ্গোপসাগর অভিমুখে। অবশিষ্টাংশ ভূপরিস্থ নিচু জমি, জলাভূমি, জলাশয় ও নদীর মোহনা এবং ভূগর্ভস্থ আধারে জমা হয়। কিছু বাষ্পাকারে বায়ু মন্ডলে চলে যায়। খাবার পানি সরবরাহ, দৈনন্দিন গৃহস্থালী কাজ, নৌ চলাচল, সেচ পানি সরবরাহ, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু পালন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প ও কলকারখানায় ব্যবহার, লোনাপানি অনুপ্রবেশ রোধ, জলাশয় সংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসম্য রক্ষার জন্য পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বর্ধিত খাদ্য চাহিদা পূরণে সেচ এলাকা প্রসার, মৎস্য চাষ, নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন, শহরায়ন ইত্যাদি কারণে পানি ক্রমেই দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জাতীয় পানি নীতিতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সব ধরণের পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীসহ স্থানীয় সকল অংশীজন (Stakeholders) এর কার্যকর অংশগ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। অনধিক এক হাজার হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের

৬ ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় বলব, আমি বাঙ্গালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। **–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

নব্বই দশকে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-সংক্ষেপে এলজিইডি, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে (পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করে। পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ এর নিকট হস্তান্তর করা হতে থাকে।) পাবসস আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী ৭০ শতাংশের অধিক পরিবার থেকে সদস্যপদ গ্রহণ করে। কোন কোন পাবসস এর নারী সদস্য সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ ছাড়িয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নারী সদস্যরা সভাপতি ও সেক্রেটারী সহ গুরুত্বপূর্ণ পদও লাভ করে। সমিতির সদস্যদের সমবায় ব্যবস্থাপনা, নির্মিত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য চাষ, নারী উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সদস্য অন্তর্ভূক্তি, শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে সমিতিগুলো লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে থাকে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা,পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনে সামর্থ্য হয়। সমবায়, কৃষি সম্প্রসারণ ও মৎস্য অধিদপ্তর সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং এলজিইডি'র পারস্পরিক উদ্যোগ ও সহায়তা সমিতিগুলোকে উৎসাহিত করে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এক হাজারের অধিক পাবসস গঠিত হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় নব্বই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প এলাকায় ২৮০টি পাবসস গঠিত হয়। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ জনপদে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এই সফলতার আলোকে গত দশকের শুরুতে এডিবি ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশে (৩ টি পার্বত্য জেলা ব্যতিরেকে) দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গঠিত হয় ৩০০টি পাবসস। এ দুই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)'র আর্থিক সহযোগিতায় গত দশকের শুরু থেকে চলতি দশকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৪২টি পাবসস গঠিত হয়েছে। প্রায় একই সময়ে এডিবি ও ইফাদ এর সহায়তায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প এলাকায় ২৯০টি পাবসস গঠন করে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রতিটি সমিতির সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ নিশ্চিত করে। শেয়ার বিক্রয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতির নিজস্ব তহবিল বর্ধনের উদ্যোগ নেয়। নির্মিত অবকাঠামোসমূহের ব্যবহারিক মালিকানা গ্রহণ করে। উপকারভোগী কৃষকদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ দরিদ্র সদস্যদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অর্থ যোগান দেয়া হয়ে থাকে। নারী উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদ এবং সমবায়, কৃষি, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ ও মহিলা অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সমস্ত পাবসস এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অন্যান্য উদ্যোগের মত সমবায়ে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয় আছে। তবে সফলতার হারই বেশি।

পানি সম্পদের ব্যবহার, সদস্যদের ক্ষমতায়ন, শক্তিশালী সমাজ গঠন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সেচের পানি ব্যবহারে বৈষম্য দূরীভূত হয়। সামাজিক উন্নয়নে সমিতির কার্যক্রমে অংশীদার হওয়ায় সদস্যদের ব্যক্তিগত ভূমিকা প্রসারিত হয়। সঞ্চয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যদির মাধ্যমে তৈরি মূলধন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। সমিতির স্বনির্ভরতা খর্ব হতে পারে উপলব্ধি করে কোন অনুদান গ্রহণে আগ্রহ থাকে না। নিজস্ব লাভের আশা না করে সমিতির স্বার্থ বড় করে দেখে। ফলে ব্যক্তিগত লোকসানের আশংকাও থাকে না। কৃষক, মৎস্যজীবী, ভুমিহীন, মহিলা ও ব্যবসায়ীদের অর্থ যোগান দিয়ে কর্ম সংস্থান ও আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড প্রসারিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনায় সমিতির অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগত জামানতের প্রয়োজন না থাকায় নিঃসম্বল ও দুঃস্থ পরিবারগুলো সহজ শর্তে

হবিগঞ্জ জেলার নবিগঞ্জ উপজেলায় রাইয়ারপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যালয়

চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় হারুয়াল খাল ছড়ি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যালয়

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় সালনার খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তরিত বন্যাপানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো।

চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় অগ্রনী সেচ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তরিত ভূপরিস্থ সেচ কাঠামো

ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়। ঋণ আদায়ে সমস্যা থাকে না। ঋণ খেলাপির সংখ্যা ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য থাকে। সদস্যদের সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এবং সকলের সমান স্বার্থ থাকায় স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমিতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সমবায়ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুবিধা হলো উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করে সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও সবাই মিলে সুবিধা ও অসুবিধা খুটিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। ব্যাক্তিগত স্বার্থে বা কৌতূহল হিসেবে উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ থাকে না। এতে ব্যবস্থপনা কমিটিকে অবশ্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ভিন্ন চাহিদা থাকায় সদস্যদের একমত করে সমিতি দাঁড় করানো ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে বহিঃসংযোগ বা সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমবায় অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রাপ্তি উৎসাহ যোগায়। নিকটস্থ সমবায় সমিতিগুলোর সাথে যোগাযোগ প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি করে। সদস্যদের নতুন ধারণা, পরামর্শ ও সমালোচনার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়।

জেলা পর্যায়ে নিয়মিত সমবায় সমিতিগুলোর কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকে। সফলতা ও ব্যর্থতার উপর সহজবোধ্য বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিসংখ্যানও দেয়া হয়। দূর্বলতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়। মূলধন ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ ও ঋণ কর্মসূচীর মধ্যে অসমাঞ্জস্যতার স্পষ্ট বর্ণনা ও তথ্য সদস্যদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। সঠিক তথ্য ও পর্যালোচনা সমিতিগুলোকে সহায়তা করে। শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, কমিটির সদস্যদের মধ্যে স্বচ্ছতা, স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সাধারণ সদস্যদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ, জবাবদিহিতার শক্তিশালী পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনার উপর সম্যক অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতির উপর নিয়মিত পর্যালোচনা, সম্পর্ক বিস্তার এবং উদ্ভাবনিক ও মানিয়ে চলার দক্ষতা সৃষ্টি হয়। উৎসাহ ও আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমবায় উদ্যোগ দীর্ঘ-মেয়াদি ও সফল হতে সহায়ক হয়। কোন কোন সমিতি ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এই ব্যর্থতার কারণ সমবায় বহির্ভূত উদ্যোগের মত একই হয়ে থাকে। যেমন বিনিয়োগে মুনাফা অর্জিত না হওয়া, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা বা অন্যান্য সাধারণ কারণ। তারপরেও সমিতিগুলোর উদ্যোগে বার্থতার হার তুলনামূলক ভাবে কম। সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে এঁকেবেঁকে হলেও এগিয়ে যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবে অগ্রগতি অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে। যথ াসময়ে সহযোগিতা পেলে এই সমিতিগুলোর পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজতর হয়। আবার প্রবঞ্চিত হলে বিশ্বাস হারিয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। সমিতি ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বড় ধরণের প্রভাব রাখে। সমবায় উদ্যোগে সফলতার জন্য এই সম্পর্ক একান্তই অপরিহার্য। তবে সমবায় অধিদপ্তরের আন্তরিক ও অকৈতব সহায়তা সমিতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, এ দেশে কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার বড় একটা কারণ হলো মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ও সহায়তা। সকল কৃষি পরিবার বা কৃষকদের কাছে হয়তবা তারা পৌঁছাতে পারেনি। তবে এদের উপর কৃষকেরা আস্থা হারায়নি। কৃষি প্রযুক্তি নির্বাচন ও প্রয়োগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় উন্নয়ন ও বিস্তারে সকল সরকারি ও বেসকারী সংস্থার সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, জাতীয় কৃষি নীতিতে সমবায় প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। জাতীয় মৎস্য নীতিতে মৎস্যজীবী ও মৎস্য চাষীদের সংগঠিত হয়ে সমবায়ভিত্তিক মাছ উৎপাদনে জোর দেয়া হয়েছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিতে সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন প্রসারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসকারী সংস্থার কর্মকর্তারা সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ করতে, তাদের সংগঠিত হতে এবং সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনে মাঠ পর্যায়ে সহায়তা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সমবায়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ তাদেরকে সমবায়ীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করতে পারে। সমবায় সমিতি গঠন ও তদারকি এবং সমবায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সমস্ত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের লক্ষ্য হতে হবে সমবায়ীদের সহায়তা প্রদান ও তাদের অংশগ্রহণকে জোরদারকরণ।

তথ্যসুত্র :

১. এলজিইডি বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকল্প থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা, হ্যান্ডবুক ও প্রতিবেদন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি।

ড. কিউ আর ইসলাম

কয়েকটি আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহ-অর্থায়নে বাস্তবায়িত বিভিন্ন পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে কনস্যালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন। অংশগ্রহণ মূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স এর সদস্য ছিলেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচালক (কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন) পদে কর্মরত।

৬ আমার জোর হচ্ছে আমার দেশের জনগণ।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর ২০১৮-২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক স্বাক্ষরিত এপিএ গ্রহণ করছেন।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি ময়মনসিংহ সমবায় বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

৬ দেশ এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ শান্তিতে আছে।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

সুশাসন, দারিদ্র্যহ্রাস ও সমবায়

অঞ্জন কুমার সরকার

সাম্প্রতিককালে শাসন ও সুশাসন (Good Governance) শব্দদুটি খুবই গুরুত্বের সাথে উন্নয়ন পরিভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। শাসন বা গভর্নেন্স বলতে বুঝায় – The Process of decision making and the power by which decisions are implemented. অর্থাৎ শাসন বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বুঝায়। উন্নয়ন হল- A dynamic process which involves changes plus growth. এই পযধহমব উপাত্তটির চারটি স্তর- জ্ঞানের পরিবর্তন, মনোভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন, আচরণগত পরিবর্তন এবং গোষ্ঠী ও সংগঠনের কার্যসম্পাদনের পরিবর্তন। ব্যাপকভাবে বললে উন্নয়ন হল- The Reduction or elimination of proverty, inequality and unemployment within the context of a growing economy.

সুশাসন বা Good Governance শব্দটি আমাদের কাছে এসেছে বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে। পরবর্তীতে UNDP সুশাসন কথাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। বর্তমানে সুশাসন বলতে যা বুঝায় তা হল- জনগণের অংশগ্রহণ, সাধুতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, Political Legitimacy, সুষ্ঠু কার্য কাঠামো, পুর্বানুমান, দক্ষতা ও কার্যকারিতা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনটি লক্ষ্য অর্জিত হতে হয়- ১. আইনের সমতা ও দক্ষতার সাথে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, ২.) প্রত্যক ব্যক্তির তার নিজের মানবীয় সম্ভাব্যতা বুঝতে পারার সুযোগ থাকা, এবং ৩. প্রত্যেক সেক্টরে অপচয়বিহীন কার্যকর উৎপাদনশীলতা থাকা। উন্নত বিশ্বের বাইরে যে সব দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হল- মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, উগান্ডা, ভারত প্রভৃতি।

দারিদ্র্য

সাধারণত দারিদ্র্য বলতে বুঝায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ। বর্তমানে এক ডলারের নীচে যাদের আয় বা যারা ২২০০ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করে তারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। অর্থাৎ যিনি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন তিনি দরিদ্র, আর দারিদ্র্য সীমার উপর যার Living standard তিনি দরিদ্র নন। কিন্তু এই Poor and non-poor এর মধ্যে চুলচেরা পার্থক্য নির্ণয় করাও অসম্ভব। 'poverty Line' Concept এর যিনি প্রবক্তা সেই Charles Booth দারিদ্র্য সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি স্তরকে নির্দিষ্ট না করে উপার্জনের মাত্রাকেই (range of income) বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি 'want' and 'distress' ধারণার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার, Rowntee দারিদ্র্যকে Primary and Secondary Poverty- এই দুই standard এ ভাগ করেছেন। প্রথমটি অনিবার্য দারিদ্র্য (unavoidable poverty) এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে মানুষ দারিদ্র্যের সমস্যা সমূহ উপলব্ধি করে।

সমবায়

Co-operatives are jointly and democratically controlled enterprises rooted in the values of self-help, self responsibility, equality, equity, democracy and solidarity. people are at the centre of a co-operativeÕs economic activity. All members participate actively and equally in making decisions and setting policy. According to economist Dietma RÕBL, Co-operatives may indeed be more resilient to crises and bankruptcy than other enterprises.

সমবায় শুরু হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে। সমবায় আন্দোলন ছিল দুর্ভাগ্য জয়ের লড়াই, সে লড়াই অস্তিত্বের, সংস্কৃতির, দারিদ্র্য মুক্তির, আত্মসচেতনতা অর্জনের। দারিদ্র্যকে যারা বিধাতার অমোঘ বিধান আর অদৃষ্ঠের পরিহাস বলে অবলীলায় মেনে নিয়েছে, অর্থনৈতিক ভেদ-বৈষম্য, অবিচার অবহেলা যারা নীরবে সহ্য করেছে, সকল মৌলিক অধিকার ও সামাজিক প্রতিপত্তি যাদের কাছে ছিল সুদুর পরাহত তাদের আত্ম-সম্মানের সাথে বাঁচার স্বপ্ন ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি নিয়েই শুরু হয়েছিল সমবায়ের পদযাত্রা।

> আমি বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে এসেছি।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

ভাগ্যোন্নয়নের সেই নিঃশব্দ আন্দোলন, প্রাণ-স্পৃহার সেই অবারিত ফল্গু প্রবাহ, ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ-সম্প্রীতি-একতা-পারস্পরিক নৈকট্য, সহযোগিতা সধষ্টির সেই উদাত্ত আহ্বান, দুঃখ-দারিদ্র্য জয়ের মূল মন্ত্রবাণী নিয়ে সমবায়ের সেই উচ্ছল ঢেউ অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ইতোমধ্যে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেছে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে।

বর্তমানে বিশ্বের সেরা ২৫টি ব্যাংকের মধ্যে একটি হল রাবো ব্যাংক নেদারল্যান্ডস যা কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের সূত্র ধরেই ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৩০টি দেশে এর কার্যক্রম বিস্তৃত, সম্পদের পরিমাণ ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, গ্রাহক সংখ্যা ৯ মিলিয়ন এর বেশি।

বৈশ্বিক পরিসরে অবলোকন করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মান এর নাগরিকদের প্রতি ৪ জনের মধ্যে একজন সমবায় সদস্য। জাপানে প্রতি তিনটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। স্পেনের অধিবাসীদের ১৫% সমবায়ের সদস্য, মালয়েসিয়ায় এই হার ২৭%। নিউজিল্যান্ডের জিডিপির ৩% আসে সমবায় থেকে, যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ স্বাধীন স্বতন্ত্র ট্রাভেল এজেন্সিটিই একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। পোলান্ডের দুগ্ধ উৎপাদনের ৭৫% যোগান দেয় সমবায়।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফ্রান্স ২১,০০০ সমবায়, জার্মানী ৮,১০৬ টি সমবায়, যুক্ত রাষ্ট্র ৩০,০০০ সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে যথাক্রমে ৪ মিলিয়ন, চার লাখ চলিশ হাজার ও দুই মিলিয়ন। এভাবে সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় ২,৮৮,৫৮৯, ইরানে ১.৫ মিলিয়ন, ইটালিতে ১ মিলিয়ন। সমগ্র বিশ্বে সমবায় মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে ১০০ মিলিয়ন। বাংলাদেশে সমবায় সমিতি ১,৭৫,৮৭৫, শেয়ার মূলধন ১,৭৫,৫৭৬.৮১ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৭,১৮,২১৮.৪৪ টাকা, সমবায় সমিতির ১ কোটির উর্ধ্বে সদস্য, কর্মসংস্থান হয়েছে ৮ লাখের উর্ধ্বে। আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে, The economic activity of the largest 300 Co-operatives in the world equals 10th largest national economy. তাই SDG-2030 এর ১ নং দফাটির লক্ষ্য- 'End poverty in all its forms everywhere' বাস্তবায়নে সমবায়ের মত এমন শক্তিশালী পাটফর্ম এর ভূমিকা প্রকৃষ্ট ও অনিবার্য।

অর্থনীতি হচ্ছে সমাজের চালিকা শক্তি। সমাজের মূল স্রোত আর্থিক সমৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধি ছাড়া সমাজকে গড়ে তোলা কঠিন, সমাজকে গতিশীল করা অসম্ভব। সভ্যতা ও আদর্শের লালন অসম্ভব। কাজেই সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে সমাজকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। পরিকল্পিত ভাবে সমাজকে গতিশীল রাখলে সমাজ অবশ্যই সমৃদ্ধশালী হবে। সমাজকে গড়ে তোলার মূল মন্ত্র হচ্ছে চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। চেতনায় সমাজের মানুষ উদ্ভাসিত হলেই সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সমাজের মানুষদের সুসংগঠিত করা। একইমত, একই আদর্শ, একই চেতনার স্রোত ধারার সমবায়ী উদ্যোগের মাধ্যমে এর সুফল পাওয়া সম্ভব।

আত্মশক্তি হল মনুষ্যত্ব বিকাশের হাতিয়ার। কারো মধ্যে আত্মশক্তি জাগ্রত হলেই তার সম্মুখে উন্মোচিত হয় আত্ম বিকাশের সিংহদ্বার। আর সেই হিংহদ্বার পেরিয়েই পৌছাতে হয় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। সমবায় সেই আত্মশক্তি জাগ্রত করার শিক্ষা সঞ্চার করে।

পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে- 'If you ask, you will find/If you look, you will get/ If you knock, the door will be open upto you.'

ভাগ্য বিনির্মানে আত্ম সচেতনতা, নিভ্রতা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন- দৈন্যের উৎপত্তির কারণ আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রজ্ঞার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। এসকল দৈন্য থেকে মুক্ত হতে হলে মুক্ত চিন্তা-মনস্ক হতে হবে, নিজেকে দক্ষ-যোগ্য সম্পদ হিসেবে তৈরী করতে হবে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেনেথ গল ব্রেথ মূল্যায়ন করেছেন এভাবে, 'No improvement is possible with unimproved people, উন্নয়নের জন্য 3D ফরমূলা দিয়েছেন ভারতে শান্তি নোবেল বিজয়ী মনীষী শ্রী কৈলাস সত্যার্থী- 'To Do, To Discover and To Dream'. খুব বড় করে স্বপ্ন দেখার উৎসাহ দিয়েছেন তিনি এবং কিছু সৃষ্টির প্রয়াস নিয়ে পথ চলার প্রেরণা দিয়েছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন- 'He who has not discovered any thing will die, for he is not fit to live'.

সমাজ উন্নয়ন, সংস্কৃতির বলিষ্ঠ কাঠামো বিনির্মাণ, দেশের সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমন্বিত প্রয়াস অনস্বীকার্য। বাংলদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে যে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, নারীর ক্ষমতায়ন তার মধ্যে অন্যতম। সমাজ- সংস্কৃতি-অর্থনীতি-প্রশাসন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করতে হবে। অবজ্ঞা করে নারীকে পিছিয়ে রাখার সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিন তিরোহিত হয়েছে। একথাটি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন, নারীকে আমরা যতই দূর করিয়া, ক্ষুদ্র করিয়া জানিয়াছি, আমাদের পৌরুষও ততই শীর্ণ হইয়া মরিয়াছে।" সমাজের একটি শক্তিশালী বলিষ্ঠ চালিকা শক্তিই নারী সমাজ।

দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে ভিশন-২০২১। ২০২১ সালের মধ্যে দেশটি মধ্যম আয়ের দেশে পৌছানোর পরিকল্পনায় প্রণীত ভিশন-২০২১। ইতোমধ্যেই আমাদের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ ডলার নিয়ে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক শ্রী সদানন্দ ধুম বলেছেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন অনেক দেশের জন্য অনুকরণীয়। বাংলাশেকে তিনি উন্নয়নের পরীক্ষাগার হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। তার মূল্যায়ন মোতাবেক বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ছাড়িয়ে যাবে, ২০৫০ সালে পশ্চিমা বিশ্বকে টপকে যাবে।

সমবায় আদর্শ একটি idea, কোন প্রথা বা custom নয়। তাই এ আদর্শ বা idea কে জীবনের প্রয়োজনে শতধা বিস্তীর্ণ করা যায়। আদর্শ একটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়। তা ফুটে ওঠে মানুষের মধ্যে তার সার্বিক চেতনার মধ্যদিয়ে।

সমবায়ের মূলধন সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকেও বিশেষ ভাবে উদ্দেশ্য ও নিশানা করা জরুরী। কারণ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অন্যতম নিয়ামকই হল বেকারত্ব লাঘব। বেকার মানুষ উদ্দেশ্যহীন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' কাব্য গ্রন্থের ঐ পঙক্তিতিগুলি প্রণিধানযোগ্য-

"হাতে কোন কাজ নেই
নাটরের তিন কড়ি,
সময় কাটিয়ে দেয়
ঘরে ঘরে ঋণ করি।"

একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন বা সমৃদ্ধি সমবায়কে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। 'যে সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিত সাধনের সুযোগ আছে, সেই খানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ।"

এবং এ শিক্ষাই সমবায়ের। কারণ, কোন মানুষই একেলা নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ নয়। তাই 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'।

বাংলাদেশে সমবায়ের উন্নয়ন ঈর্ষণীয় না হলেও উদাহরণীয়। তবু আমাদের আরও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের ক্ষেত্রে সমবায়কে যথাযোগ্য অবস্থানে কাজ করার দৃপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই। অবশেষে Robert Frost এর একটি কবিতাংশ উল্লেখ করা যায়-

"The woods are lovely, dark and deep,
And I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep."

অঞ্জন কুমার সরকার
যুগ্ম নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬ বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের সামাজিক সম্পৃক্ততা

অজয় কুমার সাহা

প্রেক্ষাপট

সমবায় সম্মিলিত প্রয়াসের সংগঠন। একক প্রচেষ্টা যেখানে ব্যর্থ, সমবেত প্রচেষ্টা সেখানে সফল, একক প্রত্যাশা সেখানে গুরুত্বহীন, সমন্বিত প্রত্যাশা সেখানে সার্থক। সমবায় আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে এক অপরের পরিপূরক হয়ে এগিয়ে যেতে পথ দেখায়। সমবায় পদ্ধতি জীবনাচার পরিশীলিত করে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। আমরা একটি এলাকায় যেভাবেই বসবাস করি না করি না সেখানকার রীতিনীতিকে অস্বীকার করতে পারিনা। আবার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা পছন্দ অপছন্দকেও উপেক্ষা করতে পারি না। এক্ষেত্রে একটা সমন্বয় সাধন করতে পারে সমবায় পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করা।

সমবায় কর্মীদের দায়িত্ব : সরকারের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়ন ও সাফল্য অর্জনে আমাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। চাকুরিজীবী হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই আমাদের চাকুরির সার্থকতা।

সমবায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল দায়িত্ব হলো দেশের সুবিধা বঞ্চিত-আশাহত-দরিদ্র মানুষগুলোকে তাদের অংশ গ্রহণে স্বাভাবিক উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করণ। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো সকল মানুষের সমঅধিকার ও মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করণ। সমবায় অধিদপ্তরের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তাহলো বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গণমানুষকে উন্নয়নের ধারায় আনতে সংগঠিত করে তাদের প্রত্যাশানুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে অর্থবহ সহায়তা দান ও সমাজে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরীতে সহায়তা করা। এই বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণে–

প্রথমতঃ সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন কার্য সম্পাদন করা। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণার্থে বাঁধা চিহ্নিতকরণ ও অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া। তৃতীয়তঃ সরকার ও তৃণমূল সমবায়ীদের মধ্যে একটা মেল বন্ধন তৈরী করা। চতুর্থতঃ প্রদত্ত সেবার মধ্যে কোন জটিলতা থাকলে তা অপসারণের ক্ষেত্রে সেবা সহজীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পঞ্চমতঃ গতানুগতিক পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী ধারায় সব কিছু বিবেচনা করা। ষষ্ঠতঃ সমবায়ীগণের মূল চাহিদা কী এবং কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিরূপণ করা। সপ্তমতঃ কর্মীও সমবায়ীদের দক্ষতা, সক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। অষ্টমতঃ সমবায় বিভাগকে দেশের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত করা। নবমতঃ সমাজের প্রতিটা স্তরে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা।

সমবায় বিভাগের অবস্থান ও পর্যবেক্ষণ : এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন পর্যায়ে রয়েছি? আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-সমালোচনা প্রয়োজন। সমবায়ের জন্মলগ্ন থেকে মানব কল্যাণে আমরা নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছি। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন সময়ে সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা,নীতিমালা, গবেষণাপত্র, প্রকল্প প্রণীত হয়েছে। আমাদের প্রচার ও মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া দুর্বল হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এর দ্বারা সমবায় সমিতিগুলো প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে; কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানিও আমাদেরকে কম সহ্য করতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এটা সমবায়ের ব্যর্থতা নয়, আমরা যারা সমবায়ের পরিচালনা বা নেতৃত্বে আছি তাদের ব্যর্থতা। এখানে আমাদের দুর্বল মানসিকতা এবং সমবায়কে বিকৃতভাবে ব্যবহার করাকেই ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সমবায় আদর্শের কোন ব্যর্থতা নেই। সমবায় বান্ধব মানসিকতা নিয়ে সমবায়কে ব্যবহার করা হলে সফলতা আসবেই। আমারা তা করছিনা। সঠিকভাবে ব্যবহার না করতে যে সকল নেতিবাচক কর্মকান্ডের জন্ম দিচ্ছি তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই বা থাকলেও সেটাও নেতিবাচক। এই জায়গাটার উন্নয়ন ঘটাতে পারলে সমবায় অঙ্গনের বিদ্যমান নানা সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব হবে।

আমারা বেরিয়ে আসতে চাই। কিন্তু এরজন্য গৃহীত পদক্ষেপ যথেষ্ট কিনা, আমরা আন্তরিক কিনা, সমন্বয় ও সাফল্য প্রত্যাশী কিনা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে কিনা? আমি মনে করি এই কয়টা প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হলে সমবায় অঙ্গনে অবশ্যই গুনগত পরিবর্তন আসবে।

এই পরিবর্তন প্রত্যাশী বলেই, বছর-যুগ-শতবছর অতিক্রম করেছি নানামুখী আয়োজন নিয়ে। কিন্তু এই আয়োজন বাস্তবায়নের যথাযথ তাগিদ ও পরিশীলিত রূপ দেখা যাচ্ছে না। এই দেখতে না পারারও একটা সমন্বয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থ্যাৎ সমবায় বিভাগ এবং সমবায় সমিতিগুলোর কর্মপরিকল্পনা থাকলেও এর মূল্যায়ন করছি না। জবাবদিহি খুব একটা করতে হয় না। ব্যর্থতার কারণ খুঁজে সংশোধনের এবং সফল হলে তা ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়

> আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি যাতে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

না। আমরা সৃষ্টিশীল বা নতুন কাজ সৃষ্টির চাইতে নির্দেশিত ও গতানুগতিক কাজের প্রতি আসক্ত বেশী। একটা নির্দিষ্ট প্রক্ষাপটে কোন বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হবার পর তা কতটুকু প্রতিপালিত হলো সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না। নতুন একটা প্রস্তাবনা অনুমোদনের আগে পূর্বেরটা খুব একটা বিবেচনা করি না। নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে একটা সুপারিশমালা তৈরী করার পর কালক্রমে সেটার কার্যকারিত নিয়ে আর ভাবি না।

তৃণমূল জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের যে দায়বদ্ধতা সেটা অনুসৃত এবং উপকৃত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করে পুনরায় এগিয়ে যাবার পথ রেখা তৈরী করা হয় না।

এই কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে গেলে সমবায় বেষ্টনির মধ্যে থেকেই করতে হবে। সমবায় বেষ্টনি কি? এটা হলো-সমবায় আদর্শ, নীতিমালা, আইন বিধিমালা, উপ-আইন এর সাথে সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা, যুগোপযোগী পরিকল্পনা, সামাজিক সম্পৃক্ততা, মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রভৃতির বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগে অগ্রগামী থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গতিশীল ও সহনীয় নেতৃত্ব বিকাশের সাথে সাথে সাধারণ সদস্যদের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

জাতীয় সমবায় দিবসের আহবানঃ জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তঃসমবায় সম্পর্ক সৃষ্টি, সমবায়ের সফলতা-বিফলতা মূল্যায়ন এবং সমবায়ীগণের এই মিলন মেলায় প্রাণস্পন্দন সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায় বান্ধব কাজগুলোকে আত্মস্থ করে নতুনত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

এবারের ৪৭ তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি" সমবায়ের মূল আহবানের সাথে সাযুজ্য যুগোপযোগী এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে কর্মে আন্তরিকতার সাথে প্রয়োগ করা হলে বাংলাদেশে সমবায় সার্থক রূপ পাবে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে আহ্বান, সেখানে সমবায়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে।

সমবায়ভিত্তিক সমাজ ও উন্নয়নঃ সমবায়ভিত্তিক সমাজ-এর অর্থ হলো সমাজের নানা শ্রেণি পেশার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও অধিকার সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় সমবায় পদ্ধতির অবয়ব দেয়া। দেশের সব এলাকার সামাজিক চিত্র একরূপ নয়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বমূলক অবস্থা বিরাজমান। এ থেকে পরিত্রাণ পাবার সহজ পথ হলো সমবায়ে আত্মসমর্পন করা। সমবায় সবার সহায়। সমবায় পারে যে কোন বিরুদ্ধ অবস্থানের বিপরীতে সমতা-সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। যেকোন উন্নয়ন ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে গেলে প্রয়োজন হয় গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি। সমবায় আদর্শ হলো সেই পদ্ধতি যেখানে ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র সবাইকে এক মোহনায় আনতে কাজ করে। সমবায় পদ্ধতি ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়নের বিপরীতে সামগ্রিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়। সমবায় ও সামগ্রিক উন্নয়ন সমার্থক। বহু মানুষের উন্নয়ন ভাবনাই সমবায়ের আদর্শিক চর্চা। তাই সমবায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করা গেলে আমরা শুধু উন্নয়নের বার্তাই পাবো।

সাধারণ মানুষের যে কোন উন্নয়ন সামাজিক সম্পৃক্ততা ব্যতীত সম্ভব নয়। সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন মানেই পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা। সমবায়ের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একাজটি আমরা অনায়াসে করতে পারি। কেননা সমবায় সমিতিগুলো কেবল আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয়, সমাজের নানাবিধ সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বহুমুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। সুন্দর সমাজ বির্নিমাণে সমবায়কে সম্পৃক্তকরণ এবং সমবায় বান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে শুধু সমাজ কেন এর প্রতিটা শাখা-প্রশাখাকে সমবায় মহিমায় সমৃদ্ধ করা সম্ভব। এর জন্য উন্নয়ন প্রত্যাশী প্রত্যেকটি মানুষকে সমবায়কে উপজীব্য করে অগ্রসর হতে হবে। সমবায়ে সব আয়োজন রয়েছে। শুধু প্রয়োজন এর সঠিক ও মানসম্পন্ন প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সমবায় প্রচেষ্টায় উন্নত জীবন আশা করলে সমবায়ের সমন্বিত উদ্যোগের মহিমাকে কাজে লাগাতে হবে।

সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ার সার্থকতাঃ সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো, সমাজের সকল স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও বৈষম্য দূর করা। পাশাপাশি সামাজিক সম্পৃক্ততা ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এর প্রতিফলন দেখতে হলে সমবায়ের মূল স্পিরিটকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। সমবায়ের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়কে যদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি তবে সমাজের নানা অসঙ্গতি দুর করা সম্ভব। কেননা একটি এলাকার যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা সমবায়ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে এগিয়ে নেয়া যায়। সমবায়ের আলোকচ্ছটায় উন্নয়নকে টেকসই করা সম্ভব। কেননা সমবায়ের রীতি নীতি চর্চা করলে একজন সমবায়ী শুধু বর্তমান নিয়েই ভাববেন না, তিনি ভবিষ্যতের সুরক্ষায় গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বিশৃঙ্খলা, অনৈতিকতা, ব্যক্তিস্বার্থরক্ষা কুসংস্কারচ্ছন্নতা, আদর্শহীনতা, অবৈধপ্রভাব, প্রভৃতি সমবায়ের বিরুদ্ধ ভাষা। সমবায় মানে সমষ্টিগত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার দর্শন। সমবায়ের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা এবং সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু করতে গেলে সমাজের উপর সমবায়ের অবয়ব দিতে হবে। এখানে যুগোপযোগী এবং তৃণমূল সমবায়ীর সমস্যার আলোকে সহনীয় গৃহীত পদক্ষেপই আমাদের শ্রমকে সার্থক করতে পারে। সততা নিষ্ঠার সাথে এটা করা গেলে সমবায় মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে বিদ্যমান সমস্যা ও সুপারিশঃ ১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষক ও মেহনতি মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য যে সমবায় পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল এবং সমবায় সমিতিগুলো সামাজিক বন্ধনের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছিল বর্তমানে এই ধারাবাহকিতা আর নেই। নানা সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সমবায় খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমবায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে বাধা সৃষ্টি করেছে। আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো।

- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সমবায়ের সামাজিক সম্পৃক্ততার প্রয়োজনে সমবায় সমিতি গঠন অনিবার্য শর্ত। কিন্তু গঠিত সমবায় সমিতির অধিকাংশ সদস্য জানেন না তারা কি উদ্দেশ্যে এবং কেন তারা সমিতি গঠন করছেন। ত্রুটি-অনিয়মের মধ্যে দিয়ে গঠিত সমিতি থেকে ভাল ফল আশা করা যায় না।
- সমবায় সমিতি গঠনের সময় রাজনৈতিক প্রভাব অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের চাপের কারণে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ অনেক ক্ষেত্রে অসহায় আত্মসর্মপন করেন।
- সমিতি নিবন্ধনের পূর্বশর্ত যেমন-সদস্যগণের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ, রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করণ, অফিস ঘর নির্ধারণ, ব্যাংক হিসাব খোলা, সমস্যা চিহ্নিতকরণও সমাধান প্রক্রিয়া ইত্যাদি কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয় না।
- গঠন পূর্ব ও পরবর্তীতে সমবায়ের আদর্শিক চর্চার পরিবর্তে সদস্যগণকে এই মর্মে প্রলুব্ধ করা হয় যে, সদস্য হলে সরকারী অনেক সুযোগ-সুবিধা ও পর্যাপ্ত ঋণ পাওয়া যাবে। বহুমুখী কাজের মধ্যে একমাত্র ঋণ কার্যক্রমই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এতে সাধারণ সদস্যদের মর্যাদা বা অধিকার কোনটাই রক্ষা হয় না।
- সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়তে হলে সেই এলাকার সামাজিক রীতিনীতি আত্মস্থ যেমন করতে হবে তেমনি বসবাসকারী সকলকে সমবায় বেষ্টনীর মধ্যে আনতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ের চর্চা আমরা খুব একটা দেখি না।
- একই শ্রেণি পেশার একটি নিষ্ক্রিয় সমিতি চালু করনের ব্যবস্থা এবং নতুন আরেকটি সমিতির সক্ষমতা যাচাই না করেই নিবন্ধন করে দেয়া হয়।
- কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষকদের নিয়ে গঠিত সমিতির অবস্থান ভাল নয়। উৎপাদনমুখী সমিতির সংখ্যাও বেশী নয়। ফলে বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায়ভিত্তিক

6 জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু কখনও মাথানত করেনি।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

সমাজ গঠনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

- নিবন্ধনের পর যে উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করা হয় না। গতানুগতিক পরিদর্শনে সমিতির প্রকৃত চিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় না। অনিয়ম সুপারিশ উল্লেখ করা হলেও তা সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।
- সমবায় বিভাগ শুধু পরামর্শকের ভূমিকায় না থেকে অর্থবহ এবং আর্থিক সহায়তা দিতে জেলা/ উপজেলা সমবায় অফিস একটা নির্ধারিত অংকের তহবিল রেখে ঘুর্নায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদিকে সমবায় ব্যাংকগুলো সিডিউল ব্যাংকে অনুমোদন দিয়ে উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করে সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক লেনদেন আবশ্যিক করা হলে সমবায় খাতের বিদ্যমান অনেক সমস্যা নিরসন হবে বলে আশা করা যায়।
- সমিতি গঠনের সময় কমপক্ষে ২০ জন সদস্য রাখা হয়। পরবর্তীতে সদস্য সংখ্যা না বাড়িয়েও বহু সদস্য দেখানো হয়। প্রকৃত পক্ষে তারা সদস্য নন। এতে সমবায়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেখানো গেলেও সমবায়ের মহিমা দেখানো যায় না। সমবায়ের সামাজিক প্রভাব ও গণমানুষের উন্নত জীবন গড়ায় পরিবেশ সৃষ্টি হয় না।
- মাঠ পর্যায়ে ভাল সমিতিগুলোর বাস্তবধর্মী কিছু উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে অনেক সমস্যাও রয়েছে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট এটা তারা উপস্থাপন করেন না। আমরা যা করতে পারি তা হলো ভাল সমিতিগুলো কী চায়, কীভাবে চায় তা সমন্বিত করে সমাধান দেয়ার পরিকল্পনা তৈরী করা।
- প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি সফল ও সামর্থবান সমবায় সমিতি চিহ্নিত থাকবে। এই সমিতি এলাকার একাধিক সম্ভবনাময় সমিতিকে চাহিদাভিত্তিক সহায়তা প্রদান করবে। এতে সমবায়ভিত্তিক সমাজ গঠন যেমন সহজ হবে, তেমনি উন্নয়ন টেকসই হবে। সমবায় বিভাগকে এধরনের কাজকে এগিয়ে নিতে অর্থবহ পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।
- সমবায়ের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ বহু সমিতি তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমবায় বিভাগ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে উপজেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ। 'জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন' সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। এর মহিমায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, সেবা সহজীকরণ ও মেন্টরিং এর মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।
- আমি মনে করি সমবায় সংশ্লিষ্ট কার কী কাজ সেটা যেমন চিহ্নিত থাকে, তেমনি সেই কাজের ফলাফলও থাকবে। কাজটি করলাম কিনা, কী করলাম তা অবশ্যই জানাতে হবে। সবমিলিয়ে সেই কাজটির মধ্যে কী সমস্যা ছিল, বিদ্যমান ও উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে কী করা প্রয়োজন তা বছর ভিত্তিক সুপারিশ মালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যারা ভালভাবে পোস্টিং এর জন্য তদবির করে পদস্থ হন তারা কি করছেন, তাদের দক্ষতা- যোগ্যতা-নিষ্ঠা কতটুকু, সমবায় ও সমাজ বান্ধব কাজে কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে, সমবায়ীদের সুপারিশ, বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে তাদের ভূমিকা কী ইত্যাদি যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিশেষে বলতে পারি সমবায়ের সমাজবদ্ধতা ও সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নে অগ্রগতি দেখা না গেলে আমাদের গৃহিত সকল কর্মপরিকল্পনা নিস্ফল প্রমাণিত হবে। তাই সমাজ বিশ্লেষণ ও সমবায়ীরা কী চান, কীভাবে চান তার আলোকে আমরা বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা সাজাবো। সার্বিক সমন্বয় থাকবে, প্রশাসন হবে নিরপেক্ষ, নেতৃত্ব হবে সমবায়ীদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ সৃষ্টির মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায় 'সমবায়ের যাদু স্পর্শে' বাংলাদেশের সকল প্রান্ত সম্মোহিত করা সম্ভব। সমবায়ের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের সবখানে-এই প্রত্যাশা রইল।

অজয় কুমার সাহা
যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সমবায় অধিদপ্তর

দেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ব্রান্ডিং, বাজারজাত ও প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর ধারাবাহিকতায় সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা-২০১৮ এ সমবায় অধিদপ্তর তৃতীয়বারের মতো অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মাফরূহা সুলতানা। এ মেলায় সমবায়ীদের উৎপাদিত হস্ত ও চামড়া শিল্পজাত পণ্য, পাটের তৈরী ব্যাগ, শোপিচ, মাটির তৈরি আকর্ষনীয় তৈজসপত্র, তৈরী পোষাক, খাদ্য দ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

বিগত ১৪ আগষ্ট ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। এ সময় মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকীতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের জাতীয় শোক দিবস পালন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব এস.এম. গোলাম ফারুক এর নেতৃত্বে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ ধানমন্ডি ৩২ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন

প্রতিটি ঘরে আলো জ্বালাতে চাই।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

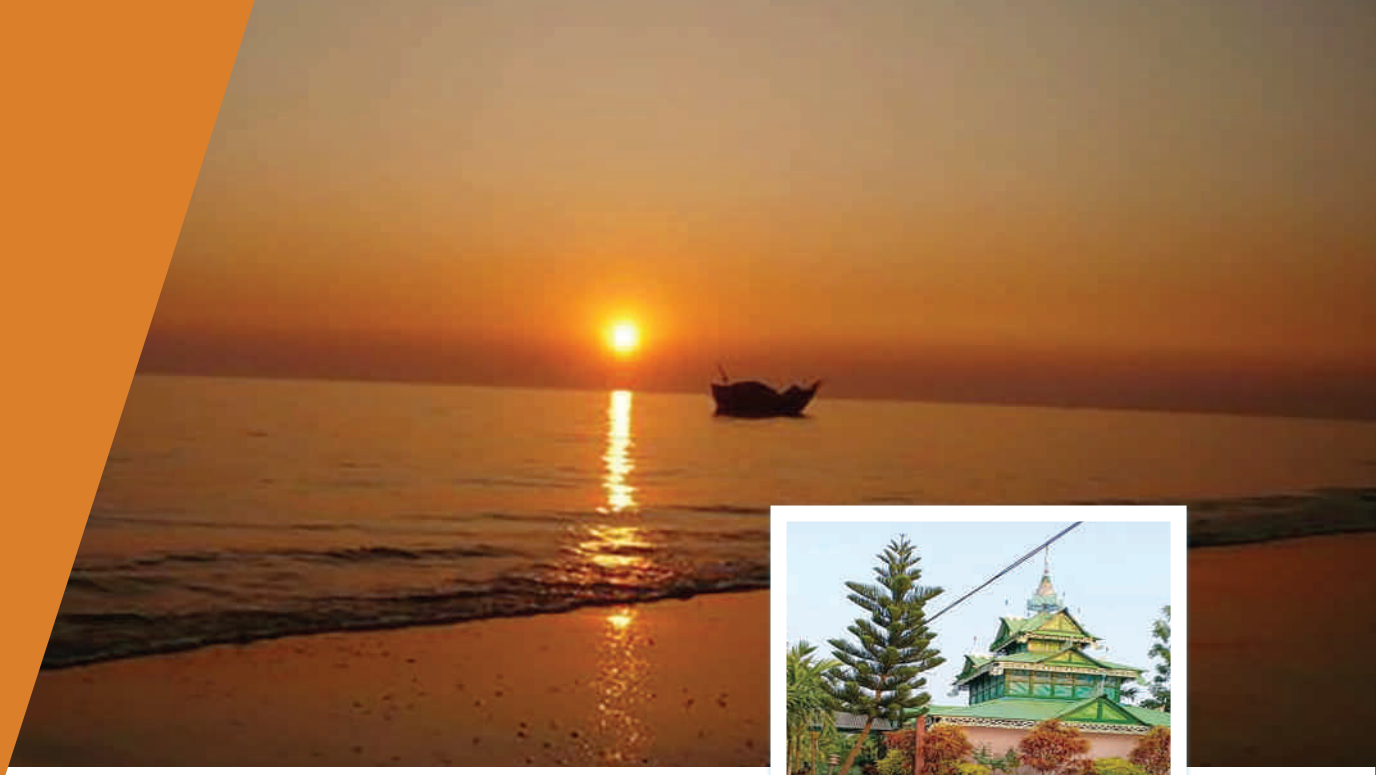

নৃ-তাত্ত্বিকের চিঠি

মোঃ জিল্লুর রহমান

কুয়াকাটা রাখাইন মন্দির

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অধীন সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নৃ-তাত্ত্বিক কম্পোনেন্ট এর কাজে সমতলের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় আমার বিচরণের সময়কাল এক বছরেরও বেশি হল। খুবকাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেছি নৃ-তাত্ত্বিক জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিরন্তর বয়ে যাওয়া স্রোতরাশি।

প্রকল্পের কাজে সর্বপ্রথম অক্টোবর, ২০১৭ এ মধুপুর, টাংগাইলে গারো সম্প্রদায়ের সাথে মত বিনিময় করি, বলা যায় নিবিড় এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সূচনা হয়। পূর্বাকাশে ঊষার আলো ফোটার আগে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে যখন মধুপুর উপজেলায় পৌঁছি তখন সকালের সূর্য অনেক উপরে এসেছে। উপজেলা শহর থেকে গারো পাহাড়ের সবুজ বনানীর মধ্যদিয়ে পৌঁছালাম ভুটিয়াগ্রামে। গ্রামীণ রাস্তার দুধারে গারো মেয়েরা পাহাড়ি ফুলে সেজে নেচে গেয়ে আমাদেরকে বরণকরে নিল।

প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে তাদের সাথে অনেক কথা হল। তাদের নেত্রীর নাম সুলেখা। শোনালেন গারো জীবনে বয়েচলা হাসি-কান্না আর জীবন সংগ্রামের কথা। বিষন্ন জীবনে সুখের অন্বেষণে অনেক প্রত্যাশার কথা আমাদের কাছে বললেন। সে বলেছিল আমরা পাহাড়ের মানুষ। তাই পাহাড়ের ঘাসফুল আর লতাপাতায় আপনাকে বরণ করেছি। আমাদের জীবনে শুধু সংগ্রাম আর কষ্ট। পিঁপড়ার মত আমরা ক্ষুদ্র, জীবনের গতিও পিঁপড়ার মত। আপনারা কি পিঁপড়ার ভাষা বুঝবেন?

সকাল পেরিয়ে দ্বিপ্রহর, সূর্যের তেজের রুক্ষতা। ভুটিয়ার গারো গ্রাম থেকে বিদায়ের পালা। তাদের কাছথেকে বিদায় নিয়ে যখন ফিরলাম তখন মনে হল, দ্বিপ্রহরের সূর্যের মত রুক্ষতা তাদের জীবনকে আবিষ্ট করে আছে।

সিলেটের জাফলং এর খাসিয়া নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। নৃতাত্ত্বিক সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য অক্টোবর, ২০১৭ এর ১৯ তারিখ সময় নির্ধারণ করলাম। নির্ধারিত তারিখে গোয়াইনঘাট, সিলেটে পৌঁছে বনের ভিতর সরু রাস্তায় হোন্ডায় চড়ে যখন জাফলং এর সংগ্রাম পুন্জিতে পৌছালাম, ততক্ষণে খাসিয়া পুন্জিটি লোক সমাগমে ভরপুর। মেঘ পাহাড়ের লুকোচুরির অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মিলন মোহনায় পুন্জিটি অবস্থিত। মতবিনিময়ের শুরুতে পরিচয় হয় লামিনের সাথে। ২৪/২৫ বছরের শিক্ষিত পাহাড়ি ছেলে। ছিমছাম ফুরফুরে মেজাজের। লামিন জানাল উপস্থিত সকলেই বাংলা বলতে ও বুঝতে পারেনা। লামিন দোভাষীর ভূমিকা পালন করল। কয়েকশ খাসিয়া নারী-পুরুষ আর শিশুদের উপস্থিতি সত্যিই মনে রাখার মত। সভাস্থলে আটপৌরে খাসিয়া মেয়েদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বেশভূষা সৌন্দর্যের আভা ছড়িয়েছিল চোখ জুড়ানো নান্দনিকতায়। আর সব কিছুর অনুঘটক ছিল লামিন।

সভা শেষ। মেঘ-পাহাড় আর নদীকে পিছনে রেখে বনের ভিতর দিয়ে আলো-ছায়ার মিতালিতে গোয়াইনঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। না জানিয়েই পিছু পিছু আসল লামিন। কিছু দূর এসে লামিনকে বললাম, লামিন, এখন তবে আসি? লামিন 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস' নিয়ে বলল, স্যার শুনেছি আপনাদের প্রকল্পে ফ্যাসিলিটেটর পদে লোক নিয়োগ করা হবে। আমি কি আবেদন করব, স্যার?

বুঝলাম প্রকল্পে তো লামিনকেই দরকার। বললাম, আবেদন করেন, দেখা যাক। তারপর আর লামিনের সাথে যোগাযোগ নেই। পরীক্ষার পরদিন লামিনের ফোন। স্যার, আপনার সাথে একটু দেখা করতে চাই। বললাম, লামিন, আপনার পরীক্ষার রেজাল্ট কি? লামিনের হতাস কণ্ঠে ফলাফল ভাল না হওয়ার বার্তা। লামিনের কষ্টটা ছুঁয়ে গেল নিজেকেও। কষ্ট থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য বললাম, লামিন, পরে আসলে হয়না?

লামিন বলল, স্যার, আপনি যেটা ভাল মনে করেন। তবে দেখা হলে ভাল লাগবে।

ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ যেদিন গড়তে পারবো সেদিনই নিজেকে সফল মনে করবো।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

ভাবলাম, দিনটা হোক লামিনের। বললাম, চলে আসবেন লামিন, অপেক্ষায় থাকব। পরদিন আমার অফিসে আসল লামিন। মেঘের দেশে থাকা লামিনের চোখে মেঘের আনাগোনা। হাতে একটি প্যাকেট। লামিন বলল, স্যার, আপনার জন্য পাহাড় থেকে কয়েকটি কমলা নিয়ে এসেছি।

চাকরিটা ওর খুব প্রয়োজন ছিল। বিষন্নতায় লামিন বেশি কিছু বলতে পারেনি। আসলে লামিন ছিল অযত্ন-অবহেলায় পথের ধারে পড়ে থাকা পাহাড়ি ফুলের মত। মেঘের দেশে থাকা লামিনদের জীবনে শুধুই মেঘের আনাগোনা। ভাবলাম 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের এই কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে লামিনদের জীবনে কি এক ফালি রোদ আনা যাবে! একফালি রোদে কিছুটা উষ্ণতা নিশ্চয় ওদের জীবনে আসবে। লামিনের হাত থেকে ভালবাসার কমলার প্যাকেটটি নিলাম। চারদিকের বাতাসে তখন মুগ্ধতা ছড়িয়েছে। লামিনকে বললাম, আপনি আছেন আমাদের সাথে। পরক্ষণেই মনে হল, লামিনদের তো সবই আছে, শুধু নেই বাঁশির সুর। তাই কথাটির সুর বদলে বললাম, লামিন, আমরা আছি আপনাদের সাথে। কথা বাড়তে বাড়তে কখন যেন লামিনের চোখে জমতে শুরু করেছে মেঘ। মেঘ ভেঙে বৃষ্টি ঝরার আগেই বললাম, লামিন, আবার দেখা হবে। এখন শুধুই অপেক্ষা।

২৫ এপ্রিল, ২০১৮ শেরপুরের নালিতাবাড়ি ও ঝিনাইগাতি উপজেলায় নৃতাত্ত্বিক কম্পোনেন্টের মোটিভেশনাল কোর্সে উপস্থিত হলাম। নৃতাত্ত্বিক জনগণ জেনেছে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের এ কম্পোনেন্টটি শুধু তাদের জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার উন্নয়নের জন্য এ কম্পোনেন্ট গ্রহণ করায় তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান এবং সুযোগ হলে তাদের এ অনুভূতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। তাদের নেত্রী নুহেলী যখন কথাগুলো বলছিলেন তখন তাঁর দুচোখে দেখেছি আনন্দ আর আবেগাশ্রু। নুহেলীর কথা শুনে মনে হলো স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজিতে জাতিসংঘ বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কথা বলেছে। যার মূল কথা 'লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড'। কাউকে পিছনে ফেলে রাখা চলবে না। প্রকল্পটি বঞ্চিত মানুষদের পিছন থেকে সামনে নিয়ে আসার জন্য কাজ করছে।

সেদিন শেরপুরের আকাশে কাল মেঘের ঘনঘটা ছিল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মেঘ কেটে ঝলমলে সোনালি রোদ দেখা দিল। হয়ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনে মেঘ সরিয়ে এক ফালি রোদ এনে দেয়া যাবে।

৬ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রি. শারদ প্রভাতে ঢাকা থেকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখার জন্য কুয়াকাটায় রওনা হলাম। কুয়াকাটায় রাখাইন মন্দিরে সূর্যমুখী ও গোলাপ সমিতির নৃ-তাত্ত্বিক সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ও মত বিনিময় সভায় মিলিত হলাম। শুনলাম রাখাইন জীবনের নানা কথা।

অধিকাংশ উপকারভোগীরা জানালেন ঋণের সামান্য টাকা তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়। তারা ঋণের পরিমান বাড়ানোর দাবি জানালেন। তারপরও নৃ-তাত্ত্বিক জনগেষ্ঠীর জন্য এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের জন্য তারা সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুল করলেন না।

মতবিনিময় সভা শেষে রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী গোলপাতায় মোড়ানো পিঠাদিয়ে তাঁরা আমাদেরকে আপ্যায়ন করলেন। পিঠা শুধু ঐতিহ্যবাহী নয় স্বাদেও চমৎকার।

নদী বিধৌত সমতল আর দিগন্ত রাঙানো সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের অতুলনীয় সৌন্দর্যে পটুয়াখালীর জনপদ ও কুয়াকাটা এক অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আধার। একটি পানির কুয়ার নামেই কুয়াকাটা। কুয়াটি রাখাইন পল্লীতে একটি রাখাইন মন্দিরের পাশে অবস্থিত। একজন রাখাইন সদস্য আমাদেরকে রাখাইন পল্লী দেখাচ্ছিলেন।

সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের দিগন্ত রাঙানো সৌন্দর্যের মত রাখাইন জীবন রঙিন নয়। বরং মেঘে ঢাকা জীবনে একফালি রোদের জন্য তাদের অপেক্ষা।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রায় ডেল্টা পরিকল্পনায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী যেন এ অভিযাত্রা থেকে পিছিয়ে না থাকে। নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিও আজ হুমকির মুখে। মানব জগতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। আজ পৃথিবীতে প্রতি ১৫ দিনে ১টি করে ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের ৩০-৪০ টি নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখা যাবে তাদের ভাষা সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হওয়ার হুমকির মুখে। রাষ্ট্র ও বৃহত্তর সমাজের সচেতনতা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা সম্ভব হবে। 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকেল্পর আওতায় সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন" কম্পোনেন্টের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জীবনের কিছুটা হলেও সমৃদ্ধি ও তাদের স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা সম্ভব হবে।

মোঃ জিল্লুর রহমান
উপ প্রকল্প পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন কম্পোনেন্ট সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

নালিতাবাড়ী, শেরপুরে মতবিনিময় সভা

গোয়াইনঘাট (জাফলং) এ মতবিনিময় সভা

আমাদের উন্নয়ন ভাবনা : প্রেক্ষিত ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস

হরিদাস ঠাকুর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। এ দর্শনের প্রতিফলন দেখতে পাই যখন ১৯৭২ সালে মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর আবেগে বলেন ''আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ জন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।'' এই সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি সমবায়কে বাহন ও হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারি চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন- 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।'

২৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সারাদেশব্যাপী সারম্ভরে পালিত হতে যাচ্ছে ৪৭ তম জাতীয় সমবায় দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে– সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি। প্রতিপাদ্যটি সময় উপযোগী ও বাস্তবতার নিরিখে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রত্যয়। 'মূলতঃ সমবায় হচ্ছে একটি আদর্শ ও চেতনার নাম যেখানে আদর্শিকভাবে সমমানসিকতার লোকজন একত্রিত হয়ে কাজ করে।' সমবায়ের মূল কথা হচ্ছে ''দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ''। সম্পদ ব্যবস্থাপনাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় 'সমবায় হচ্ছে অর্থনীতির ভাষায় পাঁচটি মূলধন (১) অর্থনৈতিক মূলধন; (২) মানবীয় মূলধন; (৩) সামাজিক মূলধন; (৪) প্রাকৃতিক মূলধন এবং (৫) ভৌত মূলধন। এর সঠিক ব্যবহারের হাতিয়ার। টেকসই সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রত্যয় বা দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পাঁচটি মুলধনকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমবায় ভিত্তিক সমাজ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সমিতি ব্যবস্থাপনা ও কর্মী ব্যবস্থাপনায় এবং সার্বিক কর্মপ্রবাহে আনতে হবে গুণগত পরিবর্তন। এক্ষেত্রে কতিপয় প্রস্তাবনা আমরা নিম্নোক্তভাবে পেশ করতে পারি-

১. ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা নিশ্চিতকরণ : সমবায় সমিতি একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আর সমবায় নেতৃত্ব হচ্ছে সেই আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চালিকাশক্তি যা প্রতিষ্ঠানের ও সদস্যদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে। নেতা সদস্যদের সকল আবেগ ও আশ্লেষকে ধারণ করেন। নেতা জানেন 'স্বপ্ন হচ্ছে একটি রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো যা আমাদের জীবনকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।' সমবায় সমিতির আদর্শ, কর্মনিষ্ঠ ও কর্মঘনিষ্ঠ নেতৃত্ব সমবায় সমিতিকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে যায় যেখানে সমিতির স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে সদস্যদের জীবনের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনকে টেকসই ও গতিশীল করতে হলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের আবশ্যিকভাবে সমবায় বিভাগ থেকে ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর ফলে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব আসবে।

২. সমবায় সমিতির স্টাফদের পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ : সমবায় সমিতি বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম ক্ষেত্র হতে পারে। সমবায় সমিতিতে নানান ধরনের কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ-আনুষঙ্গিক) রয়েছে। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান (বেতনভোগী) সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এসব সমিতির প্রত্যক্ষ বেতনভোগী স্টাফদের যদি পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা যায় এবং সমবায় সমিতিতে চাকুরি করার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে যদি 'তিন মাসের একটি সমবায় ডিপ্লোমা কোর্স' করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তবে সমবায় সমিতির হিসাব সংরক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজে শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা আসবে এবং সমবায় একটি পেশা হিসেবে পরিগণিত হবে। এর ফলে স্টাফদের চাকুরির নিশ্চয়তা যেমন আসবে, তেমনি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণের গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন আসবে। ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এ ধরনের প্রক্রিয়া রয়েছে মর্মে জানা যায়।

৩. সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ :
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান টিকতে পারে না। উল্লেখ্য যে, উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞানুসারে প্রাতিষ্ঠানিকীরণ বা Institutionalization হলো : Making part of a structured and usually well-established system. অন্যভাবে বলা যায় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হলো এমন একটি ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতি যেখানে একটি প্রাতিষ্ঠান তার দীর্ঘমেয়াদের কাজের জন্য একটি আদর্শ মানদণ্ড অর্জন করে থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্বের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অপরিহার্য একটি উপাদান। অভিজ্ঞতার আলোকে সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বলতে আমরা সাধারণতঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণ বুঝতে পারি :

১. সমিতির সুনাম (Good Will) /সদস্য ও জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা/আস্থা/সামাজিক কর্মকান্ড।
২. বিধিবদ্ধ কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন।
৩. সমিতির নিজস্ব শ্লোগান/সমিতির সাইনবোর্ড/সীল মোহর/ লোগো/সদস্যদের আইডি কার্ড/সমবায় পতাকা/জাতীয় পতাকা।
৪. সমিতির পরিকল্পনা দলিল।
৫. সমিতির প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

আমার জীবনের লক্ষ্য একটিই- বাংলার মানুষের উন্নয়ন।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

৬. স্থায়ী সম্পদ অর্জন (জমি, যানবাহন ইত্যাদি)।
৭. নিজস্ব অবকাঠামো তৈরী/স্থাপন (দালানকোঠা ইত্যাদি)।
৮. নিজস্ব অফিস ঘর স্থাপন।
৯. নিজস্ব ব্রান্ড/ নিজস্ব উদ্যোগ/সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রাপ্তি।
১০. সমিতির সদস্যদের জন্য আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড/ কর্মসূচি।
১১. দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী।
১২. আধুনিক প্রযুক্তি তথা আইসিটির উপযোগী ব্যবহার;
১৩. সচেতন সদস্যবৃন্দ ও সদস্যদের ঐক্য।
১৪. কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule) ও প্রণোদনা নীতিমালা।
১৫. আইন সম্মত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কাজ। এবং
১৬. সমিতির সদস্য ও স্টাফদের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Member Development and Staff Development Program).

৪. সমবায় সমিতির নামে আর্থিক প্রতারণা প্রতিরোধ : এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে সমবায় সমিতির নাম করে বিভিন্ন অসাধু সমবায়ী ও অসমবায়ী সাধারণ জনগণের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে চলেছে। এটি সমবায় আন্দোলনের জন্য একটি মারাত্মক ক্ষত। অতীতে এসব প্রতারণা ও আত্মসাতের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না করায় জনগণের কাছে সমবায় বিভাগের ভাবমূর্তির সংকট সৃষ্টি করেছে সমবায়ের নামের এ আর্থিক প্রতারণা। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লার পক্ষ থেকে 'Recent Debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measure' শীর্ষক একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। গবেষণাকালে অদ্ভুত কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যান্য অনেক কারণের সাথে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করলেও ঢালাওভাবে সমবায় সমিতির উপরই দুর্নামের রেশ এসে পড়ে। জনগণ তথা সমবায়ীরা অতি লোভের কারণে সমবায়/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা করেছে সমবায় বিভাগের সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়াই। আবার অর্থ আটকে গেলে তারা সমবায় বিভাগের ওপর দায় চাপিয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। শতবর্ষের প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি একটি মারাত্মক ব্যর্থতা। উক্ত গবেষণাকর্মে সমবায় সমিতির নামে আর্থিক প্রতারণা প্রতিরোধে বেশকিছু পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় সুপারিশ হলো-

ক্র : নং	আর্থিক প্রতারণার বিষয়ে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ	কারণ	করণীয় পদক্ষেপ	সময়সীমা	দায়-দায়িত্ব
১	সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব	উপযোগী নীতি ও পরিকল্পনার ঘাটতি	সময় ও চাহিদা উপযোগী নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন	দীর্ঘ মেয়াদী	সরকার, মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তর
		সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রণোদনার অভাব	সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকারসহ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রণোদনা নীতিমালা।	মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী	সরকার, মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তর
		সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কমিটমেন্ট এর ঘাটতি	সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কমিটমেন্ট এর পরিবেশ সৃষ্টি করা	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সরকার, মন্ত্রণালয় ও সমবায় অধিদপ্তর
২	সমবায় সমিতির কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব	সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব	সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৩	সমবায় সমিতির কার্যক্রমে মনিটরিং সিস্টেমের দুর্বলতা	সঠিকভাবে সমবায় সমিতির কার্যক্রম মনিটরিং না করা	সঠিক মনিটরিং পদ্ধতির উদ্ভাবন ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৪	সমবায়ীদের সাথে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কার্যকর দূরত্ব	সমবায়ীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণের ঘাটতি	যথাযথ গাইডলাইন প্রণয়নসহ সমবায়ী-সমবায় বিভাগের কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে দূরত্ব দূর করা।	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৫	চাহিদা উপযোগী প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা	সময় ও চাহিদা উপযোগী এবং সমন্বিত প্রশিক্ষণ নীতিমালার ঘাটতি ও প্রশিক্ষণোত্তর ফলোআপের অভাব	সময় ও চাহিদা উপযোগী প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
৬	সমবায় সমিতি ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব	সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতির নীতি ও বাস্তবায়নের ঘাটতি/ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব	সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবান/স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিতকরণ	স্বল্প-মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী	সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায় সমিতিসমূহ
	সূত্রঃ Recent Debacle of Cooperative Societies in Bangladesh: Realities, Causes and Measures; Bangladesh Cooperative Academy, Kotbari, Cumilla;2018				

৫. নতুন নতুন সেক্টরে সমবায়কে সম্পৃক্তকরণ : সমবায় এমন একটি চেতনাগত ও আদর্শ যা সকল কর্মযজ্ঞে ব্যবহৃত হতে পারে সার্থকভাবে। সমবায় অধিদপ্তরও বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে পারে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত হচ্ছে উন্নয়নকামী বাংলাদেশের সামনে। ক্ষুদ্র ঋণের গণ্ডি থেকে বের করে এনে সমবায়কে আমরা নব নব সেক্টরে বিকশিত করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গার্মেন্টস সেক্টর (কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের দেখাশোনা/একসেসরিজ সাপ্লাই/.....), আইসিটি সেক্টর; উৎপাদন সেক্টর (ড্রাগন উৎপাদন/ টার্কি উৎপাদন/সোলার এনার্জি উৎপাদন/ বায়োগ্যাস ও জৈব সার উৎপাদন/ বিষমুক্ত সবজি ও ফল উৎপাদন/পাটপণ্য); সার্ভিস সেক্টর (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ইউটিলিটি বিল প্রদান/ প্রবীণদের দেখাশোনা/.....) ইত্যাদি। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন আরও অনেক সম্ভাবনাময় সেক্টর খুঁজে পাওয়া যাবে। নতুন নতুন সেক্টরে সমবায়কে সম্পৃক্ত করতে পারলে সমবায় আন্দোলন নতুন মোমেন্টাম পাবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সমাজ শব্দটির দ্যোতনা অনেক গভীর। সমাজ বিশেষজ্ঞগণ সমাজকে ব্যাখ্যা করেন নানাভাবে। সমবায় চেতনাকে সম্পৃক্ত করে সমাজের পূর্ণরূপ হিসেবে তাঁরা বলেন-সমাজ মানে 'সম্মিলিত মানুষের জয়যাত্রা';' 'সভ্য মানুষের জন্য' 'সম্মিলিত মানুষের জয়গান' এবং 'সম্প্রীতির মাধুর্য্যময় জগত'। সমবায় ভিত্তিক সমাজ আমাদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে সমবায়কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বে দাঁড় করাতে হবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে একে একটি পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ, সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন ও টেকসই উন্নয়ন ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমবায়কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন ও পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

হরিদাস ঠাকুর
অধ্যক্ষ (উপ-নিবন্ধক)
আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী।

৬ মহাকাশে আজ বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে, এই গৌরব দেশের ১৬ কোটি মানুষের।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

খোন্দকার হুমায়ূন কবীর

সাম্প্রতিক সময়ে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি পৃথিবীব্যাপী ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, এমডিজি) লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করার পর এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এমডিজি) অর্জনে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এমডিজির ৮টি লক্ষ্য- ১) চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি ২) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ৩) লিঙ্গ সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন ৪) শিশু মৃত্যুর হার কমানো ৫) মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৬) এইচআইভি ও এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ঘাতকব্যাধি দমন ৭) পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ ৮) সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা; অর্জনে বাংলাদেশের সফলতা পৃথিবীব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এই সফলতা অর্জনের সূত্র ধরেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সফলতার ব্যাপারে বাংলাদেশ দারুণভাবে আশাবাদী। আর এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো- ১) দারিদ্র্য বিমোচন ২) ক্ষুধা মুক্তি ৩) সুস্বাস্থ্য ৪) মানসম্মত শিক্ষা ৫) লিঙ্গ সমতা ৬) সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ৭) নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী ৮) কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি ৯) উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো ১০) বৈষম্য হ্রাস ১১) টেকসই নগর ও সম্প্রদায় ১২) সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ১৩) জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ ১৪) টেকসই মহাসাগর ১৫) ভূমির টেকসই ব্যবহার ১৬) শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ১৭) টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

উপরে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ৮নং ক্রমিকে উল্লিখিত লক্ষ্য ''কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিকে'' আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলা যায়, সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল এবং উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।

এসডিজির ৮নং ক্রমিকে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বছরে ৭০০০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী।

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ হচ্ছে সে সব প্রশিক্ষণ, যেগুলো গ্রহণ করে প্রশিক্ষণার্থীরা

> বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে গেছে এবং এগিয়ে যাবে।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

এমন সব কার্যক্রম করতে সক্ষম হবে যেগুলো তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ ধরণের প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে- ১) কম্পিউটার ও আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন ২) ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং ৩) মোবাইল সার্ভিসিং ৪) ব্লক বাটিক ৫) ক্রিস্টাল শো-পিচ ৬) টেইলারিং ৭) মাশরুম চাষ ৮) মৌমাছি চাষ, ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণ করার পরে স্বকর্মসংস্থানের জন্য সমবায়ীরা কী পরিমাণ উপকৃত হয় তা বুঝার জন্য একটি গবেষণা প্রতিবেদনের চিত্র দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রকাশিত ''Training Needs Analysis for Co-operators'' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমবায়ীদের আয়ের সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলাফলে দেখা যায়- ১৭ শতাংশ মানুষের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত, ৪৫ শতাংশ মানুষের ১০০০০ টাকা পর্যন্ত, ১৫ শতাংশ মানুষের ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত, ৯ শতাংশ মানুষের ২০০০০ টাকা পর্যন্ত, ৩ শতাংশ মানুষের ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত, ৪ শতাংশ মানুষের ৩০০০০ টাকার উপরে আয় বেড়েছে। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আত্মবিশ্বাস তৈরী এবং বিনিয়োগের প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে দশটি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে একদিকে যেমন বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, তেমনি সমবায়ীদের জন্যও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অবশ্য সমবায়ীদের জন্য দুই ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। একটি হলো- সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্য আইন কানুন, হিসাবাদি সংক্রান্ত, অপরটি হলো আত্ম-কর্মসংস্থানের উপযোগী আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ।

টেকসই উন্নয়নের জন্য যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে, তার ৮ নং ক্রমিকে উল্লিখিত লক্ষ্য হলো- কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এ কথা সত্যি- কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আর দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মানুষ তার ভেতরের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ পান। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহা দারুণভাবে বেড়ে যায়।

যেহেতু বর্তমান সরকার দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সচেষ্ট এবং সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায়ীদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হচ্ছে সেহেতু সময়ের সাথে সাথে প্রশিক্ষণ প্রদানের আওতাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পূর্বে উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে– প্রচলিত বিষয়ের বাইরে সমবায়ীগণ আরও কিছু বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এ বিষয়গুলো হলো– ১. নকশী কাঁথা, ২. বেত ও বাঁশের কাজ, ৩. মৎস্য চাষ, ৪. গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ, ৫. বায়োগ্যাস উৎপাদন, ৬. ইংরেজী ভাষা শিক্ষা, ৭. এমব্রয়ডারি ৮) বিউটি পার্লার ৯) এ্যাডভান্স কম্পিউটার ১০) ক্যাটারিং ১১) ফ্রি-ল্যান্সিং এন্ড আউট সোর্সিং ১২) রিফ্রেসার্স কোর্স ইত্যাদি।

জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়।

সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান, বাজার সুবিধা, কাঁচামালের সরবরাহ, মজুরী শ্রমিকের সহজ প্রাপ্যতা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। একইসাথে বর্তমানে প্রচলিত কোর্সের মেয়াদও (৫দিন/১০দিন) ক্ষেত্র বিশেষে ১০দিন থেকে ৩০দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান সরকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে স্বকর্মসংস্থানের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে চায়। তাই কর্মসংস্থানের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়ার প্রতিও নজর দেয়া প্রয়োজন। এসব সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে- ক) ঋণ ও অনুদান প্রদান খ) প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর উপকরণ সরবরাহ গ) বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন ঘ) মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকে সমবায়ীদের ঋণ সুবিধা দেয়ার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা যায়। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণের উৎস হিসেবে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনা করার সুপারিশ করা হলো- ১) সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে ''উদ্যোক্তা ঋণ প্রকল্প'' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে ২) সমবায় অধিদপ্তরের সিডিএফ থেকে ঋণ বা অনুদান সুবিধা দেয়া যেতে পারে ৩) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ থেকে সংশ্লিষ্ট সমিতি/সমবায়ীদের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করা যেতে পারে।

এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমবায়ীদের মাঝে প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানো যায় এমন উপকরণ যেমন সেলাই মেশিন, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং টুল বক্স ইত্যাদি সরবরাহ করা।

পূর্বে উল্লিখিত বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে - প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমবায়ীরা বলেছেন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা পণ্য উৎপাদনে সমর্থ হয়েছেন কিন্তু স্থানীয় বাজারে সেগুলো বিক্রি করতে পারছেন না কিংবা পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বাজার সংযোগের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সমবায় অধিদপ্তরে বিদ্যমান সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম অথবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে নতুন কোন কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করে সমবায়ীদের এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

সমবায় অধিদপ্তর তথা সরকারের প্রতিটি সংস্থা টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে জনগণকে উপকারভোগী বিবেচনা না করে সরকারের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। জনগণের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়নের এই গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০১৮ সালে জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য-

"সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি
টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি"

নির্ধারন করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

খোন্দকার হুমায়ুন কবীর
অধ্যক্ষ (উপনিবন্ধক),
আঞ্চলিক সমবায়
ইনস্টিটিউট, রংপুর।

৬ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

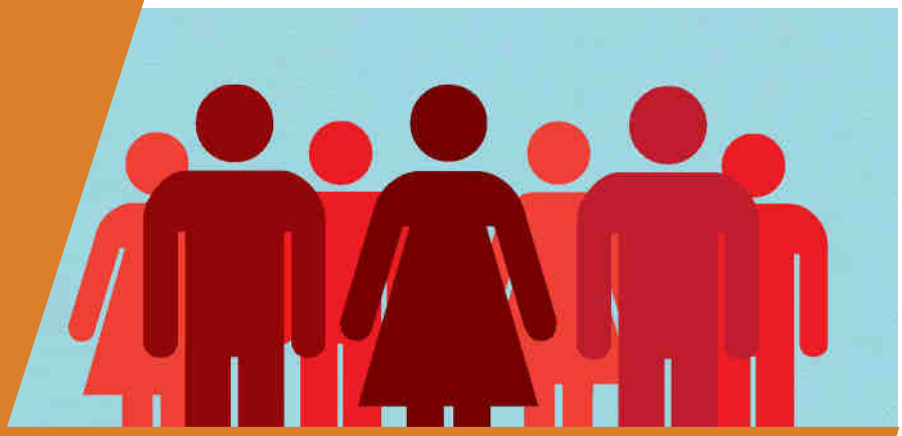

সংখ্যায় শক্তি একতায় বল

আফতাব হোসেন

সংখ্যায় রয়েছে শক্তি। সংখ্যায় বাড়লে আমরা শক্তি, আমরা বল। আমরা তখন সমবায়। নইলে আমরা দুর্বল। সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি উন্নয়নেরও। আমরা বলতে পারি উন্নয়নের আরেক নাম সমবায়। গত ৬ জুলাই উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস। আজকের এ দিনটি মনে করিয়ে দিয়ে গেল বিশ্বকে সমবায় আসলে পাড়ার দোকানের চেয়ে, নড়বড়ে গোলমেলে ব্যাংকের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। অনেক বেশি। সমবায় মানে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি। কিছু যোগ হওয়া, বিয়োগ নয়। সমবায়ের একটা মডেল আছে। সেখানে কর্মময় গতিচঞ্চল, একদল লোক আছে যারা কাজ করছে শতটিরও বেশি দেশে।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সারাহ অল্ড্রেড যিনি একজন সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন সক্রিয়তাবাদী চিকিৎসক এবং গবেষক এ তথ্য দিচ্ছেন সম্প্রতি ব্রিটেনের ডেইলি গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায়।

লেখিকা ৩০ বছর আগে ঘটনাক্রমে উন্নয়ন কার্যক্রমে যোগ দেন। কাজটি তাঁকে করতে হয় ভারতে। ঐ কাজের সাথে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্পর্ক ছিল। তিনি ঐ সময়ে গোটা ভারত সফর করছিলেন শ্রমিক-কর্মীদের কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষাদান করতে। সেখানেই তিনি আবিস্কার করেন ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি তাদের মতো করেই ব্যবসা পরিচালনা করছে যার নাম সমবায়।

এই সমবায় চলছে আজ ২০০ বছর ধরে। ২০০ বছর আগে এর সূচনায় সমবায়ের অন্যতম পথিকৃৎ রবার্ট ওয়েন প্রস্তাব করেছিলেন ১৮১৫ সালের সঙ্কট মোকাবেলায় "সমবায় গ্রামমণ্ডল" গড়ার। এ ধারণা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব জুড়ে। সমবায় ধারণাটি নানা আকারে পরিগৃহীত হয়। আজকে বিশ্ব জুড়ে সমবায়ের সদস্য সংখ্যা ১০০ কোটি, যারা ট্রেড ইউনিয়নগুলির চেয়ে সংখ্যায় অনেক-অনেক বেশি। আজ আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চলের সবচেয়ে সচরাচর প্রতিষ্ঠান সমবায়।

অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে ও সকল আকারে সমবায় আজ রয়েছে। ভারতের সাপুড়ে সম্প্রদায়, ইথিওপিয়ার কয়েদি সমাজ রাওয়ান্ডার ট্যাক্সিচালকরা সমবায় গড়েছে। এরা হোল সমবায়ের বিচিত্র নজির।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে বিশেষ করে আফ্রিকায় লক্ষ করা গেছে তারা উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। ওই মহাদেশেও সমবায়ীদের যেমন প্রত্যাশা বিপুল তেমনি ওখানে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ ও ঘটেছে যথারীতি। এর ফলে যথারীতি অনেক সমবায় ব্যর্থ হয়েছে, বেশির ভাগ উন্নয়ন এজেন্সি ওই সব সমবায় বাতিল করে দিয়েছে।

তবে খুশির খবর হল এই যে সমবায় এখন দেশে দেশে আবার উঠে আসতে,জাগতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে আমরা যে খবর পেয়েছি তাতে আমাদের বিশ্বাস সমবায় এমডিজি তথা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করবে ও করতে পারবে। তারা তাদের সদস্যদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা যেমন করতে পারবে তেমনি সমবায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বেশ কিছু উপকারও পৌঁছে দিতে পারবে। উন্নয়ন সম্প্রদায়ও এখন এটার স্বীকৃতি দিচ্ছে । যেমন গেল বছর জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উদযাপন করেছে। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা মনে করে, সমবায় হতে পারে গোটা বিশ্বকে খাদ্য যোগান দেয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাও মনে করছে সমবায়ের মধ্য দিয়ে নানাদেশের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে গড়েপিটে তোলা যায়।

অবশ্য সমবায় বিশ্ব দারিদ্র্যের ও অর্থনৈতিক অবিচারের পুরো সমাধান দিতে না পারলেও কিছু কিছু সমাধান অবশ্যই দিতে সক্ষম। সমবায় যা করতে পারে সেটা হল বিশ্ব পর্যায়ে এক প্রস্থ মূল্যবোধ ও নীতিমালা আছে তার আওতায় কিছু করতে পারে। কারণ এ সব মূল্যবোধ ও নীতিমালা সমবায় আন্দোলনের অঙ্গ।

সমবায় আন্দোলনের দিকে এই যে নতুন করে নজর পড়ছে সে কারণে আবার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জও দেখা দিচ্ছে। সমবায়ের প্রাথমিক ভূমিকা হল নিজ সদস্যদের চাহিদা বা প্রয়োজন মেটানো। বাইরের এজেন্সিগুলি যেমন সরকার ও এনজিওগুলি প্রায়ই সমবায়কে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের হাতিয়ার ধরে নেয়। আবার সমবায়ের হতদরিদ্র শ্রেণি অবধি না পৌঁছানোর জন্য সমালোচনাও করে। আমাদের আবশ্যি মনে রাখতে হবে সমবায়কে সমবায়ই রাখতে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে সমবায় প্রতিষ্ঠান একেকটি মুনাফা উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানও বটে। সে জন্য এটি নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রের সাথে তাদের প্রশাসন ও উদ্যোগ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। সমবায়ের মূল্যবোধ ও নীতিমালা সঙ্গতিময় থাকতে হবে। আইএলও-র ১৩৯ নং সুপারিশে এই নতুন ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্য আন্তর্জাতিক প্রমিতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সরকার, সমবায় ও শ্রম ইউনিয়নগুলির ভূমিকা কি হবে তার সংজ্ঞাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আর এ সবের মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে সমবায় মূল্যবোধ ও নীতিমালা।

অনেক সমবায় আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ

> সততা, দেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশের জন্য কাজ করি।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

মোকাবেলা করছে, সেটা হল সমবায়ের ওপর সরকারের বিধিবিধান ও নিয়ামক নিয়ন্ত্রণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অন্যান্য বেসরকারি সংগঠনের তুলনায় সমবায়কে অনেক বেশি বিধিবিধানের দুর্বহ দায়ভার বহন করতে হচ্ছে। এ জন্য বিপুল অর্থ ও সময় অপচয় হয়। একটি সমবায় প্রতিষ্ঠায় এভাবে বিপুল কাঠখড় পোড়াতে হয়। এটার অবশ্য দরকার পড়ে সমবায়ের সদস্যরা যাতে প্রতিষ্ঠানের ওপর তাদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, স্বশাসন, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাসদস্যত্ব বজায় রাখতে পারেন সেজন্য। এ জন্য রয়েছে এক এলাহি পরিবেশগত আয়োজন।

সমবায়ের সাথে কাজ করে এমন বহু সংস্থা হয় সমবায়ের সুনির্দিষ্ট প্রশাসন স্বীকার করে না, নয় বোঝে না। সমবায়ের ইতিহাস জানে না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়েই বলা যায় যে ফেয়ার ট্রেড বা ন্যায় বাণিজ্যের জন্য কতৃপক্ষীয় সার্টিফিকেট পেতে হলে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়। আর এমন কাজটি করতে গিয়ে সমবায়কে আনুষ্ঠানিকতার বহর বলে মনে করা হয়। এটা যে এতো শ্রম ও সময়সাধ্য ব্যাপার সেটা আমলে নেওয়া হয় না। এটাকে দূর করা হয় না। সিন্দবাদের কানা দৈত্যের মত ঘাড়ে চেপেই আছে।

এই সমস্যার জটাজুট থেকে সমবায়কে বের করে আনা দরকার। সমবায়কে আইনের জটিলতামুক্ত করতে এ আইনের আগাগোড়া সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তা আদৌ বলার অপেক্ষা রাখে না। সমবায়ের সুলভ, কার্যকর, আধুনিক সংস্করণ এখন যুগের দাবি।

সমবায়ে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বারংবার বলা হলেও সে কাজ আজও অসমাপ্ত। সমবায়ের জন্মস্থল ইংল্যান্ডেও সমবায় শিক্ষার জন্য সমবায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার এমন একটি কলেজ স্থাপন করেছেন, বিলম্বে হলেও শুভ প্রয়াস।

কয়েক বছর আগে অক্সফ্যাম নামে এক এনজিও-র অংশীদারিত্বে সমবায়ের কাজ নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালার লক্ষ্য ছিল সমবায় সম্পর্কিত তথ্যাদি জানার সুযোগ করে দেওয়া, আর উন্নয়নের সাথে সমবায়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা। এই কর্মশালা বেশ সফল হয়। বহু লোক এতে যোগ দিতে আসেন। এনজিওগুলো যারা সমবায় বিষয়ে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ছিল তারা এ থেকে বিশদ জানতে পারে।

আজকের উননত ও উন্নয়নশীল উভয় বিশ্বেই সমবায় উন্নয়নের জন্য সামর্থ তৈরি , প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। আর সেই সাথে সমবায় সংগঠনগুলোর মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়াও খুব জরুরি। এ লক্ষ্যে কয়েকটি বিষয় করার রয়েছে, যেমন–

- শিক্ষা : উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ যেখানেই হোক, সমবায় সদস্য ও কর্মী নির্বিশেষে সবাই সমবায় মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা থেকে উপকৃত হতে পারে।
- আগে থেকে যেসব স্থানীয় সমবায় আন্দোলনের অস্তিত্ব রয়েছে আর এখন যেসব সমবায় চলছে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাদের ইতিহাস ও সমস্যাগুলো জেনে তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। আফ্রিকা মহাদেশে এর সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। দক্ষিণ থেকে শুরু করে পুর্ব আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলে সেখানকার সমবায় কলেজগুলো স্থানীয় সমবায়গুলোর সাথে নিবিড় সহযোগিতায় কাজ করছে।
- নেটওয়ার্কের আওতায় থাকলে সমবায় আরও ভালো কাজ করে। এ কারণে মাধ্যমিক সমবায় নেটওয়ার্ক (ফেডারেশন বা ইউনিয়ন) গড়ে তোলা উৎসাহিত করা দরকার। এটা হলে প্রাথমিক সমবায়গুলির কাজ আরও দক্ষ হয়ে উঠবে।
- এভাবে জাতীয় পর্যায়ে সমবায়ের কাঠামো গড়ে তোলা বা শীর্ষ গড়ে তোলা হলে সেটা সরকারের সাথে দরকষাকষিতে সমবায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।
- একথা ভোলা যাবে না যে, সমবায় এক সাথে দুটি সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে– এক, উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের ও দুই, সমবায় সংগঠনের। সমবায় প্রতিষ্ঠানের এ দুটি দিককে এমনভাবে সমন্বিত হতে হবে যাতে সমবায়ের সুষম বিকাশ ঘটে। কেবলমাত্র একটি মৌলিক সত্তার বিকাশ দিয়ে কোন সমবায় সংগঠনের সাফল্যের মূল্যায়ন পরিপূর্ণ হবে না এ কারণে যে সমবায় কেবল তার সদস্যদের সামাজিক উপকারই যোগায় না অর্থনৈতিক আয়ও যোগায়।
- সমবায়ে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক খুবই মূল্যবান। International Co-operative Alliance (ICA) গোটা বিশ্বে সমবায়ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সমবায়কে সেবা দেয়। আর এই সাথে আরও গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব পর্যায়ে নানা খাতে সমবায়কে সহায়তা করতে প্রতিনিধিত্ব করছে। এরকম দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম হল World Council of Credit Unions আর The International Co-operative and Mutual Insurance Federation.

বলাবাহুল্য, সমবায় আজকের বাণিজ্য যুদ্ধের সংঘাতময় এই দুনিয়ার মুনাফা কাড়াকাড়িতে কার্যত শান্তিরক্ষামূলক রেফারির ভূমিকায় অবতীর্ণ।

আজকের সমবায়ের জন্য জরুরি বার্তা হল আয় বাড়াতে হবে, সাবসিডি নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কেমন করে? দক্ষতা বাড়িয়ে, উদ্ভাবন ক্ষমতা বাড়িয়ে, মাথা খাটিয়ে ন্যায্য ব্যবসা বুদ্ধি বের করে। সমবায়ে নারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। skill বা নৈপুণ্য সমাবেশ ঘটাতে হবে। cost efficient হতে হবে। অপচয় কমাতে হবে। waste বা ছাঁট বা বর্জ্যের দক্ষ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক নেতৃত্ব সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে বের করে আনার mechanism বের করতে হবে। দরকার হলে rating-এর স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। এসবের কোন বিকল্প নেই।

সমবায় সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ধারক, মধ্যপন্থি, উগ্রতাবর্জিত (no place for radicalism) ও ন্যায়ানুগ। এটি সমাজে মূলত স্থিতি রক্ষার জন্য পরিকল্পিত। সমবায়ের ঐতিহাসিক কাজ ছিল transition of an emerging feudal society in danger of emerging radical industrial one. এটা করা হয় ইউরোপ-এ রুশ বলশেভিক বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে। বলার অপেক্ষা রাখে না সমবায়ের নৈতিকতাকে আমরা ইউরোপে মধ্যযুগাবশেষের আহত নৈতিকতা বলতে পারি। আসলে এটি ছিল nascent capital-কে জিইয়ে রাখার সূক্ষ্ম কূটকৌশল। সেই পুঁজিবাদ আজ অতিকায় অপ্রতিরোধ্য দানব, Leviathan, অতি রূঢ় বাস্তবতা হয়ে কার্যত গোটা পৃথিবী গ্রাস করেছে। আমরা এখন সেই অতিরূঢ়তার বাস্তবতার জগতেরই অধিবাসী। আমাদেরকে এখন মৃদু, মাঝারি নৈতিকতা (mild transitional morality) নিয়েই সুমুখ পানে এগিয়ে যেতে হবে নইলে চোখের সামনে খড়্গের মত ক্রমেই আরও ভয়াল হয়ে উঠবে হান্টিংটনের হুঁশিয়ারি : যারা জ্ঞান দখলে নিতে পারবে না, তাদেরকে উন্নত সভ্যতার আজ্ঞাবহ হয়েই থাকতে হবে। মধ্যযুগের পর আবার মানুষ বিবেকের রূঢ়তম প্রতারণার মুখোমুখি হবে : intelligence is everything. Feeling is unreal with no value in grim reality.

আধুনিক-উত্তর বিশ্ব মধ্য যুগের মতো হাঁক পাড়ছে আসুন compromise করি, অস্তিত্ব রক্ষার একটা উপায় আছে- তার নাম মোক্ষম মধ্যপন্থা। আমরা এটাকে বলি সমবায়ের পথ। কেননা ৭০ বছরের বিপ্লব রসাতলে গেছে। রাতারাতি সবকিছু বদলাবার নয় যদিও আমরা অহরহ শুনছি বদলে দিন, বদলে যান। যারা এ তত্ত্ব দিয়েছেন অবস্থাদৃষ্টে দেখা যায় তাঁরা বদলেছেন র‍্যাডিক্যাল উর্দি আর গায়ে ফের চড়িয়েছেন চিরন্তনী সেই বিবর্তনী turn coat.!

অতএব সমবায় প্রশ্নে আর 'to be or not to be'-র হ্যামলেট-শেক্সপিয়ারের দ্বন্দ্বদোলায় আর থাকা নয়। আসুন, আমরা সর্বকালের জ্ঞানীদের পথ, মধ্যপথ। সমবায়ের পথ কষে ধরি। তবে হ্যাঁ এবার আমাদের সাথে অবশ্যই থাকতে হবে steadiness intelligence, intelligence Avi intelligence, নিছক কোন আবেগ নয়!

আফতাব হোসেন
সিনিয়র সাংবাদিক, গবেষক

রূপকল্প ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়নে সমবায়ের ভূমিকা

এম এম মোর্শেদ

বর্তমান সরকারের ঘোষিত "রূপকল্প -২০২১-২০৪১" একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় হতে পারে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা। কেননা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারী ও বে-সরকারী খাতের পাশাপাশি সমবায় পদ্ধতির ব্যবহার সারাবিশ্বেই স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো কোনো দেশে ক্ষেত্র বিশেষ অধিক জনপ্রিয়। বিশেষ করে ইউরোপ এবং নরডিক কান্ট্রি (নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড)। Euro Coop-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বার্ষিক আয় ৭৯ বিলিয়ন ইউরো। Euro Coop-এর মহাপরিচালক Mr. Todlor Ivanov এর মতে Euro Coop-এর ৫ সদস্য তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের মার্কেট লিডার। ঝঙক (ফিনল্যান্ডের জাতীয় সমবার সংস্থা) 47% Coop Italy 21% Coop Denmark 37% Coop Jednota Slovakia 20% Coop Entonia 20%|

ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে সমবায়ের অর্ন্তনিহিত শক্তিমত্তার কথা জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছে ২০১২ খ্রীঃকে আর্ন্তজাতিক সমবায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে।

এ প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বান-কি মুন তার বানীতে বলেছেন 'Cooperatives are remindertothe international communitythat it is possibleto pursue both economic viability and social responsibility'.

ICA (আর্ন্তজাতিক সমবায় মৈত্রী)-এর সভাপতি Dame Pauline Geen-এর মতে সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে, লোভ মেটানোর কাজ করে না। (Meeting

human need. Not just Human Greed). তাছাড়া ICA-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের ৮০ কোটি মানুষ সমবায়ের সদস্য এবং ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় সর্ম্পকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই প্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, সমবায়ের পথ গণতন্ত্রের পথ।"

বাংলাদেশের সংবিধানেও সমবায়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে গুরুত্ব অনুসারে রাষ্ট্রের মালিকানার ব্যবস্থা হবে তিন প্রকার।

১. রাষ্ট্রীয় মালিকানা
২. সমবায়ী মালিকানা
৩. ব্যক্তিগত মালিকানা

বাংলাদেশে সমবায়ের ইতিহাস ১১৪ বৎসর অতিক্রম করতে যাচ্ছে। একটি পদ্ধতি সুদীর্ঘকাল টিকে থাকার মধ্যে দিয়ে এর গ্রহণ যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমান করে।

কৃষি কার্যের সাথে সম্পৃক্তকরণ- যেহেতু বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, সেহেতু কৃষি কার্যের উন্নয়নে সমবায় সহযোগিতা প্রয়োজন।

অনেক ক্ষেত্রে উন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও সমবায়ের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। উদাহারণ স্বরূপ আমরা 'মিল্কভিটার' নাম উল্লেখ করতে পারি।

মিল্কভিটার মাধ্যমে বাৎসরিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৮.৫ কোটি লিটার। বাৎসরিক ২৪ হাজার কোটি টাকা লেনদেন। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ, মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১ হাজার। বর্তমান বাজারজাতকৃত মোট পাস্তরিত তরল দুধের ৫০% সরবরাহ করে থাকে মিল্কভিটা (তথ্য ২০০৯)।

তাছাড়া আমরা মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর কথা বলতে পারি। জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় অবস্থিত এই সমিতিটি। এই সমিতির উদ্যোক্তার নাম সবনম মোস্তারী কাকলী। সমিতিটি নিবন্ধিত হয়েছিল ২৮ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিঃ। নিবন্ধনকালীন সময়ে সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫ জন যা বর্তমানে ১৮২ জন সদস্য। নিবন্ধনকালীন সময়ে যার শেয়ার মূলধন ছিল ২৫,০০০ টাকা বর্তমানে এর শেয়ার মূলধন ৮৬,৬০০ টাকা। নিবন্ধনকালীন সময়ে সঞ্চয় আমনতের পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ টাকা আর বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৭,৫৮,৯৭০ টাকা। এই সমিতিটি মোট ৩ বার (২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬) উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছে। ২০১৫ খ্রিঃ ময়মনসিংহ বিভাগের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং ২০১৫ খ্রিঃ মহিলা অধিদপ্তর কর্তৃক "মহিলাদের অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী সমিতি" হিসেবে সমিতির সভাপতি "জয়িতা" পুরস্কার লাভ করেছে। সমিতিটি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছে।

সমবায়কে সেকেলে ধারণা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। সমবায় সমিতিসমূহকে আরো অধিক পরিমাণে বাস্তবসম্মত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। আজও দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলে সমবায় মহাজনী সুদের ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত হয়। কিছু অসাধু সমবায় সমিতির নামে মহাজনী সুদের ব্যবসা নিয়ে কাজ করছে যা কিনা সমবায়ের পরিপন্থী। সমবায় অধিদপ্তর/ সরকার যদি ঐ সকল মহাজনী সুদ প্রথা বন্ধ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রকৃত সমবায় ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে তবে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব। উপজেলা/জেলা পর্যায় থেকে ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ে সমবায়ের ইউনিট খোলা যেতে পারে। এখানে আমরা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সমবায় বিশেষজ্ঞ Mr. Charles Howarth -এর উপদেশটি গ্রহণ করতে পারি। তার মতে সমবায় আদর্শকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত আর্দশ হল সমবায় সম্প্রদায় অথবা সমবায় গ্রাম। আমি ব্যক্তিগত ভাবে Mr. Charles Howarth-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত পোষন করি এবং বলতে চাই, আমাদের দেশেও সমবায় গ্রাম গঠন করে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করা সম্ভব। কারণ সমবায় বিভাগ ব্রিটিশ আমল থেকে এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছে। সমবায় অধিদপ্তর/ বিভাগকে প্রয়োজন বোধে একটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা যেতে পারে, যার নাম হতে পারে সমবায় মন্ত্রণালয়।

সমবায় বিভাগে আরও অধিক সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে দেশের শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে সমবায়ের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সমবায়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য কার্যাবলী হতে পারেঃ

- কৃষি কার্যের সাথে সম্পৃক্তকরণ- যেহেতু বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, সেহেতু কৃষি কার্যের উন্নয়নে সমবায় সহযোগিতা প্রয়োজন।
- কৃষকদের উন্নত বীজ প্রদান
- আধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ
- আধুনিক প্রশিক্ষণ
- ফরমালিন ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য পরিহার এবং ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক ব্যাপকভাবে প্রচার করা।
- কৃষি সমবায় সমিতিকে কম সুদে ঋণ প্রদান করা।
- হাইব্রিড চাষাবাদে সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- খাসজমি সমবায়ীদের মধ্যে বন্টন করা।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও বিতরণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা।

এখানে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর উক্তিটি গ্রহণ করা যেতে পারে। "কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্য মূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল, ভোগের ন্যায্য অধিকার কিন্তু এই লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে একটি সত্যিকারের গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"।

২. মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত :

- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে সহায়তা প্রশিক্ষণ বিশেষ করে ফরমালিন মুক্ত মাছ চাষে উৎসাহ প্রদান করা।
- মাছের খাবার বিশেষ করে রাসায়নিক মুক্ত খাবারের দিকে জোর দিতে হবে।
- জাটকা ইলিশ নিধনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এর প্রচারণা করা যেতে পারে।
- ফরমালিন ক্ষতিকারক দিক বিশেষ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন : চর্মরোগ, কিডনী রোগ এমনকি ক্যান্সার হতে পারে। কেননা মূলতঃ মিথানল গ্যাসের ৪০% জলীয় দ্রবনকে ফরমালিন বলা হয়। এই গ্যাসকে পানিতে চালনা করে ৩০-৪০% জলীয় দ্রবন উৎপন্ন হয়, এটিই ফরমালিন।

৩. সমবায় বিভাগ পল্লী চিকিৎসকদের সাথে যৌথভাবে কাজ করে গ্রামের সার্বিক চিকিৎসার উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে।

- পল্লী চিকিৎসক সমবায় সমিতি

গঠন করা যেতে পারে।

- বিশেষ করে 'মা ও শিশু' প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
- প্রয়োজন বোধে সমবায় চিকিৎসা কেন্দ্র করা যেতে পারে। সমবায়ীদের জন্য স্বল্প খরচে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।
- 'সমবায় গ্রাম' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- সমবায় গ্রামের মাসিক সভা করা যেতে পারে।
- সমবায় গ্রামের সদস্যগণ তাদের নিজেদের গ্রামের উন্নয়নের তালিকা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- মাসিক সভায় বাল্য বিবাহ এর কুফল ও এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- ছাত্র/ছাত্রীদের নকলের কুফল এবং নকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- যৌতুক বিরোধী কার্যক্রমে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের মানবিক মূল্যবোধের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
- গ্রাম সমবায় দুর্নীতির ক্ষতিকারক দিকসমূহের এবং এর প্রতিকারের ব্যাপারে আলোচনা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সমবায় অফিসার পদায়ন করা যেতে পারে।
- 'সমবায় গ্রাম' গ্রামের বেকার যুব সমাজকে উন্নয়নমূলক কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- সমবায় পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের সফল সমবায় সমিতিগুলোর কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে।
- ২০১১-২০১২ সালে গৃহীত প্রকল্প 'সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন' নিশ্চিতকরণ প্রকল্পটিকে সারাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারণা এবং বাস্তবায়ন করা।
- সমবায় সমিতিগুলোকে ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সমবায় ব্যাংকটিকে আরো অধিক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। সমবায় ব্যাংকটিকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে রূপান্তর করা।
- সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদটি জেলা প্রশাসককে পদায়ন করা।
- সমবায় সমিতিসমুহকে রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।
- সমবায় কর্মকর্তাদের যথার্থ প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রকৃত মূল্যায়ন করা। উদাহারণস্বরূপ বলা যেতে পারে অনেকক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাগণ জেলার শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কৃত হচ্ছেন এবং জেলা প্রশাসন পদক পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন মেলায় মাঠ পর্যায়ে সমবায় ষ্টলের ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। ঐ সকল কর্মকর্তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে তাদের বিশেষভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা। যেমন : "সমবায় পদক" প্রদান করা।
- সমবায় কর্মকর্তাদের সমবায় কর্মকর্তা হিসাবে গর্ব করা উচিৎ। কেননা সমবায় কর্মকর্তাগণ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ পাচ্ছেন।
- সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের পদমর্যাদা অতিরিক্ত সচিব-এর পদ থেকে পূর্ণ সচিব-এর মর্যাদায় উন্নিত করা।
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীকে আরো আধুনিকায়ন ও আর্ন্তজাতিক মানে একাডেমীতে উন্নীত করা।
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীর অধ্যক্ষের পদমর্যদা যুগ্ম সচিবের পদমর্যদায় উন্নীত করা।
- অঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট-এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা।
- সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমিতিগুলো যেন সমবায় আইনসমূহ যথাযত প্রয়োগ করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- সমবায় সমিতি অডিট করার সময় অডিটরকে নিরপেক্ষভাবে অডিট কার্য সম্পাদন করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা উন্নীতকরণ :

- উপজেলা সমবায় অফিসার-এর পদটি বিসিএস ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত করা।
- জেলা সমবায় অফিসার-এর পদমর্যাদা সিনিয়র সহকারী সচিবের সমমর্যাদায় উন্নীত করা।
- জেলা অডিটরদের পদমর্যাদা সহকারী নিবন্ধকের পদমর্যদায় উন্নীত করা।
- সমবায় সমিতিসমূহ পরিদর্শন, নিরীক্ষণ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ তদারকির জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীপ ও মোটরসাইকেল প্রদান করা।
- পরিবহন সমবায় সমিতিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- পরিবহনের লাইসেন্স, ফিটনেস ও ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করা।
- ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ী চালানোর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকে সমবায় সমিতির আওতায় নিয়ে আসা।
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য সমবায় বিভাগ বিশেষ সেবা প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি বর্তমান সরকারের 'রুপকল্প ২০২১-২০৪১' বাস্তবায়নে সমবায় যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। তবে সেক্ষেত্রে সরকার/ সমবায় মন্ত্রণালয়/সমবায় অধিদপ্তর এর আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

সূত্র :

১. বাংলাদেশ সমবায় আন্দোলন ও রুপকল্প -২০২১ বাস্তবায়ন (ড. আবুল বারাকাত)
২. মৎস্য সংরক্ষণ ফরমালিনের অপব্যবহার স্বাস্থ্য ঝুকিঁ প্রতিরোধে করণীয় (দলিল উদ্দিন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), সমবায় '৫৭ তম বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা'।
৩. সমবায়ে সামাজিক নিরাপত্তা প্রেক্ষিত সমবায় ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (হরিদাস ঠাকুর, উপ-নিবন্ধক) '৫৬ তম বর্ষ ৩য় ও ৪থ সংখ্যা'।
৪. https://www.thennews.coop/93231/sector/retail/qa-what-lies-ahead-for-european-co-ops/
৫. সবনম মোস্তারী কাকলী (সভাপতি, মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ)-এর সহযোগিতা।
৬. উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীহাতি টাংঙ্গাইল, মধুপুর, টাংঙ্গাইল ও ধনবাড়ী, টাংঙ্গাইল-এর সহযোগিতা।

এম এম মোর্শেদ
সিনিয়র ম্যানেজার কমপ্লায়েন্স
ইন্টারটেক বাংলাদেশ।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিনির্মাণের লক্ষ্যে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প
অর্থহীনে অর্থ ও কর্মহীনে কর্ম সৃজন

আশ্রয়ণ প্রকল্প
বিপন্নে আশ্রয় ও গৃহহীনে গৃহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ
জনগণের দোড়গোড়ায় ই-সেবা

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি
বিদ্যাহীনে বিদ্যা - শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড

নারীর ক্ষমতায়ন
সর্বক্ষেত্রে নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ

মিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য
তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ
শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সহায়ক বিদ্যুৎ উৎপাদন

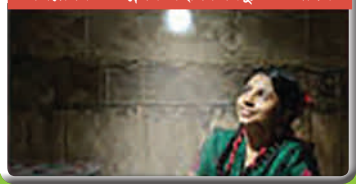

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
অসহায় নাগরিকদের সুরক্ষা

বিনিয়োগ বিকাশ

পরিবেশ বিপর্যয় রোধ

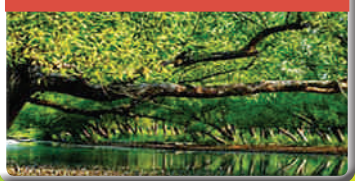

নতুন প্রজন্মের স্বপ্নপূরণে সমবায়ের অনন্য উদ্যোগ

রাফায়েল পালমা

'বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই! মায়ের সাথে ঢাকায় ভাড়াবাসায় সাবলেট থাকি। তেজগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্সে পড়ার পাশাপাশি বাসায় গিয়ে ছোট শিশুদের প্রাইভেট পড়াই। সাথে ঢাকা ক্রেডিট সমিতির ছাত্র প্রকল্পে খন্ডকালীন কাজ করছি। কিছুটা হলেও এতে আমার মায়ের স্বস্তি হয়'- কথাগুলো বলছিলেন রকি লরেন্স রোজারিও, ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনার্স পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থী। তার বাড়ি গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের দড়িপাড়া গ্রামে।

রকির সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, ২০১৪ সালে যখন তার বাবা স্ট্রোক করে মারা যান, তখন রকি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনার্সে অধ্যয়নরত ছিলেন। বাবাকে হারিয়ে তখন চোখে শুধু অন্ধকার দেখছিলেন। আর চিন্তা করছিলেন, কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে! ওই সময় রকির আয়ের একমাত্র সোর্স ছিল ঢাকা ক্রেডিটের ছাত্র প্রকল্পে খন্ডকালীন কাজ। আত্মীয়-স্বজনদের পরামর্শে তিনি মাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন, শুরু হয় তার জীবনযুদ্ধ। একদিকে পড়াশোনা অন্যদিকে আয়ের টেনশন। দমে থাকার ছেলে নন রকি।

অনেকে তাকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে চাকরি করতে বলতো। কিন্তু রকি পণ করেন : 'আমার যত কষ্টই হোক, আমি অনার্স শেষ করবোই।' রকি সপ্তাহে তিনদিন করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিন ঘন্টা করে কাজ করেন ঢাকা ক্রেডিটে। অনার্স পড়া বন্ধ না করে চালিয়ে যেতে থাকেন পড়াশোনা ও কাজের সংগ্রাম।

ঢাকা ক্রেডিটের কাজের ইতিবাচক দিকগুলোর ব্যাপারে রকি বলেন : 'এখানে কাজ করা অবস্থায় আমি চাকরি-জীবনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করি। পাশাপাশি আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হই। ঢাকা ক্রেডিটের ছাত্র প্রকল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার একটি সুন্দর সুযোগ পাই।'

রকির মতো তেরেজা কোড়াইয়া ঢাকা ক্রেডিটের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র প্রকল্পের একজন কর্মরত ছাত্রী। গ্রাম থেকে এসে ঢাকা ক্রেডিটেরই ছাত্রী হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা। পাশাপাশি ঢাকা ক্রেডিটের ছাত্র প্রকল্পে খন্ডকালীন কাজ করেন। কোড়াইয়া বলেন, 'এই প্রকল্পে কাজ করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করছি। হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। সেসব চ্যালেঞ্জ অতিক্রমের জন্য ঢাকা ক্রেডিটের এই প্রকল্প আমাকে অগ্রসর হতে অনেক সহায়তা ও সাহস যুগিয়েছে।'

সন্ধ্যার সময়টিতে ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয়ে কাজের মাধ্যমে আনন্দ খুঁজে পান কোড়াইয়া। এখানে অধিকাংশই নারীকর্মী। এমন কাজের পরিবেশ ও আয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ঢাকা ক্রেডিটের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই আয় অনেকভাবেই উপকার হয়।'

রকি রোজারিও এবং তেরেজা কোড়াইয়াই শুধু নয়, ১৯৯১ সাল থেকে সমিতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করার এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ছাত্র প্রকল্প শুরুর পর ২০১৮-এর অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৫৪৮ জন শিক্ষার্থী ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয় ও সেবা সেন্টারে কাজে সহায়তাকারী হিসেবে সপ্তাহে তিনদিন প্রতিদিন তিন ঘন্টা কাজ করে মাসে ২ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

কর্ম শিক্ষার্থীরা শহরে থাকা-খাওয়ার খরচের একটি অংশ অথবা পকেটমানি জোগাড় করতে পারছেন। নিজেরা কিছুটা হলেও আত্মনির্ভরশীল হতে শিখছেন। গ্রাম থেকে শহরে এসে এরা সংগ্রাম করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। পড়ার সময় কম পাওয়াতে পড়ার আগ্রহ ও তীব্রতা বেড়ে যায়। সমিতির ছাত্র প্রকল্পে খন্ডকালীন কাজ করতে করতে পড়াশোনা শেষ করেছেন অনেকেই। তনুকা মার্টিনা রোজারিও তাদেরই একজন। পড়াশোনার পর তিনি সমিতির একটি সেবাসেন্টারে পূর্ণকালীন কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তিনি কাজে এসে তার জীবনসঙ্গীও বেছে নিতে পেরেছেন। তনুকা বলেন, 'আমার পড়াশোনার সাথে কাজের সংশ্লিষ্টতা অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের কাজ করার নিরাপদ পরিবেশ বিদ্যমান। তৃতীয়ত,

> আমরা ক্ষমতায় এসে দিনবদল করেছি, মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করেছি।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

কর্মপরিবেশ আমি যেমনটি চাই ঠিক তেমনি, মনের মতো। নিজের জীবনসঙ্গীও বেছে নিতে পেরেছি এই প্রতিষ্ঠান থেকে।' সবকিছুতেই যেন রয়েছে তার ঐকতান। তিনি সারাজীবন এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

শিক্ষার্থী যুবাদের নানাভাবে সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে উচ্চশিক্ষা ঋণ। তাদের বিবিএ, এমবিএ, সিএ, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, বিএসসি নার্সিং, টেকনিক্যাল ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষার জন্য সমিতি ৫০ হাজার টাকা সহজশর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। পড়াশোনা শেষ করার ছয় মাস পর চাকরি বা পেশাগত কাজে যোগ দিয়ে তারা সমিতির ঋণ কিস্তিতে শোধ করতে পারেন।

১৯৮৬ সাল থেকে উচ্চশিক্ষা ঋণের প্রবর্তন করার পর থেকে মোট ৪০০ জন শিক্ষার্থীকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য মোট ১০ লক্ষ টাকা উচ্চশিক্ষা সাপোর্ট ঋণ দিয়ে থাকে সমিতি। ইতিমধ্যে মোট ১৯৯ জন শিক্ষার্থকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য মোট ৯ কোটি ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উচ্চশিক্ষা সাপোর্ট ঋণ দেওয়া হয়েছে।

ঋণ দিয়েই সমিতি ক্ষান্ত নয়। খ্রিষ্টান সমাজের অন্যান্য যুবশিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে জীবনে আদর্শ নাগরিক হতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, এসএসসির পরে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যায় তার দিকনির্দেশনা দিতে, জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে, বিবাহের সিদ্ধান্ত নিতে, সমাজে শ্রদ্ধা-সম্মানবোধ নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবন কাটাতে, সঠিকভাবে আধ্যাত্মিক চর্চা করতে ও সামাজিক জীব হিসেবে মানবীয় জীবন অতিবাহিত করার শিক্ষাও এই সমিতি দিয়ে থাকে। একজন আদর্শ ব্যক্তি ও মূল্যবান-সম্মানীয় হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বকে রিসোর্স পারসন হিসেবে নিমন্ত্রণ দিয়ে যুব সম্মেলনের আয়োজন করে সার্বিকভাবে ছেলেমেয়েদের এসব জীবনবোধের শিক্ষা দিয়ে থাকে সমিতি।

স্পেশাল ইংরেজি কোর্স ও আইইএলটিএস কোর্স চালু করে যুব শ্রেণিকে বিদেশে গমনাগমন ও লেখাপড়ার যোগ্য করে গড়ে তুলতেও এই সমিতি নিরন্তর অবদান রেখে যাচ্ছে। শুরু থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত মোট ১,২৩২ জন নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর স্পেশাল ইংরেজি কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং ২৪৭ জন আইইএলটিএস কোর্স সম্পন্ন করেছে। তাদের অধিকাংশই বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে লেখাপড়া করছেন। ধীরে ধীরে তারা হয়ে উঠছেন বিশ্ব-নাগরিক ও বৈশ্বিক চিন্তাচেতনার মানুষ।

সকল যুবকের মেধা একরকম নয়। কম মেধার শিক্ষার্থীদের জন্য সমিতি নিয়ে এসেছে পেশাগত প্রশিক্ষণ ঋণ। এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এসএসসির পর একজন যুবক বা যুবতী শিখতে পারেন ফটোগ্রাফি, জুনিয়র নার্সিং ট্রেনিং, গার্মেন্টস-বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং, কেটারিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। কোনো যুবক যদি ড্রাইভিং শেখে এবং গাড়ি কিনে নিজে ব্যবসা করে আয় করতে চায়, তবে সমিতি তার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজশর্তে গাড়ি ঋণ দিতে পারছে। ইতিমধ্যে মোট ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা গাড়ি ঋণ দিয়ে যুবশ্রেণিকে সৎপথে নিষ্ঠার সাথে আয়ের পথ আবিষ্কার করেছে ঢাকা ক্রেডিট সমিতি।

সমিতি ২০১৩ সাল থেকে শিশুর জন্মের দিন থেকেই সদস্য করার রীতি ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। তাদের বলা হয় বী-সেভার্স। সমিতিতে বর্তমানে বী-সেভার্সের মোট সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৮০০। জন্মের ৬০ দিনের মধ্যে বী-সেভার্স হলে, তার হিসাবে সমিতি ৫০০ টাকা এককালীন দিয়ে দেয়। শূন্য থেকে বারো বছর পর্যন্ত তাদের বী-সেভার্স হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এর পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের স্মার্ট সেভার্স-এ উন্নীত করা হয়। স্মার্ট সেভার্সদের জন্য রয়েছে নানা সুবিধা। তাদেরকে স্পেশাল ইংরেজি কোর্স ও আইইএলটিএস-এ পড়তে গেলে ২৫% ছাড় দেওয়া হয়।

যুবকদের পরিবার গঠনের জন্য সমিতিতে খোলা হয়েছে বিবাহ সঞ্চয় স্কীম। পাঁচ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে মাসিক ৫০০ টাকা, ১ হাজার টাকা, ১ হাজার ৫০০ টাকা, ২ হাজার টাকা জমা করে সঞ্চিত ব্যালেন্সের ওপর ৯% সুদ পেতে পারেন।

যুবক ও শিশুদের কেন্দ্র করে যে কয়েকটি সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোসহ মোট ৭৫টি সঞ্চয়-ঋণ প্রডাক্টস ও প্রকল্প সেবা রয়েছে এই সমিতিতে। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সুযোগ সৃষ্টি করেছে ঢাকা ক্রেডিট সমিতি। সমিতির সংশ্লিষ্টজনদের সাথে কথা বলে জানা যায়, এখানে এত বেশি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে যা কোনো ব্যাংকেও নেই। কেননা, ব্যাংকে কোনো গরিব বা কম আয়ের মানুষ হিসাব পর্যন্ত খুলতে পারে না, যা সমিতিতে সম্ভব।

বর্তমানে এই সমিতিতে রয়েছে ৪০ হাজার সদস্য, প্রায় ৬০০ কোটি টাকারও অধিক মূলধন ও মোট পাঁচ শ প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী যাদের অধিকাংশই যুব-নারী যারা এই সমিতিকে নিয়ে এসেছেন স্বর্ণশিখরে। সমিতির রয়েছে আটটি নিজস্ব (প্রতিটি ৫-৭তলা) ইমারত। এসব সু-উচ্চ স্থাপনাতেই চলছে সমিতির দৈনন্দিন সেবা, প্রকল্প পরিচালনার কাজ ও সমবায় বাজার।

২০১৪ সাল থেকে এই সমিতিতে জোরদার হয়েছে যুব-শ্রেণির কণ্ঠস্বর। সমিতির যৌবনদীপ্ত নেতৃত্বে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্ভাবনী প্রডাক্ট, সেবা ও প্রকল্প। সার্বিকভাবে বাংলাদেশে সমবায় সমিতি নানা প্রকল্প হাতে নিয়ে সদস্যসহ সাধারণ মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। স্মরণকালের সবচেয়ে বড় প্রকল্প ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালসহ একটি মেডিকেল কলেজ, একটি নার্সিং কলেজ ও একটি নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা ক্রেডিট সমিতি। ২০২১ সালে হাসপাতালের উদ্বোধন হবে বলে জানান সমিতির প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুজ গমেজ। তিনি আরো জানান, 'এই হাসপাতালে কমপক্ষে এক হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান হবে, যাদের অধিকাংশই থাকবে যুবক-যুবতী।'

সমিতির মোট ২৭টি প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পূর্বাচলের সন্নিকটে রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকার মনিপুরীপাড়ায় আন্তর্জাতিকমানের চাইল্ডকেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার, পূর্বরাজাবাজারে শরীর চর্চার জিম, উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ঢাকায় দুটি ছাত্রী হোস্টেল, দুটি সমবায় বাজার, সিকিউরিটি প্রকল্প, শিশুদের বিকাশের জন্য কালচারাল একাডেমি, বিশেষ ইংরেজি কোর্সসহ আইইএলটিএস কোর্স, অসচ্ছল-মেধাবী শিক্ষার্থদের জন্য ছাত্র প্রকল্প, ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল, মাসিক প্রকাশনা সমবার্তাসহ আরো অনেক প্রকল্প। এসব প্রকল্প গ্রহণের কারণে সমিতির 'কর্ম-সংস্থান আমাদের লক্ষ্য, আত্মনির্ভরশীল সমাজ আমাদের স্বপ্ন' দর্শন পূরণ হতে চলেছে। সমিতির কর্মদ্যোমের সকল ক্ষেত্রেই যেন যুবশ্রেণির উপস্থিতিসহ তাদেরই প্রতিধ্বনি ও জয়গান।

তেষট্টি বছর আগে ১৯৫৫ সালে শুরু হওয়া সমবায় সমিতি গতানুগতিক ঋণ দেওয়া-নেওয়া কার্যক্রমের বাইরে গিয়ে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। নেতৃত্ব ও চিন্তাচেতনায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি নিয়ে এগিয়ে চলেছে ঢাকা ক্রেডিট সমিতি। সমিতিতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান যারা রাখতে সক্ষম হয়েছেন, তারা যুব-সমাজ, দেশকে অভাবনীয় বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যাবার একমাত্র কান্ডারী।

রাফায়েল পালমা
সমবায়ী

6 বাংলাদেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।–**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬

কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়

কালিকাপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি : নং- ৪০ তাং-২৯-০৩-৬৯
সংশোধিত নং- ০২ তাং- ২১-০৮-৯০
গ্রাম : কালিকাপুর, পোষ্ট : বামইল, আর্দশ সদর, কুমিল্লা।

সম্পদ
নিজস্ব মুলধন : ৪,৮৮,০৭,৪৮১ টাকা।
শেয়ার : ৩৩,৮৮,৩৫০ টাকা।
সঞ্চয় : আমানত : ১৪,৬০,২৮৯ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ১৪,৭৯,৯১০ টাকা।
অন্যান্য তহবিল : ১৩,৫২,৯০০ টাকা।
লভ্যাংশ বিতরণ : ৪,৩০,৬১২ টাকা।
বিনিয়োগ : ৬৩,২৮,৫৪৯ টাকা।

উন্নয়ন কর্মকান্ড
- কৃষি উন্নয়ন।
- গভীর নলকূপ স্থাপন।
- ডেকোরেটর ব্যবসা।
- রাইসমিল স্থাপন।
- সার ও কীটনাশক ব্যবসা।
- মৎস্যচাষ।
- হাসঁ-মুরগী পালন।

সামাজিক কর্মকান্ড
- যোগাযোগ অবকাঠামো মেরামত ।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ।
- পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ।
- স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- শিক্ষবৃত্তি প্রদান।
- মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণে সহযোগিতা করা।

সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায়

সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

রেজি : নং-০৩/৯৩, তারিখ : ০৫.০১.১৯৯৩ খ্রিঃ
জি .পি. গ-১৯০/১, (২য়তলা), স্কুলরোড, মহাখালী, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

সম্পদ
নিজস্ব মুলধন : ৩৫,০০,৪৫,৩৮৯ টাকা।
শেয়ার : ৫,১৬,৮৩,৩৩৭ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২৭,০৩,৬৬,৯৪৭ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ২২,১৩,২৯৩ টাকা।
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ : ১,৬৯৩৩,৩৩৯ টাকা।
সঞ্চয় মুনাফা প্রদান : ১,৭২,০০,৮৬৯ টাকা।
শেয়ারে লভ্যাংশ বন্টন : ৯,৪৪,৪১৮ টাকা।
ঋণ বিনিয়োগ ২৫,৩৯,৬৭,৭৪১.০০ টাকা।
মোট সদস্য সংখ্যা ১৬৪৮৬ জন
কর্মচারী ও কর্মকর্তা : ১২১ জন
পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান : ৩,০৮৮ জন।

উন্নয়ন কর্মকান্ড
- ঋণ বিনিয়োগ প্রকল্প
- জমি ক্রয় প্রকল্প
- সম্প্রীতির ভবন নির্মাণ প্রকল্প
- সম্প্রীতি হাউজিং প্রকল্প
- সম্প্রীতি মাসিক বুলেটিন প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড
- মৃত্যুজনিত মিউচ্যুয়াল এইড তহবিল
- ছাত্রছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান।
- স্বাস্থ্য ঋণ প্রদান।
- একাউন্টিং, সফটওয়্যার সেবা প্রদান
- বিকাশ, ই-মেইল সেবা প্রদান
- মোবাইল ও ফোনে সদস্যদের সেবা প্রদান

দুগ্ধ সমবায়

মুশুদ্দি উত্তর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি : নং-৬৯৩ তারিখ-২৯/০৩/২০১২ ইং
গ্রাম :-মুশুদ্দি বাজার ডাকঘর : মুশুদ্দি বাজার
উপজেলা : ধনবাড়ী জেলা : টাংগাইল।

সম্পদ
নিজস্ব মুলধন : ৪,৪০,৬১৬ টাকা।
শেয়ার : ৪,২৪,৫৫০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৫,৭৪,৬৮০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ৯,৬৪০ টাকা।
লভ্যাংশ বন্টন : ৮১১৪০ টাকা।
মোট সদস্য সংখ্যা ১৭৩ জন।

উন্নয়ন কর্মকান্ড
- গাভী ঋণ প্রকল্প : ১,৫২,৫০,০০০ টাকা
- প্রতিদিনের উৎপাদন : ৪০০০ লিটার দুধ
- বিনা মূল্যে সদস্যদের গাভী প্রজনন
- উন্নত জাতের গাভী পালনে প্রশিক্ষণ
- ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড
- ঔষধ সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান
- ঘাস চাষে সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা
- বাল্য বিবাহ, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন
- পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনের উদ্বুদ্ধ করণ

মহিলা সমবায়

পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি : নং ৯৬৮৭ তারিখ : ২৯/০১/২০০৯
৫৭ নং গুর্খা ডাক্তার লেইন, কলাবাগিচা, পাথরঘাটা
থানা : কোতোয়ালী, জেলা : চট্টগ্রাম।

সম্পদ
নিজস্ব মূলধন : ৭২,২৭,৮৪০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৩১,৪৩৬,৯৩৯ টাকা।
শেয়ার মূলধন : ৫৩,৬৫,৮০০ টাকা।
সঞ্চয় : ২২,৬১২,৯৬৬ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ৮,৪৭,৭৬৮ টাকা।
সমবায় উন্নয়ন তহবিল : ৬৬,৯০৩ টাকা।
কু-ঋণ তহবিল : ৪,৭৪,৬৪৪ টাকা।
শিক্ষা তহবিল : ১,০১,৫৪৮ টাকা।
কল্যাণ তহবিল : ৭০,০৭১ টাকা।
বিল্ডিং তহবিল : ১,৪০,৪৪৮ টাকা।
ভূমি তহবিল : ১,২৯,৪১৭ টাকা।
স্বাস্থ্য তহবিল : ৩১,২৪১ টাকা।

উন্নয়ন কর্মকান্ড
- আত্ম-কর্মসংস্থানে ঋণ।
- হস্তশিল্প প্রকল্প।
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।
- সঞ্চয় প্রকল্প।
- ব্লক বুটিক, সেলাই প্রকল্প।
- বিউটি পার্লার।
- চামড়া জাত পণ্য তৈরী প্রকল্প।
- জুয়েলারী পণ্য তৈরী।
- ড্রাইভিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প।
- ফাস্ট ফুড তৈরি।
- মোমবাতি তৈরি প্রকল্প।

পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান : ১০৮২ জনের

সামাজিক কর্মকান্ড
- শিক্ষা বৃত্তি
- স্যানিটেশন
- স্বাস্থ্য সেবা
- নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন।
- বয়স্ক শিক্ষা
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- যৌতুক প্রতিরোধ

জনাব এস. এম গোলাম কুদ্দুস

পিতা : মৃত আনছার আলী সরদার
উপজেলা : ডুমুরিয়া, জেলা : খুলনা।
জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
রেজি : নং- ৪/ডু, তারিখ : ০৭/৮/১৯৮৪ খ্রিঃ
সংশো. রেজি: নং-০৯/কে, তাং : ২৪/০১/২০০৭

ব্যক্তিগত তথ্য
- সদস্য পদ লাভের তারিখ : ০১/০১/১৯৮০ খ্রিঃ
- বর্তমান পদবী : সদস্য
- ব্যক্তিগত শেয়ার : ১০,০৭,৩০০ টাকা।
- ব্যক্তিগত সঞ্চয় : ১৬,১১,৫০৬ টাকা।
- জামানত : ১,৩৬,৭৫৪ টাকা।
- বিশেষ সঞ্চয় : ২৯,৫৪১ টাকা।
- ভবিষ্যৎ তহবিল : ৩,০৩,৭৬৮ টাকা।
- কল্যাণ ট্রাস্ট : ২,১৪,৮০৪ টাকা।
- মরণোত্তর তহবিল : ২,৭০০ টাকা।
- স্থায়ী আমানত : ২০,০০,০০০ টাকা।

ব্যক্তিগত সামাজিক কর্মকান্ড
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, বাজার কমিটিতে অংশগ্রহণ
- কিন্ডার গার্টেন স্কুল সমিতির মাধ্যমে পরিচালনা
- ডুমুরিয়া উপজেলায় মেধাবী ছেলেমেয়েদের বৃত্তি প্রদান
- মাতার নামে ফাতেমা আক্তার শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন
- তাঁর নেতৃত্বে ২০০৯ সালে সমিতিটি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার লাভ
- এলাকায় অনেকগুলো নতুন সমবায় সমিতি গঠন

সমিতির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- আধুনিক মৎস্য খামার প্রকল্প।
- কীটনাশকবিহীন ও পরিবেশ বান্ধব সবজি খামার প্রকল্প।
- কিং ব্রান্ড সিমেন্ট এজেন্সি প্রকল্প।
- বসুন্ধরা টিস্যু ডিলারশিপ প্রকল্প।
- তেল, আটা, ময়দা, সুজি ডিলারশিপ প্রকল্প।
- প্যারাগন ফিস ফিড এর ডিলারশিপ প্রকল্প।
- সিটি ফিস ফিডের ডিলারশিপ প্রকল্প।
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প (২০১৫-১৬ সালে ১,৪০,৪৫,৫৭৬ টাকা নিট মুনাফা)।
- কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রকল্প।
- জনতা ফ্যাশনস্ (গার্মেন্টস প্রকল্প)।
- জনতা কনজুমার্স, মোল্লা সল্ট ডিলারসিপ।

মৎস্যজীবী সমবায়

খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি : নং- ১০/জে, তারিখ : ২৮/০৩/১৯৬১ খ্রিঃ
সংশো : রেজি : নং- ১১৫/জে তাং ১০/০৭/২০১১খ্রিঃ
উপজেলা : চৌগাছা, জেলা : যশোর।

সম্পদ
শেয়ার : ২,৯৫,১৮৫ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৮,৯৮,৪৭২ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ১৫,০৯,৪১৪.৯৬ টাকা।
সিডিএফ : ১,৫২,৯২৭ টাকা।
নিট লাভ : ১৬,৩৭,৮৬০ টাকা।
নিজস্ব মূলধন : ৩৫,৯৫,৩৮৬ টাকা।
লভ্যাংশ বন্টন : ২৬,০০,০০০ টাকা।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- বিনিয়োগের পরিমাণ : ২৪,৭৪,৬০০ টাকা।
- খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়ে মাছ চাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ
- ২৩৩ একর খড়িঞ্চা বাওড় ইজারা নিয়ে মাছ চাষ ও রেণু পোনা
- মাছের মান বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাতকরণ

সামাজিক কর্মকান্ড
- পুজা পার্বণ উদযাপনের জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান।
- মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান।
- দুঃস্থ মানুষদের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্বকর্ম সৃষ্টি।
- গরীব ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহযোগিতা প্রদান।
- সদস্যদের মাঝে পুরস্কার প্রদান। ▪ শীত বস্ত্র প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা।
- স্বামী পরিত্যক্তা, অসহায় মহিলাদের সহায়তা প্রদান।
- কন্যা দায়গ্রস্থ পিতাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

মুক্তিযোদ্ধা সমবায়

শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং- ৩৩২/জে তারিখ- ২৮/০৩/১৯৭৮খ্রিঃ
উপজেলা : শার্শা, জেলা : যশোর।

সম্পদ
নিজস্ব মূলধন : ৬,৭৪,৫২২ টাকা।
শেয়ার : ২৭০০০ টাকা।
সঞ্চয় : ৬,৮৬,৮৫০ টাকা।
সংরক্ষণ তহবিল : ৩,৩১,৮০০ টাকা।
সিডিএফ : ৩৪,৩০৩ টাকা।
কু-ঋণ তহবিল : ৫৭,৫০৩ টাকা।
পুঞ্জিভুত নিট লাভ : ২,২৩,৯১৬ টাকা।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- মৎস্য চাষ।
- দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প
- বৃক্ষরোপন প্রকল্প
- সঞ্চয়ী প্রকল্প।
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড
- চিকিৎসা সাহায্য
- দাফন/অন্তেষ্ঠিক্রিয়ায় সাহায্য
- যৌতুক প্রতিরোধ।
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ।
- মাদক প্রতিরোধ।

বিত্তহীন, ভুমিহীন সমবায়

পীরপুকুর গুচ্ছগ্রাম সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি নং ৬২ তারিখ ০৪.০৫.২০১১ খ্রি :
উপজেলা : হরিপুর
জেলা : ঠাকুরগাঁও।

সম্পদ
শেয়ার : ৬৮,৯৬০ টাকা।
সঞ্চয় : ৮৮,৮৯০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ১১,১০০ টাকা।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- পশুপালন প্রকল্প
- মৎস্যচাষ প্রকল্প
- বৃক্ষরোপন প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।
- মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প।

সামাজিক কর্মকান্ড
- বয়স্ক শিক্ষা
- বৃক্ষরোপন
- যৌতুক প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
- স্বাস্থ্য সেবা
- দাফন/অন্তেষ্ঠিক্রিয়ায় সাহায্য।

যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়

কল্যাণপুর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি : নং-১৯৮(মূল) তাং-১৬/০৬/১৯৭৭ইং
সংশোধিত নং-০১ তাং-১৬/০৭/২০০৫ ইং
উপজেলা : কুমারখালী, জেলা : কুষ্টিয়া।

সম্পদ
মূলধনের পরিমাণ ৬৬২৪.১ লক্ষ টাকা।
স্থাবর সম্পত্তি ৪২১.৫৬ লক্ষ টাকা।
অস্থাবর সম্পত্তি ৬৭০.০২ লক্ষ টাকা।
শেয়ার সঞ্চয় ৬৬২৪.১১ লক্ষ টাকা।
সঞ্চয় আমানত ৪৫৪.০৬ লক্ষ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল ১৬৯.৮০ লক্ষ টাকা।
দীর্ঘ মেয়াদী আমানত ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।
অন্যান্য তহবিল ১৭৬.৯৮ লক্ষ টাকা।
লভ্যাংশ বন্টন ৪৫.৬৮ লক্ষ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- ঋণদান প্রকল্প।
- হিউজিং স্কিম।
- কলেরা স্যালাইন (ওআরএস) তৈরি প্রকল্প।
- পরিবহণ প্রকল্প।
- আবাসান প্রকল্প।

সামাজিক কর্মকান্ড
- বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- সমিতির ওয়েব সাইট সেবা।
- ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স সেবা।
- বৃক্ষরোপন ।
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ।
- অসহায়কে সহায়তা।
- মাদক প্রতিরোধ।

কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী সমবায়

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ

রেজি : নং-০৮; তারিখ : ২৫/১০/১৯৪৮।
বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।

সদস্য সংখ্যা : ৪৮৮৭ জন।
কর্মকর্তা/কর্মচারী : ৫০ জন।

সম্পদ
নিজস্ব মূলধন : ১৪,৯৭,৪৬,৫০০ টাকা।
অস্থাবর সম্পত্তি : ২১৮,৪২,৯৬,৭৮২ টাকা।
ব্যাংক জমা : ৯,৮০,২০,৯৬১ টাকা।
শেয়ার : ১৪,৯৭,৪৬,৫০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ১৩৪,৬২,৪৩,৯১০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ৮,৬৩,৬৫,৫৯২ টাকা।
কু-ঋণ তহবিল : ৮৪,৬৩,১৮০ টাকা।
লভ্যাংশ বন্টন : ৪,১৫,৯৩,২৯১ টাকা।
সমবায় উন্নয়ন তহবিল : ১১,০৪,১৬৭ টাকা।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
এটিএম কার্ড প্রকল্প ▮ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর প্রকল্প ▮ রেলওয়ে, বিমানের টিকেটিং সিস্টেম ▮ মোবাইলে ব্যালান্স আপলোড সিস্টেম ▮ মুদারাবা হজ্ব স্কীম ▮ উচ্চ শিক্ষা মাসিক আমানত স্কীম ▮ শান্তিবাগ আবাসন প্রকল্প ▮ শুভেচ্ছা প্লাজা বাণিজ্যিক প্রকল্প ▮ বাসাবো-রামপুরা জমি ক্রয় প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড
- ১১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান
- ৩৮৭০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি প্রদান
- ৯৫ জন সদস্যকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান
- প্রতি বছর ৫০ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়তা প্রদান
- বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- সমিতির ওয়েব সাইট সেবা।
- ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স সেবা।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৭

কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়

দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং- ০৯, তাং- ০৪/১২/২০০৭ ইং
উপজেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

শেয়ার মূলধন : ৬৬৯৮৭৪১ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫৫৩৪১৩৬৭ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ১৬৬৩৩৯১ টাকা
রক্ষনাবেক্ষন তহবিল : ১৩১৯৫৭৮ টাকা
কূ-ঋণ তহবিল : ১১০৭৩৫৬ টাকা
সঃ উঃ তহবিল : ৬৫৪২৩ টাকা
অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য মোট : ১৩৭১৩৮৯ টাকা
লভ্যাংশ বন্টন : ৮৬৬৭৫৯৪ টাকা
নিজস্ব মূলধণের : ১০৮৫৪৪৫৯ টাকা

উন্নয়ন কর্মকান্ড
- কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প ও সেঁচ প্রকল্প ।
- কীটনাশকমুক্ত সবজি চাষ প্রকল্প।
- সার ব্যবসা প্রকল্প।
- খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ প্রকল্প।
- খালের পানিতে হাসঁ পালন প্রকল্প
- গবাদি পশু পালন।

সামাজিক কর্মকান্ড
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী।
- সুখী পরিবার গঠনে জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণে উদুদ্ধকরণ।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বদ্ধকরণে শতভাগ সফলতা।
- বাল্য বিবাহ রোধকরণ।
- শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ।
- নিরক্ষর সদস্যদের ও সাধারণ একালাবাসীকে স্বাক্ষরতা দান কর্মসূচী।
- এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিবাদ নিস্পত্তি করণ ।

সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায়

মিঃ বাবু মার্কুজ গমেজ

সভাপতি
দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
১৭৩/১/এ, তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

ব্যাক্তিগত তথ্য
সদস্যপদ গ্রহণ : ২৭-০৮-১৯৮৩
ব্যক্তিগত শেয়ার : ৩,৩০,১৫৪ টাকা
ব্যক্তিগত আমানত : ১,৭৬,০৯৪ টাকা
হাউজিং ডিপোজিট : ৩,৫৯,৬৬৩ টাকা
লং টার্ম ডিপোজিট : ১৬,৫৬,৫০০ টাকা
মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প : ৩,৩১,২৯৩ টাকা
উৎসব সঞ্চয় প্রকল্প : ৩১,৩৬১ টাকা
হেলথ কেয়ার : ১৯,৫০০ টাকা
বয়স্ক সঞ্চয় প্রকল্প : ৩,৮১৯ টাকা
মিলেনিয়ার প্রকল্প : ২৩,৬৯,০১২ টাকা

উন্নয়ন কর্মকান্ড
- সমিতির সম্পদ : ৫৯২ কোটি টাকা
- ঢাকা ক্রেডিট সমবায় বাজার প্রকল্প
- সিকিউরিটি সার্ভিস প্রকল্প
- রিসোর্ট ও ট্রেনিং সেন্টার প্রকল্প
- চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার প্রকল্প
- মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প
- ছাত্রী ও কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল প্রকল্প
- ট্রেনিং সেন্টার প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড
- সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রদান।
- বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ওয়াইএমসিএ'র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- বাংলাদেশ ট্রাক-কর্ভাড ভ্যান মালিক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- বাংলাদেশ ওয়াইএমসিএ এর প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- ওয়ার্ল্ড এলায়েন্স অব ওয়াইএমসিএ (জেনেভা)-এর এক্সিঃ কমিটি মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালনে।
- ঢাকা খ্রিষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন।

দুগ্ধ সমবায়

জনাব নাজিম উদ্দিন হায়দার

সভাপতি
উত্তর চরলক্ষ্যা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ।
গ্রাম : উঃ চরলক্ষ্যা, ডাক : চরলক্ষ্যা
উপজেলা : পটিয়া, জেলা : চট্টগ্রাম ।

ব্যক্তিগত তথ্য
- শ্রেষ্ঠ সমবায় খামারী হিসেবে জাতীয় কৃষি পদক-১৪২৩ অর্জনকারী
- পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ
- পটিয়ায় পূর্ণাঙ্গ দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনে অগ্রনী ভূমিকার পালন।
- পটিয়ায় পূর্ণাঙ্গ কারখানা স্থাপনে অগ্রনী ভূমিকার পালন।
- ব্যক্তিগত শেয়ার ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা
- আমানত ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা।

উন্নয়ন কর্মকান্ড
- বায়ো-গ্যাস প্রকল্প স্থাপন
- উন্নতজাতের গাভীপালন প্রকল্প
- উন্নত মানের ঘাসের বীজ সংগ্রহ প্রকল্প
- ভ্যাকসিন সংগ্রহ ও সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ
- মডেল গাভী প্রকল্প
- বায়ো গ্যাসের বর্জ দিয়ে জৈব সার উৎপাদন প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড
- সমবায়ীদের দুধের ন্যায্য মূল্যের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখা
- ডেইরী শিল্পকে সম্পূর্ণ করমুক্ত খাত হিসাবে ঘোষণার আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকার পালন।
- বিনামূল্যে চক্ষু শিবির
- মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ
- শীত বস্ত্র বিতরণ
- সদস্যদের মধ্যে ফলদ ও বনজবৃক্ষের চারা বিতরণ

মহিলা সমবায়

ড. সেলিনা রশিদ

সম্পাদিকা
সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
রেজি নং- ৩৩৬, তাং- ০১/০৬/০৯
উপজেলা : ভালুকা, জেলা : ময়মনসিংহ।

ব্যক্তিগত অবদান
- ব্যক্তিগত শেয়ার : ২৭৭৬৫ টাকা
- ব্যক্তিগত সঞ্চয় : ২১৮৫৩৭৫ টাকা
- সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ প্রদান

সমিতির সম্পদ
শেয়ার মূলধন : ৪৭৬৬০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪৯৯৩৮২৫ টাকা
সংরক্ষিত মূলধন : ৫৪২৯০৬ টাকা
কু-ঋণ তহবিল : ৩৬২৯৭ টাকা
কল্যান তহবিল : ৩১৫৮২ টাকা
অবন্টিত লাভ : ৪৮৫৮৯ টাকা
আপদকালীন তহবিল : ৫৫৫৬৮৩ টাকা
হাওলাদ তহবিল : ৯৮৮৯৬৪ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- গরুমোটাতাজাকরণ প্রকল্প
- ধান ভাঙ্গানোর মেশিন স্থাপন প্রকল্প
- কুটির শিল্প প্রকল্প
- সেলাইশিল্প প্রশিক্ষণ প্রকল্প
- পোলট্রি ফার্ম স্থাপন প্রকল্প

সামাজিক কর্মকান্ড
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের সহায়তা প্রদান
- ভেজাল বিরোধী আন্দোলন সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি
- জঙ্গী ও সন্ত্রাস বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি
- অসহায় দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

বহুমূখী সমবায়

জনাব নাজমুল আলম ভূঁইয়া জুয়েল

সম্পাদক
কিংশুক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
রেজিঃ নং ৪৯ তারিখ : ২৩/০৯/১৯৯০ইং
কিংশুক টাওয়ার, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।

ব্যক্তিগত তথ্য

- সমিতির সদস্য নং ০৫; সদস্য হওয়ার তারিখ : ২৫/০৭/১৯৯০ খ্রিঃ
- সামজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, সুইজারল্যান্ড, ভারত, নেপাল, ভুটান মালোয়েশিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, তাইওয়ান, চীন, হংকং, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে যোগদান করেন।
- কম্পিউটার বিষয়ে জাপান ও যুক্তরাজ্য থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রী লাভ ।
- তিনি সুদীর্ঘ প্রায় ২৭ বছর যাবত সমবায় কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন।
- বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সদস্য হিসেবে জাপানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- ব্যক্তিগত শেয়ার ১,২৯,৮০০ টাকা
- আমানত বাবদ ১৯,৯৭,৪২৬ টাকা

সমিতির সম্পদ

সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন
৯৮,৬৪,৮০০ টাকা
বিভিন্ন তহবিলের মোট স্থিতি
১৬,৪৩,১৮,৬৭৬ টাকা
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ৪১,৮৫৩ জন
নারী পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- কিংশুক ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প
- কিংশুক সমবায় বাজার প্রকল্প
- কিংশুক পার্টিসিপেটরী হাই স্কুল প্রকল্প
- কিংশুক আবাসন প্রকল্প
- কিংশুক সি.এন.জি প্রকল্প
- বিক্রয় ও বিপণন কেন্দ্র (সবাক)
- কিংশুক প্রথমা

সামাজিক কর্মকান্ড

- কিংশুক সমবায় বিকাশ
- কিংশুক ইকো ট্যুরিজম
- কিংশুক শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রকল্প
- কিংশুক গ্রীণ হাউজ নার্সারী
- কিংশুক বডি ফিটনেস কেন্দ্র

মৎস্য সমবায়

অনির্বাণ মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ

নিবন্ধন নং ১৪৬, তাং-২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ
গ্রাম : দক্ষিন খলেয়া, ডাক : খলেয়া
উপজেলা : গংগাচড়া, জেলা : রংপুর।

সম্পদ

নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ : ৩৩৯১৫৮০ টাকা
শেয়ারের পরিমাণ : ২৯৭৯৬০০ টাকা
সঞ্চয়ের পরিমাণ : ২৪৪০৪০৩ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৬২৮৮৫১ টাকা
কু-ঋণ তহবিল : ৪১৯২৩ টাকা
অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ : ২৪১৮৬১ টাকা
সরকারী ঋণের পরিমান : শূণ্য

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

- আধুনিক মৎস্য চাষ প্রকল্প
- জমি ক্রয় ও বন্ধক গ্রহণ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান প্রকল্প
- দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থানে ঋন কর্মসুচী
- রেণু পোণা উৎপাদন কর্মসূচী
- গাভী পালনে ঋণ প্রদান কর্মসূচী
- হাঁস-মুরগী পালনে ঋণ প্রদান কর্মসূচী

সামাজিক কর্মকান্ড

- মেয়ে বিয়ের জন্য সহায়তা প্রদান
- শিক্ষা সহায়তা প্রদান
- শীত বস্ত্র বিতরন কমসূচী চলমান
- মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রনে সচেনতা সৃষ্টি
- ইভটিজিং প্রতিরোধে জন সচেতনতা সৃষ্টি
- সেনিটেশন কর্মসুচী পালন

কুলিয়ারচর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং- ৩০ তারিখ- ২০/০৭/১৯৯৯খ্রিঃ
কুলিয়ারচর বাজার
উপজেলা : কুলিয়ারচর, জেলা : কিশোরগঞ্জ।

সম্পদ
নিজস্ব মূলধনের পরিমান : ১,৯৬,৮০৬ টাকা
শেয়ার মূলধন : ১,২৫,১০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪৭০০২৬ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৭১৭০৬ টাকা
অন্যান্য তহবিল : ১৩৩৩১০০ টাকা
স্থাবর সম্পত্তির পরিমান : ৯০৬৮১০ টাকা
ব্যাংকে এফ.ডি. আর : ৫০০০ টাকা।
বিনিয়োগ : ১৮৪০০০০ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- মৎস্য ব্যবসা কর্মসুচী
- মুক্তিযোদ্ধা ভবন নির্মান প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ঋন প্রদান কর্মসুচী
- সবজি উৎপাদন কর্মসূচী
- গাভী পালনে ঋণ প্রদান কর্মসূচী
- সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচী

সামাজিক কর্মকান্ড
- শিক্ষা তহবিল চালু করণ
- দাতব্য চিকিৎসা তহবিল চালু করণ
- সমিতির সদস্যদের সমবায় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- অসহায় মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা দান
- এতিম ও দরিদ্রদেরকে আর্থিক অনুদান
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ

বেগম রহিমের নেছা

সভাপতি
শাকচর মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ
রেজি নং- ৩৬ (নোয়া), তাং- ২৪/১১/১৯৮০ খ্রিঃ
গ্রাম : শাকচর, পো : জে.এম.হাট
উপজেলা : লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর।

ব্যক্তিগত তথ্য
- সভাপতি, লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন
- সদস্য হওয়ায় তারিখঃ ০৫/০৬/১৯৮০
- ব্যক্তিগত শেয়ার- ১৩৫৩০ টাকা,
- সঞ্চয় আমানত- ১৩২৬২ টাকা।
- অদ্যাবধি সমিতি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেনি
- ২৫ জনের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে কমিউনিটি পুলিশ ব্যবস্থা চালু করণ

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- মৎস্যচাষ ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- পশুপালন ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- পোল্ট্রি র্ফাম ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- কৃষি খামার ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ প্রদান কর্মসুচী

সামাজিক কর্মকান্ড
- জনাব রহিমের নেছার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- গরু মোটা তাজা করন ২৫ জন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ৫০ জন
- মৎস্য চাষ বিষয়ে ৩০ জন
- ধাত্রি বিদ্যায় ১৮ জন দর্জি বিদ্যায় ২৪ জন
- বাঁশ বেতের কাজে ১৭ জন
- নকশী কাঁথায় ২১ জনকে প্রশিক্ষণ
- সদস্যদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান
- আপদ কালীন তহবিল, শিক্ষা- স্বাস্থ্য তহবিল
- বীমা তহবিল করা সৃষ্টি হয়।

যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়

দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

রেজি নং ২০৯, তারিখ : ১০/১০/১৯৫৯ইং,
সড়ক নং ২, নাছিরাবাদ
থানা : পাচঁলাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম।

সম্পদ
স্থায়ী সম্পদের মূল্য : ১৮,০১,৯৬,৬০৫ টাকা
পূর্ব নাসিরাবাদ শিশুপার্ক : ৫৪ শতক
খুলশী শিশু পার্ক এর জমি : ৭৯.২৫৫ শতক
রোজ ভ্যালী শিশু পার্ক এর জমি : ১৫.১৩১৬"
বড়দিঘী জমি : ২৮ কানি ১.১৪৫ গন্ডা
শেয়ার : ৮,৩৯,১০০ টাকা
সঞ্চয় : ৩,২০,৮০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৩,৬২,৭৯,৭৮৩.৭৯ টাকা
সমবায় উন্নয়ন তহবিল : ৫৪,৬৬,৬০৫.২৯ টাকা

সামাজিক কর্মকান্ড
- নাসিরাবাদ অংকুর সোসাইটি স্কুল প্রতিষ্ঠা
- মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী
- স্যানিটেশন বিষয়ে সচেনতা সৃষ্টি
- স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী
- অনুদান প্রদান
- পরিবার পরিকল্পনা
- কম্পিউটার শিক্ষা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- আবাসন কর্মসুচী
- পশুপালন ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- পোল্ট্রি র্ফাম ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসুচী
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ প্রদান কর্মসুচী
- জমি ক্রয় কর্মসুচী

কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী সমবায়

জনাব মোঃ নওশের আলী

সাধারণ সম্পাদক
বাঘাবাড়ীঘাট ট্যাংকরী পরিবহন শ্রমিক সমবায় সমিতি লি ঃ
নিবন্ধন নং ৪৩৯, তাং-২৩/০৩/১৯৮৩খ্রিঃ
গ্রাম : ছোট বায়ড়া, ডাকঘর : বাঘাবাড়ীঘাট
উপজেলা : শাহ্জাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ।

ব্যক্তিগত শেয়ার : ১০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ৫৫৪১২৮ টাকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড
- ট্যাংকলরী ও ট্রাক প্রকল্প
- পেট্রোল পাম্প স্থাপন প্রকল্প
- সমবায় সার্ভিস সেন্টার স্থাপন প্রকল্প ।
- সমবায় ট্রেডার্স স্থাপন প্রকল্প
- জমি ক্রয় প্রকল্প
- সমবায় হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প

সম্পদ
- ৭টি ট্যাংকলরী ও ট্রাক
- ৩ টি পেট্রোল পাম্প স্থাপন
- মেসার্স সমবায় সার্ভিস সেন্টার
- মেসার্স সমবায় ট্রেডার্স স্থাপন
- ৫৩৮ শতক জমি ১টি সমবায় হাসপাতাল নির্মানাধিন রহিয়াছে।
- সমিতির সঞ্চয় : ৭,৩৯,৪৯,৩৪৪ টাকা

সামাজিক কর্মকান্ড
- গণ শিক্ষা কর্মসূচী
- পরিবার পরিকল্পনায় সচেতনতা বৃদ্ধি
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী
- স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
- পশু চিকিৎসা কর্মসূচী

খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে সফল সমবায়

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার খড়িঞ্চা গ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। এই জনপদে রয়েছে খড়িঞ্চা বাওড়। এই বাওড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে জনবসতি। এই বাওড় সংলগ্ন জনবসতির বেশিভাগ লোকজনই ছিল একসময় দরিদ্র শ্রেণির মৎস্যজীবী। যাদের জীবনজীবিকার মূল উৎস ছিল প্রকৃতি থেকে মৎস্য আহরণ। তাঁরা ছিল সমাজে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে দারিদ্র্য বৈষম্য সৃষ্টি করেনি, বৈষম্যই দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছে। এই সত্যটি এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গৌরচন্দ্র বিশ্বাস বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। বৈষম্য ও দারিদ্র্য থেকে এ বাওড় সংলগ্ন জনবসতির মুক্তির লক্ষ্যে তিনি সমবায় সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় মৎস্যজীবীদেরকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাঁদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালের শেষের দিকে ৫৬ জন মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে 'খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি' গঠন করেন। যা সমবায় বিভাগ হতে ২৮/০৩/১৯৬১ খ্রিঃ তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং-১০/জে, সংশোধিত নিবন্ধন নং-১১৫/জে, তারিখ : ১০/০৭/২০১১ খ্রিঃ। নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম : খড়িঞ্চা, ডাক : স্বরূপদাহ, উপজেলা : চৌগাছা, জেলা : যশোর। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা খড়িঞ্চা, দেবালয় ও মাধবপুর গ্রামব্যাপী।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আর্দশ শিক্ষা দেওয়া, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবন যাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

২. নিজেদের আর্থিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সভ্যগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৪. সভ্যগণকে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, বন্যাজনিত পানি সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ আইন ও বন সংরক্ষণ আইন মেনে চলা ও প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি এবং শুষ্ক মৌসুমে এদের জন্য মৌসুমী অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা।

৬. সরকারী বা বেসরকারী জলাশয় ক্রয় অথবা ইজারা নিয়ে বা অন্যকোন উপায়ে মাছ চাষ করা।

৭. মৎস্য চাষ, ধরা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন, মানবৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত করা এবং বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮. মাছ ধরার, মাছ সংরক্ষণের বা শুষ্ক ও লবণাক্ত করার সরঞ্জাম, নৌকা তৈরী ও মজুদ করা এবং সমিতির সভ্যদের নিকট এগুলো বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া অথবা অন্যভাবে তাঁদেরকে মাছ ধরার সরঞ্জাম ও নৌকা ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করতে সাহায্য করা।

উন্নয়ন কর্মকান্ড

এ প্রাচীন জনপদে রয়েছে প্রকৃতির অকৃত্রিমতায় গড়ে ওঠা অনেক খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়। এগুলোকে ব্যবহার করে এ সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিকভাবে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সে লক্ষ্যেই-"জল আছে যেখানে, মাছ চাষ সেখানে"।

এই শ্লোগানে বিশ্বাসী হয়ে সমিতির সদস্যগণ সমিতির নামে খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয় ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন করে। সমিতির শুরু থেকে বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় বাওড় অর্থাৎ ২৩৩ একর বিশিষ্ট খড়িঞ্চা বাওড় সরকারীভাবে ইজারা নিয়ে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদনপূর্বক তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বাজারজাত করে থাকে। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায়ভিত্তিতে লাভ বন্টনপূর্বক সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ঘের, বাওড়, পুকুর, ডোবা, নালা, জলাশয় ইত্যাদিতে সমিতির সদস্যগণকে পাহারাদার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির সহায়তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির ১৩২ জন সদস্য বাওড়ে কমিশনভিত্তিক মৎস্য আহরণসহ মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত থেকে স্ব-কর্ম সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কাজে নিয়মিত ও খন্ডকালীন প্রায় ৫৩ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

অন্যান্য কর্মকান্ড

১. সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, স্যানিটেশন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন।

২. সদস্যদের কন্যা বিবাহদানে সহায়তাসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণপূর্বক সহায়তাকরণ।

৩. এছাড়াও বাওড়সহ বিভিন্ন জলাধারের

পাশে বৃক্ষ রোপণ ও বনায়নে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তাকরণ।

৪. আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে অন্যান্য সমবায় সমিতিসহ মৎস্যচাষীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার গ্রহণ

সমবায় ভিত্তিতে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনামূলক কার্যক্রমে সমবায়ের ব্যবহার এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সমিতিকে ২০০৯ সালের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে ঘোষণা করেন এবং ১৯/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে স্বর্ণপদকসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন।

সমিতির কার্যক্রমের তথ্যাবলী

২০১৬-২০১৭

১	সদস্য সংখ্যা	১৩৪ জন
২	শেয়ার মূলধন	৪৪৬৭৩০ টাকা
৩	সঞ্চয় আমানত	৯০৮০৬৪ টাকা
৪	সংরক্ষিত তহবিল	১৭২৬৫৫১ টাকা
৫	সিডিএফ প্রদান	৫৭০৬৩ টাকা
৬	কার্যকরী মূলধন	৩০৮১৩৪৫ টাকা
৯	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২৩ জন

পরিশেষ

খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ দীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৬০ এর দশকে এ সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্য পীড়িত, তাঁদের জীবনে ছিল কালো মেঘের ছায়া। আর এখন সমবায়ের পতাকাতলে আশ্রিত হয়ে মৎস্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তাঁদের জীবন হয়েছে মাছের সোনালী রঙের ন্যায় আলোকিত। সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়াও এলাকার সাধারন মানুষের জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে। এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ জিল্লুর রহমান
সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় দপ্তর
চৌগাছা, যশোর।

পাইকগাছা কাঁকড়া ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

কাঁকড়া ব্যবসায়ীরা সমবায়ের পতাকাতলে

খুলনা জেলা শহর হতে ৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে শিবসা নদীর অববাহিকায় জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও অবিভক্ত বাংলার সমবায়ের বাঙালী পথিকৃত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি-তীর্থভূমি পাইকগাছা, খুলনা বিভাগে সমবায়ের তীর্থস্থান নামে খ্যাত। এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সমবায়ের প্রাণপুরুষ দানবীর মরহুম মেহের মুসল্লী, মরহুম মোঃ মাহাবুবুর রহমান, আলহাজ্ব মোঃ ফসিয়ার রহমান। পাইকগাছা পৌরসভার পাইকগাছা বাজারে অবস্থিত 'পাইকগাছা কাঁকড়া ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড'। ২০০১ খ্রিঃ সালের ১ জুলাই পাইকগাছা বাজারের প্রগতি কাঁকড়া ডিপোর মালিক মোঃ হাবিবুর রহমান, মণীষা কাঁকড়া ডিপোর মালিক জয়দেব নাথ, জেপিএ ট্রেডার্সের মালিক জগন্নাথ সানা এবং দাশ কাঁকড়া ডিপোর মালিক দেবব্রত দাশের অনুপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাইকগাছা কাঁকড়া ব্যবসায়ী সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। পরবর্তীতে এই সমিতির কার্যক্রম চলমান অবস্থায় সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে সমবায় বিভাগ হতে ০৬-০৮-২০০১ খ্রিঃ তারিখে ৫২/ কে নম্বর মূলে নিবন্ধনের মাধ্যমে 'পাইকগাছা কাঁকড়া ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১২-০২-২০০৫ খ্রিঃ সালে পুনরায় এই সমিতির উপ-আইন সংশোধন করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সমবায়ই একমাত্র কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার 'পাইকগাছা কাঁকড়া ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কর্মসংস্থান

সমিতির অফিসে ২ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থান ও পিকাপ পরিবহন প্রকল্পে ৯ জন কর্মচারীর সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবন, স্থানীয় নদ-নদী ও মৎস্য ঘের হতে কাঁকড়া সংগ্রহ, কাঁকড়া চাষ, ডিপো মালিক, ফড়িয়া, ভ্যান চালক ও ঝুড়ি তৈরি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকসহ প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ এই সমিতির কর্মকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। প্রতিমাসে সমিতির মাধ্যমে গড়ে প্রায় দুইশত দশ মেট্রিক টন কাঁকড়া জাপান, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং চীনসহ বিভিন্ন রাজ্যে রপ্তানি করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য বার কোটি ষাট লক্ষ টাকা।

বর্তমান আর্থিক কর্মকান্ড

খুলনা জেলার পাইকগাছা পৌরসভার প্রাণকেন্দ্র

থানা জামে মসজিদ মার্কেটে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে অফিস ভবন নির্মিত হয়েছে। যার নির্মাণ ব্যয় ৫,২৭,৮৪০ টাকা। সমিতির সদস্যবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের লক্ষে একই মার্কেটে দুই শতক জমির উপরও একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যার নির্মাণ ব্যয় ২,৫২,২৪৫ টাকা। সদস্যবৃন্দের চাহিদা অনুযায়ী আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য সমিতিতে ৩ প্রকার ঋণ কার্যক্রম চালু আছে : আর্থিক সহায়তা ঋণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও বিশেষ ঋণ। ঋণ প্রকল্পের পাশাপাশি সমিতির স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমিতির সদস্যবৃন্দের অর্থায়নে পিকআপ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক বিকাশের চিত্র

অল্প সংখ্যক সদস্য ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও মাত্র আঠার বছরেই সমিতিটি উন্নতির শিখরে উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে মাত্র ২১ জন সদস্যের স্থলে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩১৬ জন, শেয়ার মূলধন ২১,০০০ টাকা হতে বর্তমানে ২৮,১৩,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৩,৭৮০ টাকা হতে ২৬,৩৭,১৫৬ টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সমিতির শেয়ার মূলধন ২৮,১৩,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২৬,৩৭,১৫৬ টাকা, তহবিল সমূহ ২৩,১২,৯৬৯ টাকা, নীট লাভ ১১,৮৬,৩৫৪ টাকা, লভ্যাংশ বন্টন ৩,৫১,৭০৫ টাকা, কর্জ দাদন ১,০৩,২৬,০০০ টাকা, স্থাবর সম্পদ ৩৬,৩৫,৫৩৫ টাকা, অস্থাবর সম্পদ ৪১,৭৭৭ টাকা, কার্যকরী মূলধন ১,০১,৭৩,৭০৪ টাকা, প্রকল্পে বিনিয়োগ ১০,৫৯,০০০ টাকা।

সেবামূলক ও সামাজিক কর্মকান্ড

আর্থিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন ও আর্ত-মানবতার সেবায় এ সমিতি এলাকায় যথেষ্ট সুনাম ও আস্থা অর্জন করেছে। বিগত ২০০৯ খ্রিঃ সালে দক্ষিণাঞ্চলব্যাপী প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়রা, দাকোপ ও পাইকগাছা উপজেলার দূর্গত মানুষের মাঝে সমিতি ও ব্যক্তি সদস্যের পক্ষ হতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সমিতিতে মরণোত্তর সাহায্য তহবিল ও দূর্ঘটনা তহবিল চালু আছে যা দ্বারা সমিতির মৃত ও দুর্ঘটনা কবলিত সদস্যকে নগদ ২০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বই ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। শীতকালে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে।

মুকুন্দ বিশ্বাস
উপজেলা সমবায় অফিসার, পাইকগাছা, খুলনা।

জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

আপন আলোয় উদ্ভাসিত

একই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডুমুরিয়া উপজেলাধীন প্রত্যন্ত অঞ্চল থুকড়ায় সমবায় মনোভাবাপন্ন মানুষ যখন সমবায় ব্যাংকের কৃষিঋণ নির্ভর, মানুষ যখন ঋণ প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় সামিল ঠিক সেই সময় ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারী ৩ জন উদ্যোক্তা সংগঠক সরদার এমান আলী, এস এম গোলাম কুদ্দুস ও এস এম মুস্তাকিম বিল্লার নেতৃত্বে ১৩ জন সমবায় আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বপ্ন বিলাসী মানুষ দিন বদলের প্রত্যয় নিয়ে মাত্র ১৩০ টাকা মূলধন সংগ্রহ করে ১৯৮৪ সালে "জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" প্রতিষ্ঠা করেন যা সমবায় বিভাগ হতে ০৭/০৮/১৯৮৪ খ্রিঃ তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে মহাজনী সুদ হতে মুক্তি দিয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেই পরিবর্তনের মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং তা উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে করে সমিতি বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে শক্ত ভিত্তি গঠনে সক্ষম হয়েছে। কোন প্রকার ঋণ, অনুদান বা সাহায্য ছাড়াই এ পর্যন্ত প্রায় একশ কোটি টাকা মূলধন সৃষ্টি করেছে।

সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম

সমিতির সদস্যদের এবং এলাকাবাসীকে বিভিন্ন আয়-বর্ধক ও উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য নিম্নে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ চলমান আছে।

গার্মেন্টস (জনতা ফ্যাশন) প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব ১.৫ একর জায়গার উপর জনতা গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১,০০,০০,০০০ টাকা। উক্ত প্রকল্পে শতাধিক কর্মচারি কর্মরত। সমিতির উৎপাদিত পণ্য দেশে বিদেশে রপ্তানি করে সমিতি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

মৎস্য প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব জায়গার উপর এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০,০০,০০০ টাকা। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রচুর মৎস্য সম্পদ উৎপাদিত হচ্ছে। যা দেশের এবং এলাকার জন সাধারণের আমিষের ঘাটতি পূরণে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে ৫০ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে।

কম্পিউটার প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব ভবনে এ প্রকল্প চলছে। প্রকল্পে ১২,১৮,৫৮৩ টাকা বিনিয়োগ আছে। এ প্রকল্প হতে বার্ষিক গড় আয় ১,৭৫,০০০ টাকা। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

সিমেন্ট এজেন্সি প্রকল্প

সমিতি মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিঃ এর কিং ব্রান্ড সিমেন্ট এজেন্সি গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,০০,০০,০০০ টাকা। এ প্রকল্পে ২৪ জন লোকের কর্মসংস্থান

সৃষ্টি হয়েছে।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ

সমিতি শেয়ার বাজারে ৩,১৭,৩০,৭১৯ টাকা বিনিয়োগ করেছে। যা বর্তমানে লাভজনকখাত হিসাবে বিবেচিত। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

খানজাহান আলী ফিসারিজ ও ডেইরী ফার্ম প্রকল্প

সমিতি এ প্রকল্পে ৩,৭৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছে। এ প্রকল্পে বার্ষিক ৭৫,০০,০০০ টাকা গড় আয় হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতি খানজাহান আলী ফিসারিজ ও ডেইরী ফার্মের বিনিয়োগকৃত টাকা শেয়ার খরিদ করেছে। প্রকল্পে ১৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জনতা ট্রেডার্স

সমিতি সিটি গ্রুপ থেকে খাদ্যসামগ্রী, ভোজ্য তেল, কনজুমার প্রোডাক্ট এর ডিলারশিপ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প হতে সমিতি বার্ষিক গড় আয় ২০,০০,০০০ টাকা। প্রকল্পে ৩২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।]

জনতা কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রকল্প

এই প্রকল্পে সমিতির নিজস্ব জায়গায় দ্বি-তল বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং এ এই স্কুলের কার্যক্রম চলছে। স্কুলে মোট তিন শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করছে। এ প্রকল্পে মোট কর্মরত লোকের সংখ্যা ৪৮জন।

হাসপাতাল প্রকল্প

এলাকার জনসাধারণের সু-চিকিৎসা ও দ্রুত চিকিৎসাসেবা দেয়ার উদ্দেশ্যে সমিতির ৫ বিঘা জমির উপর হাসপাতাল প্রকল্প এর কার্যক্রম চলমান।

জনতা ফিসারিজ ডিলার কমিশন

এ প্রকল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮,৫০,০০,০০০ টাকা। প্রকল্প হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লভ্যাংশ সমিতি আয় করছে। সমিতির নিজস্ব জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পে ২২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বৃক্ষ রোপন প্রকল্প

এ প্রকল্পে সমিতির বিনিয়োগ ২,৬৯,১৩৯ টাকা। সমিতির নিজস্ব জায়গায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পে ২ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

পিকনিক কর্ণার

সমিতির নিজস্ব জায়গায় ১০,০১,৩৫৩ টাকা বিনিয়োগ করে একটি আধুনিক পিকনিক কর্ণার স্থাপন করেছে। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জনতা গেষ্ট হাউজ

থুকড়া বাজার সংলগ্ন সমিতির নিজস্ব জায়গায় সমিতি জনতা গেস্ট হাউজ নির্মাণ করেছে। এ প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৫৬,৮৩,০৭৫ টাকা। গেষ্ট হাউজ নির্মাণ কাজ চুড়ান্ত পর্যায় আছে। প্রকল্পের নিচতলায় একটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

পরিবহন প্রকল্প

এ প্রকল্পে সমিতি ২৮,৩৪,৮৩৬ টাকা বিনিয়োগ করেছে। ট্রাক একটি, পিকআপ দুইটি, আলমসাধু দুইখানা যা সমিতির মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। প্রকল্পে ১০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

মিল্কভিটায় বিনিয়োগ

সমিতির নিজস্ব জায়গায় মিল্কভিটা এর সাথে ব্যবসায়িক চুক্তির ভিত্তিতে ৭৭,৫৫,২৭৪ টাকা ব্যয়ে চিলিং সেন্টার নির্মাণ করেছে।

জনতা ট্রেডার্স (ফিসফিড)

এ প্রকল্পে সমিতির উৎপাদিত পণ্য, ফিস ফিড বিক্রি করা হয়। নিজস্ব ভবনে পরিচালিত প্রকল্পে ৪,০০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পে ৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মসংস্থান

সমিতির কার্যক্রম বিভিন্ন সেক্টরে থাকায় ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির সৃষ্ট কর্মসংস্থানে সমিতির সদস্য, সদস্যদের সন্তান ও এলাকাবাসীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২২৮জন। অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৪৫০ জন। এছাড়া সমিতির ভ্যান প্রকল্পে ১০জন। মহিলা প্রকল্পে ১২জন কর্মরত আছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ বিধি অনুসরণ করে দক্ষ এবং যোগ্যতার নিরিখে কর্মী নিয়োগ করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম : বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়াও সমিতি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম :

- এলাকার স্কুল কলেজের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবছর পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান।
- শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে তাঁকে সম্মানিত করা।
- সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলোর সাথে আন্তঃসমবায় সম্পর্ক সৃষ্টি।
- এলাকার দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- মেধাবীদের বই খাতা ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ ও বাল্যবিবাহ, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

স্বীকৃতি

সমিতির উদ্যোক্তা জনাব এস এম গোলাম কুদ্দুস ১৯৮৯ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৯ সালেও এ সমিতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করে।

এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ডুমুরিয়া উপজেলায় অনেক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এখন অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এফ এম সেলিম আখতার
উপজেলা সমবায় অফিসার, ডুমুরিয়া, খুলনা।

স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

সফলভাবে এগিয়ে চলা

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন ভবানীপুর এলাকার ইসলামপুর গ্রামের মোঃ আনোয়ার হোসেন পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। চাকুরিজীবন হতে অবসর গ্রহণ করার পর গ্রামের কতিপয় উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকদের নিয়ে তিনি এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করার পরিকল্পনা করেন। সকলকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে একটি এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোর ব্রত নিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় ২০ জন সদস্য সকলে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে উপজেলা সমবায় দপ্তর পার্বতীপুর এর সহযোগিতায় জেলা সমবায় দপ্তর দিনাজপুর হতে 'স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ' নিবন্ধন গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সমিতির কার্যক্রম পার্বতীপুর উপজেলার ৮ নং হাবড়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৪ সালে কর্মএলাকা সমগ্র পার্বতীপুর উপজেলাব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি গ্রহণ করা হয়।

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তর ঢাকা, জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ গত ১৮/০৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে সমিতির সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সাংগঠনিক এবং আর্থিক কার্যক্রমের তথ্যাবলী : সমবায় সমিতির ঠিকানা, গ্রাম : ইসলামপুর, ভবানীপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। নিবন্ধন নং ও তারিখ : নং : ২৫/০৯ তারিখ ১৪/১২/২০০৯ খ্রিঃ। সংশোধিত রেজি নং : ২৫(০১), তাং : ২৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ। সমিতির সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা সমগ্র পার্বতীপুর উপজেলা ব্যাপী। বর্তমানে সভ্য সংখ্যা : ২,১৯৬ জন। সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায় প্রক্রিয়া চালু আছে। বর্তমানে সমিতিতে আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৭৬,২৭,৯০৩ টাকা এবং আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫,৪৯,৫৪,৮০০ টাকা, কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৯,৮৪,৬৪,২৫০ টাকা।

সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু রয়েছে। ১২ জুন ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ঋণ পাওনার পরিমাণ ৫,৩৭,৬২,৮১৯ টাকা। ২০১৬-২০১৭ সালে সমিতির আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ প্রাপ্তি ১,৯৮,২০,৪১৭ টাকা ও প্রদান ৬৯,১৫,০৯৮ টাকা। সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের পর ১,২৯,০৫,৩১৯ টাকা লাভ হয়। হাল সনে সদস্যদের মাঝে ৯২,৮০,৪১৬ টাকা সঞ্চয়ের সুদ ও ১৭,৭৩,৪৬৩ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। এ সমবায় সমিতির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ৩৫ জন দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োজিত আছে।

সমিতির সামাজিক কার্যক্রম

'স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ' আর্থিকভাবে অসচ্ছল সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্য, শীতবস্ত্র বিতরণ, দুঃস্থদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে। সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও অন্যান্য বিভাগে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

উন্নয়ন কর্মকান্ড ও স্বকর্মসংস্থান

মহিলা সদস্যদের হস্ত ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমিতি হতে সেলাইমেশিন, কাপড়, সুতা সরবরাহ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা সদস্যদের দ্বারা মহিলা ও শিশুদের হাতের তৈরি পোশাক, বিছানা চাদরে হাতের কাজ ও নকশী কাঁথা, পাপোস, হ্যান্ড ব্যাগসহ বিভিন্ন মাটির জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে মাটির তৈজসপত্র ও কামারি হাতিয়ার তৈরিতে অর্থায়ন করা হয়েছে। সদস্যদের উৎপাদিত এসব পণ্য সমিতি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিসরে বাজারজাত করছে।

এ সমবায় সমিতি দিনাজপুর শহরে একটি সেলস্ সেন্টার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত সেলস্ সেন্টারে বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাত করা হবে। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে জেলা শহরে একটি ক্লিনিক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে পার্বতীপুর উপজেলায় একটি অনুসরণীয় ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

শারমিন আক্তার
উপজেলা সমবায় অফিসার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

কওমী জননী উপাধি পাওয়ায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা

মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধিতে ভূষিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

SAMABAYA ● November 2018 ● Price Tk 10.00 ● Regd No. DA-41

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা করে দু'টি পুরস্কার পাওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে

সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে অভিনন্দন

ইন্টার প্রেস সার্ভিস নিউজ এজেন্সির পক্ষ থেকে দেওয়া 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া 'স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ' পুরস্কার গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৬ শুধু জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারি উন্নততর ভবিষ্যৎ।—**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B, Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam